



প্রতীক্ষিত মাহ্দি

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

প্রতীক্ষিত মাহদী

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

প্রতীক্ষিত মাহদী

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

জুবায়ের রশীদ

অনূদিত



ইহুদা

তাদের তরে—যারা হবেন ইমাম মাহদির সৈনিক। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের সর্বগ্রাসী ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। ঈমান ও ইয়াকিনের সকল পরীক্ষায় মহান রব সকলকে উত্তীর্ণ করুন। (আমীন)

মুচিপত্র

অনুবাদকের কথা.....	৮
ইমাম মাহদি মুমিনদের প্রতীক্ষিত নেতা.....	১১
কুরআনের আলোকে ইমাম মাহদি.....	১৪
হাদিসের আলোকে ইমাম মাহদি.....	১৫
সালাফদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে.....	২০
মাহদি বলে নামকরণের কারণ.....	২৩
ইমাম মাহদির গুণাবলি.....	২৪
উম্মাহর প্রতি রাসুলের আহ্বান.....	২৭
ইমাম মাহদির আগমনের নিদর্শন.....	২৯
ইমাম মাহদির আগমনের আরো একটি নিদর্শন.....	৩৩
পৃথিবীতে সুদের ভয়াবহ প্রচলন ঘটবে।.....	৩৫
দাজ্জালের আবির্ভাব সঙ্কট ও মোকাবেলা.....	৪০
আমাদের যুদ্ধ.....	৪৬
রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে.....	৪৮
আত্মঘাতী যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়.....	৪৯
মাসিহ বলে নামকরণের কারণ.....	৫৩
দাজ্জাল বলে নামকরণের কারণ.....	৫৫
ইতিহাসের ভয়াবহতম ফিতনা.....	৫৬
দাজ্জাল আবির্ভাবের নিদর্শন.....	৬০
তখন কেমন হবে মানুষের অবস্থা?.....	৬৪
দাজ্জাল আবির্ভাবের সময়কাল.....	৬৬
কেন আসবে দাজ্জাল?.....	৭৪
দাজ্জালের ফিতনার ভয়াবহতা.....	৭৫
দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তির উপায়.....	৮০

কোথায় আছে দাজ্জাল?	৮৩
দাজ্জাল ও তার অনুসারীদের পতন.....	৯০
ইয়াজুজ-মাজুজ সুন্দর পৃথিবীর দুশমন	১০১
ইয়াজুজ-মাজুজ আবির্ভাবের সময়কাল	১০৪
কুরআনুল কারিমে ইয়াজুজ-মাজুজের আলোচনা	১০৯
কিয়ামতের নিদর্শন আলোকপাত করার রহস্য.....	১২০
কারা ইয়াজুজ-মাজুজ?	১২১
কোথায় ইয়াজুজ-মাজুজের আবাসস্থল?.....	১২২
একদিন ধ্বসে যাবে বন্দি-প্রাচীর	১২৩
ইয়াজুজ-মাজুজের অবসান.....	১২৫
ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনা থেকে মুক্তি	১৩৩

অনুবাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের স্রষ্টা অদ্বিতীয় প্রভু মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের। আমাদের কণ্ঠে আদি-অন্ত তারই স্তুতি ও বন্দনা। সাহায্য ও সুপথপ্রাপ্তি এবং আমাদের হৃদয়-মন ও কর্মের তাবৎ অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় কামনা করি তারই নিকট। অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল, সকল কালের সেরা মানব হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

আরবের খ্যাতিমান আলেম, বিদ্বান ও বিদগ্ধ আলোচক শাইখ খালিদ আর-রাশিদের প্রতীক্ষিত মাহদি দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ গ্রন্থটি বাংলায়ন করতে পেরে আল্লাহ তায়ালার অযুত-নিযুত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তার অফুরান দয়া ও তাওফিক পেয়েছি বলেই গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটি সমাপ্ত করতে পেরেছি।

ইমাম মাহদি, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ বর্তমান সময়ের অত্যন্ত আলোচিত অনুষঙ্গ। পৃথিবী যত সামনে অগ্রসর হচ্ছে ততই এসবের আলোচনা ঘনায়মান হচ্ছে। তাদের আবির্ভাবের সময় যেন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হচ্ছে একে একে। তাই মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হলো এ বিষয়ে সঠিক ও স্বচ্ছ জ্ঞান অর্জন করা। সচেতনতা লাভ করা।

পৃথিবীর বুকে হজরত আদম আলাইহিস সালামের সূচনা থেকে কিয়ামত অবধি যত ফিতনা ও বিপর্যয় ঘটেছে ও ঘটবে তন্মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হলো দাজ্জাল। যুগে যুগে সকল নবী ও রাসুল তার উম্মতকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। এর ভয়াবহতা তাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর তন্মধ্যে সর্বাধিক সতর্ক করেছেন আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেননা, অন্যান্য নবীগণ তাদের উম্মতকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু দাজ্জালের আবির্ভাব তাদের মাঝে হয়নি। তাই এ কথা অবধারিত যে, দাজ্জাল শেষ নবীর উম্মতের মাঝেই আগমন করবে।

দাজ্জালের ফিতনা শেষ না হতেই আবির্ভাব হবে ইয়াজুজ-মাজুজের। সমগ্র পৃথিবীতে নিদারুণ বিপর্যয় ডেকে আনবে ভয়ংকর এ মানবপ্রজাতি। তারা

হবে সংখ্যায় অধিক। তাদের ধংসযজ্ঞ থেকে রেহাই পাবে খুব কম মানুষই। তারা যেদিকে যাবে সেদিকে প্রলয় ও লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে ইয়াজুজ-মাজুজের ধংসাত্মক কর্মকাণ্ড ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বলে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য হাদিস।

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের নির্মমতা ও উৎপীড়ন থেকে মানুষ ও মানবতার মুক্তির জন্য পৃথিবীর ত্রাণকর্তা হয়ে আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন হজরত ইসা আলাইহিস সালাম। অব্যাহত জুলুম ও কুফুরের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনার জন্য ঈমানদারদের নেতা হয়ে আগমন করবেন ইমাম মাহদি। তাদের হাতে পতন ঘটবে দাজ্জাল ও তার অনুসারীদের। সলিল সমাধি রচিত হবে শক্তিশালী জাতি ইয়াজুজ-মাজুজের। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যের শাসন। ইনসাফের শাসন। আল্লাহর জমিনে কায়েম হবে আল্লাহর বিধান। সকল প্রকার মতবাদ, ইজম ও তন্ত্র-মন্ত্রের অবসান ঘটবে। পতপত করে উড়বে কেবল কালিমার নিশান।

মুহতারাম শাইখ খালিদ আর-রাশিদ এসবের প্রতিটি বিষয় ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদিস থেকে অত্যন্ত নিপুণ দক্ষতার সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। তুলে এনেছেন প্রতিটি মৌলিক বিষয়। বক্ষ্যমাণ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে এত অধিক আলোচনা হয়েছে যে, পূর্ণ বিষয়টি সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করার জন্য অন্য কোনো উৎসের দ্বারস্থ হতে হয়নি। প্রয়োজন হয়নি নিজস্ব বক্তব্যের। হ্যাঁ, উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে, সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কোথাও কোথাও আবেগতাড়িত আহ্বান কিংবা হৃদয়বিগলিত কথামালার অবতারণা করেছেন।

আরবের প্রজ্ঞাবান এই শাইখ বর্তমান সৌদি সরকারের রোষানলে কারাজীবন ভোগ করছেন। মহান রবের নিকট দোয়া করি এবং সকলের দোয়া কামনা করি, তিনি যেন সমকালীন বিশ্বের মহান এই আলেম ও দাঈকে জালিমের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত করে পুনরায় উম্মাহর খেদমতে আত্মনিয়োগ করার তাওফিক দান করেন। তার ভরাট কণ্ঠের হৃদয়স্পর্শী আহ্বান যেন ফের মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের কর্ণকোহরে ধ্বনিত হয়। মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে যেন আবারো ঢেউ তুলে তার উদাত্ত আহ্বান। খালিদ বিন ওয়ালিদ ও মুসআব ইবনে উমায়ের রা. -এর চেতনা ও রক্তকে ধারণকারী বীর সৈনিক আপনি দীর্ঘজীবী হোন। জয় হোক আপনার। বোধোদয় হোক

আপনার শত্রুদের। মাত্র একটি বয়ানের জন্য তারা দীর্ঘ পনের বছর আপনাকে অন্ধকার কারাগারকোঠে বন্দি করে রেখেছে। বঞ্চিত করেছে উম্মাহর অঙ্গুল সদস্যকে আপনার দরদীয় প্রেমার্ত কণ্ঠ থেকে।

গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে হাসানাহ পাবলিকেশন। লেখক, অনুবাদক, পাঠক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ সুবহানাহ তায়ালা কবুল করুন। দুনিয়াতে সম্মানিত করুন এবং পরকালে মুক্তির মাধ্যম বানান।

মুফতী জুবায়ের রশীদ
মুশরিফ (ইফতা)
মারকাযুল উলুম আল-ইসলামিয়া
উত্তরা, ঢাকা।

ইমাম মাহদি মুমিনদের প্রতীক্ষিত নেতা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ
أَنْفُسَنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ
يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ

কিয়ামত-পূর্বকালে সমগ্র পৃথিবী ছেয়ে যাবে ঘোর অমানিশায়। ভয়াল
অন্ধকার আচ্ছন্ন করে নেবে পূর্ব ও পশ্চিম। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু।
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চারদিকে মেতে উঠবে জুলুমের আশ্ফালন। মনুষ্য ও
মানবতা বিদায় নেবে। ভুলুপ্তি হবে ইনসানিয়াত। সত্য ও সুন্দরের নির্মম
পতন ঘটবে। মিথ্যার পতাকায় ছেয়ে যাবে পৃথিবীর আকাশ। শয়তান ও
তার দোসরদের পাশবিকতার হবে জয়জয়কার। তখন আল্লাহ তায়ালা
ইনসাফের দাবি হলো, পৃথিবীতে এমন একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করা যিনি
পৃথিবীকে জুলুম ও কুফরের অন্ধকার থেকে ঈমান ও ইনসাফের আলোর
দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। দিকে দিকে ফিরিয়ে আনবেন মানবতা। জুলুমের
মূলোৎপাটন করে সততা, ন্যায় ও আদর্শের রাজ কায়েম করবেন। অন্ধকার
দূরীভূত করে প্রতিষ্ঠিত করবেন সত্য। যিনি এসে মিথ্যাকে অপসারিত করে
সত্যের পতাকা উড্ডীন করবেন। শয়তান ও তার দোসরদের সঙ্গে লড়াইয়ে
অবতীর্ণ হবেন এবং তাদেরকে পরাজিত করে প্রতিষ্ঠা করবেন আল্লাহর
জমিনে আল্লাহর বিধান। সেদিন সকল তন্ত্র-মন্ত্রের অবসান ঘটবে।
মানবরচিত সকল মতবাদ, ইজম ও বিধি-বিধানের কবর রচিত হবে।

পৃথিবী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে তার শুভাগমনের। জুলুমের আঁধার যত
ঘনায়মান হচ্ছে মুক্তিকামী মানবসমাজের অপেক্ষা ততই প্রগাঢ় হচ্ছে।
নির্যাতিতের করুণ চাহনীতে ভেসে উঠছে—‘কখন আসবেন সেই মহামানব।

মহান রবের সাহায্য নিয়ে কখন তিনি অবতরণ করবেন তিনি আমাদের ভুখণ্ডে। যার বিশ্বাস ও মুক্তির পতাকাতলে আশ্রয় নেবে অগণিত বনি আদম।’

আমরা দেখছি, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যেন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। আমরা দেখছি, আসমানের সাহায্য দ্রুত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা দেখছি, পৃথিবীর জুলুমে ক্রমাগত কেঁপে উঠছে আরশে আজিম। দয়ালু প্রভু আমাদের সাহায্য ও নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করছেন তাকে। সেই প্রতীক্ষিত মহামানবকে।

চাতক পাখির ন্যায় আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকবে সত্যের অনুসারীরা কখন আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করবেন প্রতীক্ষিত মাহদি—সাহায্য ও সহযোগিতার আলোকবর্তিকারূপে। কেননা তার আগমনই হবে সত্যবাদীদের বিজয়স্বরূপ। তার আগমনই হবে মাজলুমদের জন্য অগণন সাহায্য। তার আগমনই হবে পৃথিবীর সকল অন্যায় অনাচারের মূলোৎপাটন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে আগমন করবেন তিনি। অপেক্ষার পালা শেষে আগমন করবেন সে প্রতিশ্রুত ব্যক্তি। আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে তার আগমন মূলত পৃথিবীবাসীর জন্য তাওবাকরে প্রত্যাবর্তনের সর্বশেষ সুযোগ। হয়তো তারা ফিরে আসবে সকল প্রকার জুলুম, নাফরমানি ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে। তার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করবেন। পার্থক্য করবেন কারা তার দ্বীনের জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয় এবং কারা পালিয়ে যায়।

কে সেই প্রতীক্ষিত ব্যক্তি?

কে সেই প্রতিশ্রুত মহামানব?

ঈমান ও ইনসানিয়্যাতের কে সেই দ্রাণকর্তা?

জুলুম-নিপীড়নের মূলোৎপাটনকারী কে সেই ইনসাফের রাজপুরুষ?

তিনি হলেন মাহদি। ইমাম মাহদি। অচিরেই শেষ জমানায় আত্মপ্রকাশ করবেন তিনি। তার আগমানে পৃথিবী ভরে যাবে সত্য ও ইনসাফে। তিনি হবেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমাম্বিত বংশধরদের একজন। তার নাম হবে রাসুলের নামে। তার পিতার নাম হবে রাসুলের পিতার নামের নামে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাকে শত্রুদের বিরুদ্ধে

সাহায্য করবেন। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে তার সাম্যের রাজত্ব। মুসলমানরা তখন বসবাস করবে দারুণ শান্তি ও সুখের প্রাচুর্যে।

আশিটিরও বেশি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে তার শুভাগমন এবং জুলুম অত্যাচারের মূলোৎপাটন করে সত্য ও সুন্দরের রাজ প্রতিষ্ঠার আলোচনা। একশরও অধিক বর্ণনাকারীর সূত্রে হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আবু দাউদ, তিরমিজি, মুসনাদে আবু ইয়াল্লা, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে বাজ্জার, মুসতাদরাকে হাকিম ও তাবরানিসহ আরো অসংখ্য গ্রন্থে মুতাওয়াতির^১ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ওই সমস্ত হাদিসের কিছু সহিহ, কিছু হাসান আবার কিছু রয়েছে জইফ।^২

১ উসূলে হাদিসের পরিভাষায় মুতাওয়াতির বলা হয় ওই সমস্ত হাদিসকে, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে মিথ্যার ব্যাপারে কল্পনা করা যায় না।

২ ইমাম শাওকানি রহ. বলেন, যতদূর জানা যায় ইমাম মাহদির ব্যাপারে ৫০ টি মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সহিহ, হাসান ও সামান্য ক্রটিবিশিষ্ট হাদিস যা অন্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে ক্রটিমুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং বিনা সন্দেহে হাদিসগুলো মুতাওয়াতির। [নাজমুল মুতানাছির মিনাল হাদিসিল মুতাওয়াতির: ১৪৫]

শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রহ. বলেন, মাহদির বিষয়টি অতি সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে হাদিসগুলো মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। তার আগমন সত্য। তিনি হলেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল হাসানি আল ফাতেমি। শেষ জমানায় তিনি আগমন করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যায-অবিচার প্রতিহত করবেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ সত্য ও কল্যাণের ঝান্ডা উত্তোলন করবেন। যে ব্যক্তি শেষ জমানায় তার আগমনকে অস্বীকার করবে তার কথায় কর্ণপাত করা যাবে না। [আশরাতুস সাআ: ৯৭]

শাইখ মুহসিন আল আব্বাদ বলেন, ২৬ জন সাহাবি থেকে ৩৬ টি গ্রন্থে ইমাম মাহদির আগমন সম্পর্কিত হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে। [আররদু আলা মান কাযাবা বিল-আহাদিসিস সহিহাহ আল-ওয়ারিদা ফিল মাহদি]

সিদ্দিক হাসান খান ভূপালি রহ. বলেন, ইমাম মাহদির ব্যাপারে অনেক হাদিস বিভিন্ন গ্রন্থে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। [আল-ইযাআ: ১১২]

কুরআনের আলোকে ইমাম মাহদি

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে ইমাম মাহদির আগমনের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। ইমামুল মুফাসসিরিন আল্লামা ইবনে জারির তাবারি রহ.

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

‘তাদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখেরাতে রয়েছে বড়ো শাস্তি।’^৩

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা বলে ইমাম মাহদির আগমন, কুসতুনতুনিয়া বিজয় এবং তাদের ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দি করাকে বোঝানো হয়েছে।

ইমাম কুরতুবি রহ. হজরত কাতাদা রহ. থেকে বর্ণনা করেন, উপর্যুক্ত আয়াতে দুনিয়ার লাঞ্ছনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইমাম মাহদির আগমন, পৃথিবীব্যাপী তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, আমুরিয়া, রুম, কুসতুনতুনিয়াসহ অন্যান্য শহর বিজয়। সেখানকার কাফের ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দি করা। ইমাম শাওকানি রহ. বলেন, ‘পবিত্র কুরআনের ওই আয়াতে তাদের পার্থিব লাঞ্ছনার কথা বলে মাহদির আগমন, তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুসতুনতুনিয়া বিজয়কে বোঝানো হয়েছে।’

নিম্নের আয়াতের ব্যাখ্যায় মুকাতিল ইবনে সুলায়মান রহ. বলেন,

وَإِنَّهُ لَعَلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

‘আর তিনি কিয়ামতের একটি নিশ্চিত নিদর্শন। অতএব তোমরা কিয়ামতকে মোটেও সন্দেহ করো না। তোমরা আমার অনুসরণ করো, আর এটাই হল সিরাতে মুস্তাকিম বা সরল পথ’^৪

৩ সূরা বাকারা: ১১৪।

৪ সূরা যুখরুফ: ৬১।

এ আয়াতে ‘তিনি’ দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম মাহদি; আল্লাহ তায়ালা যাকে শেষ জমানায় ঈমানদারদের নেতা হিসেবে প্রেরণ করবেন। তার আগমনের পর কিয়ামতের অন্যান্য নিদর্শন প্রকাশিত হবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে।

হাদিসের আলোকে ইমাম মাহদি

ইমাম মাহদির আগমনের ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বহু হাদিসে তার আগমনের সুসংবাদ এসেছে।

হজরত আলি রাদি. থেকে ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ ও সহিহ আল-জামে এহ্লে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

المهدي منا آل البيت، يصلحه الله في ليلة

‘মাহদি আমার বংশ থেকে হবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে একরাতে খিলাফতের যোগ্য বানাবেন।’

এ হাদিসে ‘يصلحه الله في ليلة’ ‘আল্লাহ তাকে একরাতে খিলাফতের যোগ্য বানাবেন’ এর মর্ম হলো ইমাম মাহদি তাওবা করবেন। সংশোধিত হবেন। আল্লাহ তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। ফলে তখন তিনি খিলাফতের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

المهدي مني - أي: من آل البيت - أجلي الجبهة - أي: واسع الجبهة -، منحسر الشعر، أقنى الأنف - أي: حاد الأنف، ليس بأفطس ولا معوج مع دقة أرنبته - يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، يملك سبع سنين

৫ ইবনে মাজাহ: ৪০৮৫।

‘মাহদি আমার বংশধর। তিনি উজ্জ্বল ও প্রশস্ত ললাটের ও সুউচ্চ নাসিকাবিশিষ্ট হবেন। তার দ্বারা গোটা দুনিয়ায় ইনসাফ কায়েম হবে। যেমনিভাবে ইতঃপূর্বে পুরো দুনিয়ায় অন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তিনি সাত বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন।’^৬

মুসতাদরাকে হাকেম হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদি. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يُخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحاً، قال رجل: وما صحاحاً يا رسول الله؟ قال: أن يعطيه بين الناس بالسوية، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، ويعيش سبعاً أو ثمانياً)

‘আখেরি জমানায় আমার উম্মতের ভেতর মাহদির আগমন ঘটবে। তার শাসনকালে আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। জমিন প্রচুর ফসল উৎপন্ন করবে। তিনি মানুষের মাঝে সমানভাবে সেগুলো বণ্টন করবেন। গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। উম্মতে মুহাম্মদির সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তিনি সাত বছর কিংবা আট বছর জীবিত থাকবেন।’^৭

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে মুসনাদে আহমদ ও নাসায়িতে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لن تهلك أمة أنا في أولها، وعيسى بن مريم في آخرها،
والمهدي في وسطها

‘আমার উম্মত কখনোই ধ্বংস হবে না। কেননা এর শুরুতে রয়েছে আমি, শেষে রয়েছেন ইসা ইবনে মারইয়াম এবং মাঝে রয়েছেন মাহদি।’

৬ আবু দাউদ: ৪২৮৬।

৭ মুসতাদরাকে হাকেম: ৭১১।

হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من
عترتي من ولد فاطمة

‘আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,
মাহদি আমার বংশে ফাতেমার সূত্র ধরে আগমন করবে।’^৮

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه
رجلاً مني أو من أهلي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي
‘যদি দুনিয়ার মাত্র একটি দিনও বাকি থাকে আল্লাহ তায়ালা সেই
দিনটিকেই দীর্ঘায়িত করবেন যতক্ষণ না তিনি আমার পরিবার
থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। আমার নামেই তার নাম,
তার পিতার নাম আমার পিতার নামেই থাকবে।’^৯

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة تجاذب القبائل وتغادر
فينهب الحاج فتكون ملحمة بمنى يكثر فيها القتلى ويسيل
فيها الدماء حتى تسيل دماؤهم على عقبة الجمرة وحتى يهرب
صاحبهم فيأتي بين الركن والمقام فيبائع وهو كاره يقال له إن
أبيت ضربنا عنقك يبايعه مثل عدة أهل بدر يرضى عنهم
ساكن السماء وساكن الأرض

‘হজরত আমর বিন শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার
দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

৮ আবু দাউদ: ৩৬০৩।

৯ তিরমিজি: ২২৩২।

বলেছেন, জিলকদ মাসে বংশীয় গোত্রসমূহের মাঝে পারস্পরিক মতানৈক্য দেখা দেবে। প্রতিশ্রুতি ভেঙে দেওয়া হবে। ফলশ্রুতিতে হাজিদেরকে লুট করা হবে। মিনা প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তাতে প্রচুর পরিমাণে হত্যাযজ্ঞ হবে। রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত আকাবাতুল জামরাতেও রক্ত বইতে থাকবে। পরিস্থিতি এই পর্যন্ত পৌঁছবে যে, তাদের সাথে [ইমাম মাহদি] পালিয়ে কাবা শরিফের রুকন এবং মাকামে ইবরাহিমের মাঝামাঝি স্থানে চলে আসবে। অতঃপর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার হাতে সকলকে বাইআত করা হবে। তাকে বলা হবে, আপনি আমাদের বাইআত নিতে অস্বীকার করলে আমরা আপনার গর্দান উড়িয়ে দেব। অতঃপর বদর যুদ্ধের সংখ্যা পরিমাণ [৩১৩ জন] লোক বাইআত গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি আসমান ও জমিনের বাসিন্দাগণ সকলেই খুশি থাকবে।”^{১০}

হজরত আবু উমামাহ রাদি. থেকে বর্ণিত,

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال فقال:
فتنني المدينة الخبيث كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى
ذلك اليوم يوم الخلاص، قالت أم شريك : فأين العرب يا
رسول الله يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم يومئذ قليل،
وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم المهدي -رجل صالح-،
فبينما إمامهم المهدي تقدم ليصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى
بن مريم وقت الصبح، فيرجع ذلك الإمام ينكص يمشي
القهقري ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم
يقول له: تقدم فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم يعني:

১০ মুসতাদরাক হাকেম: ৮৫৩৭।

المهدي . رواه الحاكم وابن ماجه وابن خزيمة وأبو نعيم
واللفظ له.

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল বিষয়ে আমাদেরকে বলেন, মদিনা তার ভেতরকার ময়লা দূরীভূত করে দেবে যেভাবে হাপর লোহার মরীচা দূর করে দেয়। সেদিনের নাম হবে নাজাত দিবস। অতঃপর উম্মু শারিক বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! সেদিন আরবের লোকজন কোথায় থাকবে? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেদিন তারা সংখ্যায় হবে খুব অল্প। তাদের অধিকাংশ মুমিন বান্দা সেদিন বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করবে। তাদের ইমাম হলেন মাহদি। তিনি একজন সৎ ব্যক্তি। এমন অবস্থায় একদিন ইমাম মাহদি তাদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। তখন ইসা ইবনে মারইয়াম সকাল বেলা আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। তাকে দেখে ইমাম মাহদি পেছনে সরে যাবেন যেন ইসা আলাইহিস সালাম সামনে গিয়ে নামাজের ইমামতি করতে পারেন। তখন ইসা আলাইহিস সালাম তার হাত ইমাম মাহদির দুই কাঁধের ওপর রেখে বলবেন, আপনি সামনে যান এবং নামাজের ইমামতি করুন। কেননা, এই নামাজ আপনার জন্যই কায়েম হয়েছিল। অতঃপর তিনি তাদের নিয়ে নামাজ আদায় করবেন।”

এ উম্মতের জন্য এটি বিরাট সম্মান ও গৌরবের যে, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম ওই ব্যক্তির পেছনে নামাজ আদায় করবেন। একজন নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক উম্মতের পেছনে নামাজ আদায় করবেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

১১ সুনানে ইবনে মাজাহ: ২/৫১২।

ملك الأرض أربعة مؤمنان وكافران، فالمؤمنان: ذو القرنين
وسليمان عليه السلام، والكافران: النمرود وبختنصر ،
وسيملكها خامس من أهل بيتي

‘চার জন ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করেছে। দুইজন
কাফের আর দুইজন মুমিন। মুমিন দুইজন হলো জুলকারনাইন
ও সুলাইমান আলাইহিস সালাম। কাফের দুইজন হলো নমরুদ
ও বুখতেনসর। আর অচিরেই পঞ্চমজন আমার বংশ থেকে
আগমন করবে।’^{১২}

মালাফদের অনুমুখিত্ব দৃষ্টিতে

ইমাম মাহদির আগমন এবং তার খিলাফতের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের
যেসব বক্তব্য রয়েছে তা সত্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,
‘যেসব হাদিসে মাহদির আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সহিহ
হাদিস। শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন,
‘দলিল-প্রমাণের আলোকে এ কথাই প্রমাণিত যে, মাহদি হবেন হজরত
হাসান রাদি.-এর বংশধর। যেমনটি আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ করা
হয়েছে।’

প্রখ্যাত মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাসির রহ. আল-
বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে বলেছেন, মাহদি হলেন খুলাফায়ে রাশেদা এবং
পথিকৃত ইমামদের মধ্য থেকে একজন। তিনি রাফেজিদের অন্তর্ভুক্ত হবেন
না। ভূগর্ভস্থ থেকে বের হবেন না। প্রচলিত এসব কথাবার্তার কোনো ভিত্তি
নেই।’

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, ‘মুসলমানরা হজরত ইসা আলাইহিস
সালামের আগমনের অপেক্ষা করছে। তিনি এসে ত্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর

১২ তারিখে ইবনুল জাওযি।

হত্যা করবেন, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে যারা তার শত্রু তাদেরকে হত্যা করবেন। এবং মুসলমানরা মাহদির আগমনের অপেক্ষা করছে যিনি আহলে বাইতের মধ্য থেকে হবেন। পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফের শাসন কায়েম করবেন।

ইমাম মাহদির আলোচনা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কিতাবসমূহেও বর্ণিত হয়েছে। কাব আল-আহবার বলেন, ‘আমি পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবসমূহে মাহদির আগমনের সংবাদ পেয়েছি। তার রাজত্বে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে। কোনো প্রকার জুলুম থাকবে না।’

ইহুদিদের এক কিতাবে তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, ‘যখন পৃথিবীতে তোমাদের সন্তান-সন্ততি অধিক হবে, তোমাদের ক্ষমতা ও রাজত্ব চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, পার্থিব ঐশ্বর্যে যখন তোমরা শীর্ষে উন্নীত হবে, যখন তোমরা তোমাদের রবের অবাধ্যতা ও নাফরমানির চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করবে, আমি এই আসমান ও জমিনকে সাক্ষী রেখে বলছি, তখনই তোমাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসবে। তোমাদের পতন হবে এক প্রতীক্ষিত যুবকের হাতে।’

আল্লাহ্ আকবার! কে সেই প্রতীক্ষিত যুবক যার হাতে পতন ঘটবে অভিশপ্ত ইহুদিদের? পৃথিবীর সকল অন্যায় অপরাধের মূলোৎপাটন করে কোন প্রতিশ্রুত যুবক প্রতিষ্ঠা করবে ইনসাফের রাজ?

তিনি মাহদি—যার বরকতময় আগমন হবে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ থেকে। পৃথিবীবাসী অধীর প্রতীক্ষায় থাকবে তার আগমনের। ইহুদিদের জুলুম ও নিপীড়নে পৃথিবী তখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। ইহুদিদের কিতাবে বর্ণিত উল্লিখিত বক্তব্যের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এই আয়াত মিলিয়ে নাও। দেখো কত চমৎকার সামঞ্জস্য।

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَافِرًا * فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا
عَلَيْكُمْ عَبْدًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ
وَعْدًا مَّفْعُولًا * ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا * إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ

لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا
مَا عَلَوْا تَتَّبِرًا

‘আমি বনি ইসরাইলের প্রতি কিতাবে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে, দুনিয়ায় তোমরা দু-বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং বড়ো রকমের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে। অতঃপর যখন ওই দুটির প্রথমটির প্রতিশ্রুতি এসেছিল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার প্রচণ্ড শক্তিশালী বান্দাদের পাঠিয়েছিলাম। তারা ঘরবাড়ির ভেতর প্রবেশ করেছিল। এটি একটি কার্যকর প্রতিশ্রুতি ছিল। তারপর তাদের বিরুদ্ধে আবার তোমাদের পালা [ক্ষমতা] ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। ধন-সম্পদ, পুত্রসন্তান দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছিলাম এবং তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করেছিলাম। তোমরা ভালো কাজ করলে নিজেদের জন্যই করবে। আর খারাপ কাজ করলে তাও নিজেদের জন্যই। তারপর যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় এসেছিল তখন তাদেরকে পাঠিয়েছিলাম যাতে তারা তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে। প্রথমবার যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল সেভাবে মসজিদে প্রবেশ করে এবং যেখানেই চড়াও হয় সবকিছু তছনছ করে দেয়।^{১৩}

মাহদি বলে নামকরণের কারণ

উপর্যুক্ত একাধিক হাদিসের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে, মুসলমানদের সেই প্রতীক্ষিত ইমাম ও খলিফার নাম হবে শেষ ও সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে। তার পিতার নামও হবে শেষ রাসুলের পিতার নামে। কিন্তু সকলের অন্তরে প্রশ্ন হলো, তাহলে সর্বত্র তিনি মাহদি নামে পরিচিত কেন? মাহদি নামকরণের পেছনে প্রকৃত কারণ কী? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের একাধিক বক্তব্য রয়েছে।

হজরত কাব আল-আহবার রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি নামকরণের কারণ হলো, তিনি পৃথিবীতে আগমন করে সকল মানবজাতিকে একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি হিদায়াত তথা পথপ্রদর্শন করবেন। তিনি এসে ইন্তাকিয়া শহর থেকে আসল তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব বের করবেন।

আল্লামা ইবনুল আসির রহ. বলেন, ‘মাহদি ওই ব্যক্তি যিনি মানবজাতিকে হকের দিকে হিদায়াত তথা পথপ্রদর্শন করবেন। তাই তাকে মাহদি বলা হয়।’

আল্লামা সুয়ুতি রহ. বলেন, ‘তাকে মাহদি বলে নামকরণের কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে শামের একটি পাহাড়ের সন্ধান [হিদায়াত] দেবেন। তিনি সেখান থেকে ইহুদিদের আসল গ্রন্থ তাওরাত উদ্ধার করবেন।’

সুতরাং বোঝা গেল, মাহদি বলে নামকরণ করা হয়েছে মূলত তার কাজ ও কর্মপন্থার আলোকে। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং তাকে সঠিক পথের ওপর অটল ও অবিচল রেখেছেন। হকের ঝাড়াবাহী একটি সৈন্যদল দিয়ে তাকে সাহায্য করবেন। তিনি পৃথিবী থেকে সকল প্রকার জুলুম-নিপীড়ন দূরীভূত করে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। কুফর শিরক দূর করে আল্লাহর একত্ববাদ সর্বত্র কায়েম করবেন। এ উম্মতকে তিনি সম্মান ও মর্যাদার আসনে ফের সমাসীন করবেন।

ইমাম মাহদির গুণাবলি

ইমাম মাহদির গুণাবলি ও শারীরিক গঠন সম্পর্কে ওপরে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত হাদিসের আলোকে জানা যায়,

المهدي فتى أجلى الجبهة - أي واسع الجبهة -، أقى الأنف -
أي: طويل الأنف مع دقة أرنبته -، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً
كما ملئت ظلماً وجوراً، يملك سبع سنين

‘ইমাম মাহদি হবেন উজ্জ্বল ও প্রশস্ত কপালবিশিষ্ট। উঁচু ও সরু নাক হবে তার। পৃথিবীতে তিনি ন্যায় ও ইনসায়ফ প্রতিষ্ঠা করবেন, ইতঃপূর্বে যেমন জুলুম ও নিপীড়নে পূর্ণ ছিল। তিনি সাত বছর রাজত্ব করবেন।’^{১৪}

হজরত আবু জাফর ইবনে আলি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত আলি রাদি.-কে ইমাম মাহদির গুণাবলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছেন, প্রতীক্ষিত মাহদি মাঝারি গড়নের এক সুদর্শন যুবক। তার চুল গর্দানে নেমে আসবে। তার মুখমণ্ডলে, চুলে, দাড়ি ও মাথায় নূর চমকাতে থাকবে।’

‘কিতাবুল মাসিহিত দাজ্জাল ও আসরাফুস সাআহ’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইমাম মাহদি শারীরিক গঠনে হবেন মাঝারি গড়নের। অতিরিক্ত লম্বা এবং খাঁটো নয়। খুব বেশি চিকন ও মোটা নয়। তার কপাল হবে প্রশস্ত ও উজ্জ্বল। নাক হবে সরু ও খাড়া। চক্ষু হবে কালো, ডাগর ডাগর। উভয় উরু থাকবে পৃথক পৃথক, বেটে মানুষের মতো একটি অপরটির সাথে লেগে থাকবে না। আর তার বয়স হবে ত্রিশ থেকে চল্লিশের মাঝমাঝি। অত্যন্ত বিনয় ও নম্র প্রকৃতির হবেন।’

১৪ সুনানে আবু দাউদ: ৪২৮২। কানযুল উম্মাল: ৩৮৬৭৬।

ইমাম মাহদির রাজত্ব ও খেলাফত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হজরত সাওবান রাদি. বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل عند كنزكم
ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع
رايات سود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم،
قال: ثم نسيت ما قال، ثم قال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً
على الثلج، فإنه المهدي

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের খনিজ ভান্ডারের কাছে তিন ব্যক্তি [তিনটি বড়ো বাহিনী] যুদ্ধ করবে। তারা তিন জনই হবে শাসকের ছেলে। খনিজ ভান্ডার কারো নিকটই স্থানান্তরিত করা হবে না। এরপর পূর্বদিক থেকে কালো পতাকাবাহী লোকেরা আগমন করবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এত কঠোরভাবে যুদ্ধ করবে যে, এমন যুদ্ধ ইতঃপূর্বে কেউ করতে সক্ষম হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী যেন বললেন, কিন্তু আমি তা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনি। অতঃপর বলেন, যখন তোমরা মাহদিকে দেখবে তখন তার হাতে বাইআত হয়ে য়েয়ো। অর্থাৎ, তার বাহিনীতে তোমরা शामिल হয়ে য়েয়ো। যদি এর জন্য তোমাদেরকে দূর-দূরান্ত এলাকা থেকে বরফের পাহাড়ের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হয় তাহলে তোমরা তাই করো।”৫

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন, উল্লিখিত হাদিসে যে ধন-ভান্ডারের কথা বলা হয়েছে তা হলো কাবাঘরের ধন-ভান্ডার। তিনজন শাসকের পুত্র তা দখল করার জন্য লড়াই করবে। কেউ তা দখল করতে পারবে না। সবশেষে আখেরি জমানায় পাশ্চাত্যের কোনো একটি দেশ থেকে ইমাম মাহদি আগমন করবেন। কতিপয় মূর্খ দাবি করে তিনি সামেরার গর্ত থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। তারা এ ধরনের আরো বহু হাস্যকর

কথার অবতরণ করেছে যার কোনো ভিত্তি নেই। তাদের দাবির পেছনে কোনো যুক্তি প্রমাণ নেই।

ইমাম ইবনে কাসির রহ. আরো বলেন, ‘পূর্বাঞ্চলীয় মুসলমানরা ইমাম মাহদিকে সাহায্য করবে। পৃথিবীতে তারা ইমাম মাহদির শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের পতাকা হবে কালো। কেননা কালো সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা ছিল কালো। যার নাম ছিল ইকাব।’

নিশ্চয় ইমাম মাহদির আগমন পৃথিবীর জন্য একটি বিরাট ঘটনা। কিয়ামতের বড়ো নিদর্শনসমূহের একটি। ইমাম মাহদির আগমনের পূর্বে এমন কতিপয় ঘটনা সংঘটিত হবে যাতে তার আগমনের ব্যাপারে ঈমানদারগণ জানতে পারবে।

উম্মাহর প্রতি রাসুলের আহ্বান

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে আহ্বান করে বলেছেন, ইমাম মাহদি যখন আগমন করবে, তখন পৃথিবীতে যারা বেঁচে থাকবে তারা যেন হকের কাফেলায় শরিক হয়ে যায়। তারা যেন ইমাম মাহদির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত,

بيننا نحن عند رسول الله (ص) إذ أقبل فتية من بني هاشم ،
فلما رأهم النبي (ص) اغرورقت عيناه وتغير لونه ، قال :
فقلت له : ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه ؟ قال : (إنا
أهل البيت اختار لنا الله الآخرة على الدنيا ، وإن أهل بيتي
سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا ، حتى يأتي قوم من
قبل المشرق معهم رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه ،
فيقاتلون فيضرون فيعطون ما سألوا ، فلا يقبلونه حتى
يدفعوا إلى رجل من أهل بيتي ، فيملاها قسطا كما ملأوها
جورا ، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج

‘একদা আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় বনু হাশিমের কতিপয় যুবক আগমন করল। তাদেরকে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ লাল হয়ে গেল। চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা আপনার চেহারা অপরিসীম বিষয় প্রত্যক্ষ করছি। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন, আমার পরিবারস্থ লোকজন—আল্লাহ তাদের জন্য দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন—আমার মৃত্যুর পর তারা

অনেক বিপদাপদ, দেশ থেকে বিতাড়ন এবং বঞ্চিতকরণের সম্মুখীন হবে। শেষ পর্যন্ত পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকাবাহী লোকেরা আসবে। তারা এসে নেতৃত্ব চাইবে। কিন্তু তখনকার নেতৃস্থানীয়রা তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করবে। ফলে তারা যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে। ফলে তারা বিজয় লাভ করবে। অতঃপর তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু এবার তারা নেতৃত্ব গ্রহণ না করে আমার পরিবারস্থ একজন লোকের হাতে নেতৃত্বের ভার অর্পণ করবে। সে পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করে দেবে। ঠিক যেমনভাবে ইতঃপূর্বে জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে ভরে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারাই তখন উপস্থিত থাকবে, সে যেন কালো পতাকাবাহী দলে এসে शामिल হয়ে যায়। যদিও এর জন্য তোমাদেরকে বরফের ওপর দিয়ে হাটু গেড়ে আসতে হোক না কেন।”^{১৬}

১৬ মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল: ৫৩৭৫। সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০৮২। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ১১/২৫৬।

ইমাম মাহদির আগমনের নিদর্শন

ইমাম মাহদির আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হবে যা বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। পৃথিবী যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ, জুলুম-নিপীড়ন হত্যা ও ধ্বংসলীলায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, একের-পর-এক যুদ্ধের দামামা বাজতে থাকবে, মুসলমানগণ সর্বদিক থেকে পরাজিত বিধ্বস্ত ও হতে থাকবে, সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানদের ওপর ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করবে, যখন কুফরের আধিপত্যে আরবের শান শওকত পর্যন্ত নিভে যাবে, আসতে আসতে তারা খায়বারের নিকটে এসে পড়বে, মুসলমানরা এসে মদিনায় আশ্রয় নেবে, তখন প্রয়োজন দেখা দেবে একজন মহামানবের যিনি এসে মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন, সেই কঠিন মুহূর্তে পাশ্চাত্যের কোনো এক দেশ থেকে ইমাম মাহদির আগমন ঘটবে।

হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء يصيب هذه الأمة
حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم، فيبعث الله
رجلاً من عترتي فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً
وجوراً، يرضى عنه ساكنو السماء وساكنو الأرض، لا تدع
الأرض من قطرها شيئاً إلا صبته مدراراً، ولا تدع الأرض
من نباتها شيئاً إلا أخرجته، يعيش في ذلك سبع سنين أو
ثمان

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মত এমন এক মুসিবতের সম্মুখীন হবে যে, সেদিন তাদের কেউই জুলুম থেকে বাঁচার কোনো আশ্রয় খুঁজে পাবে না। আল্লাহ তখন আমার পরিবার থেকে একজনকে প্রেরণ করবেন যে পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফে ভরে দেবে, যেমন জুলুম নির্যাতনে ভরপুর ছিল। আসমান ও জমিনের সকল অধিবাসী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। জমিন

প্রচুর ফসল উৎপন্ন করবে। তিনি সাত কিংবা আট বছর
জীবিত থাকবেন।”^{১৭}

হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাবাগৃহের পাশে একজন লোক আশ্রয় নেবে। তার
বিরুদ্ধে একদল সৈনিক প্রেরণ করা হবে। সৈন্যরা যখন বাইদা নামক স্থানে
পৌঁছবে তখন জমিন তাদেরকে গ্রাস করবে। উম্মে সালামা রাদি. বলেন,
আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, অপছন্দ
হওয়া সত্ত্বেও যারা তার সঙ্গে যাবে তাদের কী অবস্থা হবে? উত্তরে রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে সহ জমিন ধ্বসে যাবে। তবে
কিয়ামতের দিন সে আপন নিয়তের ওপর পুনরুত্থিত হবে।”^{১৮}

হজরত মুজাহিদ রহ. বলেন,

حدثني فلان رجل من أصحاب النبي أن المهدي لا يخرج
حتى تقتل النفس الزكية ، فإذا قتلت النفس الزكية ، غضب
عليهم من في السماء ومن في الأرض ، فأتى الناس المهدي ،
فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها ، وهو يملا
الأرض قسطاً وعدلاً وتخرج الأرض نباتها وتمطر السماء
مطرها ، وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعمها قط

‘আমার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক
সাহাবি বর্ণনা করেছেন, মাহদি ততক্ষণ পর্যন্ত আগমন করবে
না, যতক্ষণ না পবিত্র আত্মাকে শহিদ করা হবে। তখন
আসমান ও পৃথিবীর সকল বাসিন্দাগণ হত্যাকারীদের ওপর
রাগান্বিত হয়ে যাবে। এরপর লোকেরা মাহদির কাছে এসে
তাকে এমন সুসজ্জিত করবে, যেমন নাকি নববধূকে সাজিয়ে
বাসর রাতে তার স্বামীর গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। মাহদি
পৃথিবীকে ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের মাধ্যমে ভরে দেবে।

১৭ মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৭/৩১৩-৩১৪।

১৮ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান।

তার সময়ে পৃথিবী তার অভ্যন্তরে থাকা উজ্জ্বলগুণো উত্তমরূপে প্রকাশ করবে এবং আসমান তার বরকতময় বৃষ্টি দ্বারা জমিনকে পূর্ণ করে দেবে। আমার উম্মত তার সময়ে এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করবে যে, এরকম সুখের জীবন তারা ইতঃপূর্বে যাপন করেনি।”»

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخَسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخُوَالَهُ كُلِّبٌ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثٌ كُلِّبٍ وَالْحَبِيبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كُلِّبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِحِجْرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَيَلْبِثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ " تِسْعَ سِنِينَ ". وَقَالَ بَعْضُهُمْ " سَبْعَ سِنِينَ "

‘উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জনৈক খলিফার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিরোধ সৃষ্টি হবে। মদিনার একজন লোক তখন পালিয়ে মক্কায় চলে আসবে। মক্কার লোকেরা তাকে খুঁজে বের করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুকন এবং মাকামে

ইবরাহিমের মাঝামাঝি স্থানে বাইআত গ্রহণ করবে। বাইআতের খবর শুনে শামের দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা-মদিনার মাঝামাঝি বাইদা প্রান্তরে তাদেরকে মাটির নিচে ধসে দেওয়া হবে। বাহিনী ধসের সংবাদ শুনে শাম ও ইরাকের শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ মক্কায়ে এসে রুকন ও মাকামে ইবরাহিমের মাঝামাঝি তার হাতে বাইআত গ্রহণ করবে। অতঃপর বনু কালব সম্বন্ধীয় এক কুরাইশির আবির্ভাব হবে। শামের দিক থেকে সে বাহিনী প্রেরণ করবে। মক্কার নব উত্থিত মুসলিম বাহিনী তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করবে। সেদিন বনু কালবের সর্বনাশ ঘটবে। যে বনু কালব থেকে অর্জিত সম্পদ প্রত্যক্ষ করেনি, সেই প্রকৃত বঞ্চিত। অতঃপর মানুষের মাঝে তিনি সম্পদ বণ্টন করবেন। নববি আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাবেন। উট যেমন প্রশান্তচিত্তে গলা বিছিয়ে আরাম পায়, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইসলামও সেদিন ভূ-পৃষ্ঠে প্রশান্তচিত্তে স্থির পাবে। সাত বৎসর এভাবে রাজত্ব করে তিনি ইন্তেকাল করবেন, মুসলমানগণ তার জানাজায় শরিক হবে।^{২০}

হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাডি. বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول
 “لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم
 القيامة”، قال “فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، فيقول
 أميرهم: تعال صلّ لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض
 أمراء تكرمه الله هذه الأمة

‘আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,
 আমার উম্মতের একটি দল হকের ওপর অবিচল থেকে
 কিয়ামত পর্যন্ত লড়াই করতে থাকবে। অতঃপর ইসা ইবনে

মারইয়াম আসমান থেকে অবতরণ করবেন। তাকে দেখে মুসলমানদের আমির বলবেন, আসুন! আপনি আমাদের নামাজের ইমামতি করুন। ইসা আলাইহিস সালাম বলবেন, না, বরং তোমাদের আমির তোমাদের মধ্য থেকেই। এই উম্মতের সম্মানের কারণেই তিনি এ মন্তব্য করবেন।^{২১}

ইমাম মাহদির আগমনের আরো একটি নিদর্শন

মসজিদে নববি একটি সাদা প্রাসাদে পরিণত হবে। হজরত মিহজান ইবনে আদরা রাদি. থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاث مرات فليل يا رسول الله ما يوم الخلاص فقال يجيء الدجال فيصعد أحدا فيطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مصلتا فيأتي سبحة الجرف فيضرب رواقه ثم ترتجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فتخلص المدينة وذلك يوم الخلاص

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন, মুক্তির দিন, মুক্তির দিন, মুক্তির দিন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! মুক্তির দিন কী? উত্তরে তিনি বললেন, দাজ্জাল আসবে। উহুদ পর্বতের ওপর আরোহণ করে মদিনার দিকে ইঙ্গিত করে তার সাথীদেরকে বলবে, তোমরা কী ওই

সাদা প্রাসাদটি দেখতে পাচ্ছ? এটি হচ্ছে আহমদের মসজিদ।
অতঃপর সে মদিনার দিকে আসতে থাকলে মদিনায় প্রবেশ
করার প্রতিটি রাস্তায় ধারালো তরবারি নিয়ে দাঁড়ানো
ফেরেশতাদের দেখতে পাবে। ফলে সে সাবখাতুল জারফ
নামক স্থানে স্থায়ী ঘাটিতে ফিরে এসে সর্বশক্তি দিয়ে ভূমিতে
আঘাত করবে। ফলে মদিনাতে বড়ো ধরনের তিনটি ভূমিকম্প
অনুভূত হবে। জান-প্রাণের ভয়ে সকল ফাসেক-মুনাফেক
নারী-পুরুষ মদিনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে চলে
যাবে। এভাবেই মদিনা সকল প্রকার পাপিষ্ঠকে দূরে নিক্ষেপ
করে পূত-পবিত্র হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে মুক্তির দিন।'^{২২}

আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করছি, আজ মসজিদে নববি দেখতে কেমন? তা
কি হাদিসে বর্ণিত অবয়বের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে না? এ প্রশ্নের উত্তর
আপনারা নিজেরাই খুঁজে নিন। আর উপলব্ধি করতে থাকুন, কতটা ঘনিষ্ঠে
এসেছে ইমাম মাহদির আগমন।

২২ মুসতাদরাকে হাকেম: ৮৬৩১। কানযুল উম্মাল: ৩৮৮৩৩। মুসনাদে আহমদ: ১৮৯৭৫।

ইমাম মাহদির আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে সুদের ভয়াবহ প্রচলন ঘটেবে।

তখন সুদকে মানুষ কোনো গোনাহই মনে করবে না। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় খুব সাধারণ এক বস্তুতে পরিণত হবে। আবু দাউদ, মুসতাদরাকে হাকেম, ইবনে মাজাহসহ বহু গ্রন্থে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان
لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন এক
জমানা আসবে যখন সকলেই সুদ ভক্ষণ করবে।’^{২৩}

আজকের পৃথিবীর সর্বত্র সুদের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। খুব কম মানুষই এর থেকে মুক্ত। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি অনুষঙ্গে সুদ অনুপ্রবেশ করেছে। সুদকে আজ তেমন গোনাহের বস্তু মনে করা হচ্ছে না। কেউ তাকে অস্বীকার করছে না। সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হলো সুদ। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রচলিত রীতি-নীতি মুসলমানরা দারুণ উৎসাহের সাথে নিজেদের দেশে বাস্তবায়ন করছে। সকল মুসলমান সুদভিত্তিক লেনদেনে জড়িয়ে পড়েছে।

হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا قال قيل له الناس كلهم
قال من لم يأكله منهم ناله من غباره

‘মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন তারা
ব্যাপকভাবে সুদ খাওয়া শুরু করবে। প্রশ্ন করা হলো, সকলেই

২৩ সুনানে ইবনে মাজাহ: ২২৭৮। কানযুল উম্মাল: ৯৭৬৩।

কি সুদ খাবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
যে সুদ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে, সুদের ধুলোবালি
হলেও তার গায়ে লাগবে।^{২৪}

একদিকে নামাজ, রোজা, হজসহ অন্যান্য ইবাদত যথাযথ পালন করছে
আবার অপরদিকে কোনো প্রকার অনুশোচনা ব্যতীতই সুদ ভক্ষণ করছে।
নিজেদের ব্যবসা সুদীভিত্তিতে পরিচালিত করছে। কেউ যদি সুদকে ঘৃণা
করে, অস্বীকার করে তাহলে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে সুদের সাথে জড়ানোর
জন্য। এ তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর
বাস্তব প্রতিফলন।

সুদ এতই ভয়াবহ পাপ যে, আল্লাহ তায়ালা সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা
করেছেন। বর্তমান পৃথিবীর মুসলমানরা আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। আরো
দুঃখজনক বিষয় হলো, মুসলমানরা এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করছে না।
ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং
তোমাদের নিকট যে সুদ বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি
তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হয়ে থাক। যদি তা না করো তাহলে
আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে
রাখ।’^{২৫}

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الربا سبعون باباً أدناها كوقع الرجل على أمه
‘সুদের সত্তরটি দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন হলো, আপন
মায়ের সাথে ব্যভিচার করা।’^{২৬}

২৪ মুসনাদে আহমদ: ১০৪১০।

২৫ সূরা বাকারাহ: ২৭৮-২৭৯।

২৬ কানযুল উম্মাল: ৯৭৫২।

দাজ্জাল ও ইয়াজ্জ-মাজ্জ ৩৬

আল্লাহর নিকট পানাহ চাই! এমন ভয়াবহ ও জঘন্য পাপ হওয়া সত্ত্বেও আজ মুসলিম উম্মাহ কীভাবে কোনো প্রকার পরোয়াবিহীন সুদের সাথে জড়িয়ে পড়ছে।

ইমাম মাহদির পৃথিবীতে আগমনের আরো একটি নিদর্শন হলো, আমানতের খেয়ানত। মানুষ একে অপরের নিকট আমানত রাখবে কিন্তু কেউ সে আমানত যথাযথ রক্ষা করবে না।

হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত,

أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟
فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: يا رسول الله!
وكيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى
غير أهله فانتظر الساعة

‘একদা জনৈক বেদুইন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? প্রত্যুত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন আমানতের খেয়ানত করা হবে। বেদুইন পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! কীভাবে আমানতের খেয়ানত করা হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নেতৃত্ব যখন অযোগ্যদের নিকট অর্পণ করা হবে।’^{২৭}

ইমাম মাহদির আবির্ভাবের অন্যতম একটি নিদর্শন হলো, কাবাঘর ধ্বংস হওয়া। বহু হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত-পূর্বকালে হাবশার জনৈক খোদাদ্রোহী ব্যক্তির হাতে বাইতুল্লাহ ধ্বংস হওয়ার কথা বলেছেন। হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

২৭ সহিহ বুখারি: ৬৪৯৬। মুসনাদে আহমদ: ৮৭২৯। কানযুল উম্মাল: ৩৮৫০৮।

يُخْرِبُ الْكَعْبَةَ ذُو السَّوِيقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ

‘[শেষ জমানায়] হাবশার এক ছোটো নলাবিশিষ্ট ব্যক্তি
কাবাঘর ধ্বংস করবে।’^{২৮}

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এই হলো ইমাম মাহদির আগমন ও কিয়ামত
সংঘটিত হওয়ার আলামত, যা ইতোমধ্যে একে একে সংঘটিত হচ্ছে।
আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে হিফাজত করুন। ইমাম
মাহদির একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে কবুল করুন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন,

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا
فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ * فَاعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ
وَمَثْوَاكُمْ

‘তবে কি তারা আকস্মিকভাবে কিয়ামতের আগমন ছাড়া আর
কিছুর অপেক্ষা করছে? তার লক্ষণসমূহ তো এসেই গেছে।
কিয়ামত এসে পড়লে তখন তারা উপদেশ গ্রহণ করবে
কীভাবে? অতএব জেনে রাখ! আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য
নেই। নিজের ত্রুটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা
প্রার্থনা করো। আল্লাহ তোমাদের চলাফেরা ও ঠিকানা
জানেন।’^{২৯}

হে আল্লাহর বান্দাগণ! মাহদি অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু কখন আর
কোন দিন? তা কেবল আল্লাহ তায়ালাই অধিকতর ভালো জানেন। মুসলিম
উম্মাহর উচিত নয় আমল-ইবাদত ছেড়ে দিয়ে কেবল তার আগমনের
প্রতীক্ষায় থাকা। মাহদি কোন বছর কোন মাসে আর কোন দিন আগমন
করবে এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করে নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত
নয়। বহু হাদিসের আলোকে এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত যে, মাহদির

২৮ সহিহ বুখারি: ১৫১৪। সহিহ মুসলিম: ২৯০৯। সুনানে নাসায়ি: ২৯০৪। কানযুল উম্মাল:
৩৮৪৭৯। মুসনাদে আহমদ: ৭০৫৩।

২৯ সূরা মুহাম্মদ: ১৮-১৯।

আগমন সত্য। তিনি অবশ্যই আসবেন। কিন্তু কবে কখন আসবেন এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। তাই তার আগমন সত্য এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। আমাদের জন্য করণীয় হলো, নিজেদের ইবাদত-বন্দেগি যথাযথ করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যেসব কাজের আদেশ করেছেন সেগুলো যথাযথ মেনে চলা। আর যেসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকা। হারাম ও নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকা। সুদ, ঘুস, মিথ্যা, আমানতের খেয়ানত ইত্যাদি জঘন্য পাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রতীক্ষিত মাহদির সুসংবাদ দিয়েছেন তার আগমনের অপেক্ষা করা এবং তার বাহিনীতে যোগদানের জন্য নিজেদেরকে সদা প্রস্তুত রাখা। কেননা, মাহদি এসে পৃথিবী থেকে জুলুম-নিপীড়নের মূলোৎপাটন করবেন। সকল প্রকার কুফর-শিরক সমূলে উৎখাত করবেন। সর্বত্র আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন। আর তার সাথে যোগ দেবে একদল মুমিন, যারা তাকে সাহায্য করবে। তারা সকলেই হবে সৌভাগ্যবান। তাদের চেয়ে দ্বিগুণ সৌভাগ্যবান আর কারা রয়েছে যারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে? সেই কাফেলার সদস্য হওয়ার জন্য নিজেদেরকে সর্বদা প্রস্তুত রাখা। এর বাহিরে সকল প্রকার ভ্রান্ত ও প্রতারণামূলক ধ্যান-ধারণা থেকে বেঁচে থাকা। বহু মিথ্যুক আগমন করবে যারা নিজেদেরকে মাহদি বলে দাবি করবে। ঈমানবিধ্বংসী কর্মসূচি নিয়ে তারা হাজির হবে। তাদের ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ থাকা। আল্লাহ তায়ালায় নিকট কায়মনো প্রার্থনা করা।

দাজ্জালের আবির্ভাব মস্কট ও মোকাবেলা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে ইমাম মাহদির আগমন, তার বিশদ পরিচয়
এবং তার শুভাগমনের আগমনের প্রেক্ষাপট, মাহাত্ম্য ও ঈমানদারদের
করণীয় সম্পর্কে। সেই ধারাবাহিকতায় এখন আলোচনা করব দাজ্জালের
আগমন, তার ভয়ংকর আকৃতি, সে সময়কার পৃথিবীর পরিস্থিতি,
লোকদেরকে বিভ্রান্তির বেড়া জাল এবং তার ফিতনার করালগ্রাস থেকে
ঈমানদারদের মুক্তি সম্পর্কে।

দাজ্জালের ফিতনা মানবজাতির সুদীর্ঘকাল ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ
ফিতনা। হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী
হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এমন কোনো নবী-রাসুল
আগমন করেননি যিনি তার উম্মতকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক
করেননি। তন্মধ্যে সর্বাধিক বেশি সতর্ক করেছেন আমাদের নবী হজরত
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেননা, পূর্ববর্তী সকল নবী তার
কওমকে সতর্ক করেছেন কিন্তু তাদের ওপর দাজ্জালের ফিতনা আসেনি।
সর্বশেষ আগমন করেছেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
তার পর আর কোনো নবী ও রাসুল নতুন শরিয়ত নিয়ে আগমন করবেন না।
এবং আমরাই হলাম পৃথিবীর সর্বশেষ উম্মত। সুতরাং আমাদের সময়ে
দাজ্জালের ফিতনার আবির্ভাব অবশ্যস্বাবী। সেই জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রিয় উম্মতকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে বেশি বেশি

সতর্ক করেছেন। দাজ্জালের আবির্ভাব পৃথিবীতে মানবজাতির ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে। চারদিকে ধ্বংস ও পতনের আওয়াজ বেজে উঠবে। তখন পৃথিবীময় এমন ভয়ংকর ফিতনা ও কঠিন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে যার পরিণাম ও পরিণতি একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অধিক ভালো জানেন। কোনো মানুষের পক্ষে এর কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এ জন্যই তো আমরা প্রত্যেক নামাজের পর দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি।

দাজ্জাল একটি জনপদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে। সে জনপদের লোকেরা হবে প্রকৃত ঈমানদার। তারা দাজ্জালকে চিনতে পারবে। ফলে তারা দাজ্জালকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করবে। তাকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করবে না। দাজ্জাল তখন প্রচণ্ড রাগান্বিত হবে। ক্রোধে তার চোখ-মুখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বের হবে। দাজ্জাল তখন উক্ত জনপদের সকল মানুষ ও প্রাণী নির্মমভাবে হত্যা করবে। তারপর অন্য আরেকটি জনপদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে। তারা দাজ্জালকে সত্য বলে মেনে নেবে। তারা কাফের হয়ে যাবে। দাজ্জাল তখন তাদের প্রতি দারুণ খুশি হবে। আসমানকে আদেশ করবে যেন তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করে। জমিনকে আদেশ করবে যেন নানাবিধ সবুজ উদ্ভিদ, ফল-ফসলে ভরে দেয়। এভাবে দাজ্জাল পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করবে। যারা তাকে প্রভু হিসেবে মেনে নেবে তাদের সাথে প্রভুসুলভ আচরণ করবে। তাদেরকে প্রভূত নেয়ামতরাজিতে পরিপূর্ণ করে দেবে। যারা তাকে অস্বীকার করবে তাদের ওপর নেমে আসবে অত্যাচার-নিপীড়নের খড়ক। তাদেরকে সে অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে হত্যা করবে। আল্লাহ দাজ্জালকে সেদিন এতই ক্ষমতা প্রদান করবেন যে, দাজ্জাল যা কিছু বলবে, যা কিছু করতে চাইবে তাই হবে। তার কথায় আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। জমিন থেকে উৎপন্ন হবে রকমারি উদ্ভিদ আর ফল-ফসল।

আল্লাহর কসম! দাজ্জালের আবির্ভাব হবে মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহতম বিপর্যয়। সূচনা হবে এক কালো অধ্যায়ের। এ জন্যই যুগে যুগে প্রেরিত সকল নবী-রাসুল দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এর থেকে উত্তরণের উপায় বলে দিয়েছেন। আর সকল নবী-রাসুলের চেয়ে অধিক সতর্ক করেছেন আমাদের নবী। কেননা, শেষ জমানা হওয়ার কারণে এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতই দাজ্জালের ফিতনার সম্মুখীন হবে।

হজরত আবু উমামা আল বাহিলি রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وكان أكثر خطبته عن الدجال والتحرز منه، وكان من قوله: يا أيها الناس! إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله تعالى لم يبعث نبياً بعد نوح عليه السلام إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين العراق والشام، فيعيث يمينا ويعيث شمالاً، ألا يا عباد الله فاثبتوا، فإنه يبدأ فيقول: أنا نبي، ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم، ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وربكم ليس بأعور، مكتوب على جبهته: كافر، يقرؤها كل مؤمن كاتب وغير كاتب

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অধিকাংশ ভাষণে আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করতেন। একদিন বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ যখন থেকে আদম সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে বড়ো কোনো ফিতনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়নি। নিশ্চয় আল্লাহ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি যিনি তার উম্মতকে দাজ্জালের ভয় দেখাননি। আমি সর্বশেষ নবী আর তোমরা

হলে সর্বশেষ উম্মত। জেনে রাখ, দাজ্জাল অবশ্যই তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করবে। আমি তোমাদের মাঝে থাকাবছায় যদি দাজ্জাল বের হয় তাহলে আমি প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করব [তাকে প্রতিহত করব]। আর যদি সে আমার পরে বের হয় তাহলে তোমাদের প্রত্যেককে নিজের পক্ষে দলিল পেশ করতে হবে। তখন মহান আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার খলিফা স্বরূপ হবেন (তত্ত্বাবধানকারী হবেন।) অর্থাৎ তিনি মুসলমানদেরকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় দাজ্জাল বের হবে সিরিয়া ও ইরাকের খাল্লা নামক স্থান থেকে। আর সে তার ডানে ও বামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ঈমানের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেননা, আমি তোমাদের কাছে তার এমন অবস্থা বর্ণনা করব, যা আমার পূর্বে কোনো নবী স্বীয় উম্মতের নিকট বর্ণনা করেননি। প্রথমে সে বলবে, আমি নবী এবং আমার পর আর কোনো নবী নেই। অতঃপর সে দাবি করবে, আমি তোমাদের প্রভু। অথচ তোমরা তোমাদের প্রভুকে মৃত্যুর পূর্বে দেখবে না। দাজ্জাল হবে কানা। আর তোমাদের প্রভু তো কানা নন। তার দুই চোখের মাঝে লেখা থাকবে কাফের। এই লেখা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই পড়তে পারবে। চাই সে শিক্ষিত হোক কিবা অশিক্ষিত।”^{৩০}

হজরত আনাস বিন মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أُنذر
أُمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور
ومكتوب بين عينيه ك ف ر

‘এমন কোনো নবী নেই যিনি স্বীয় উম্মতকে মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করেননি। জেনে রাখ, সে হবে কানা

আর তোমাদের প্রভু কানা নন। তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে কাফ, ফা, রা। [যা প্রতিটি মুসলিম পড়তে পারবে]।^{৩১}

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال لي ما يبكيك قلت يا رسول الله ذكرت الدجال فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه وإن يخرج الدجال بعدي فإن ربكم عز وجل ليس بأعور وإنه يخرج في يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها ولها يومئذ سبعة أبواب على كل نقب منها ملكان فيخرج إليه شرار أهلها حتى الشام مدينة بفسطين بباب لد وقال أبو داود مرة حتى يأتي فلسطين باب لد فينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض أربعين سنة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন। এ সময় আমি কাঁদছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, কোন জিনিস তোমাকে কাঁদাচ্ছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! দাজ্জালের কথা স্মরণ হওয়াতে আমি কাঁদছি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার জীবদ্দশায় যদি দাজ্জাল বের হয় তাহলে আমি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হব। আর যদি আমার পরে বের হয় তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের রব কানা নন। সে বের হবে আসবাহানের ইহুদিদের মধ্য থেকে। এমনকি সে মদিনাতে

৩১ সহিহ বুখারি: ১৩/৮৫। সহিহ মুসলিম: ৮/১৯৫।

আসবে এবং তার এক প্রান্তে নামবে সেদিন মদিনার সাতটি দরজা থাকবে। প্রতিটি প্রবেশদ্বারে দুইজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত থাকবে। মদিনার মন্দ অধিবাসীদের দাজ্জাল তার দলে বের করে আনবে এমনকি সে ফিলিস্তিনের কাছে লুদে চলে আসবে। তখন ইসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর ইসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন ন্যায়পরায়ণ ইমাম ও ইনসাফকারী শাসক হিসেবে।^{৩২}

দাজ্জালের আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে বড়ো বড়ো যুদ্ধ সংঘটিত হবে। কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে ঈমানদার সৈনিকরা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। আল্লাহ তায়ালা তার দলকে বিজয় দান করবেন। কাফেরদের তিনি পরাজিত করবেন। বাতিলের শক্তি খর্ব করবেন। সেই সঙ্গে এও পার্থক্য করবেন যে, কারা প্রকৃত মুমিন আর কারা মুনাফিক। সেদিন সত্যিকার ঈমানদারদের হৃদয়ের বারুদ আগুন হয়ে জ্বলে উঠবে।

৩২ মুসনাদে আহমদ: ৫/৭৫। সহিহ ইবনে হিব্বান: ১৯০৫।

আমাদের যুদ্ধ

হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أم بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصادفوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانداب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের পূর্বে এ ঘটনা অবশ্যই সংঘটিত হবে যে, রুম্মান সৈনিকরা আমাক বা দাবেক^{৩৩} প্রান্তরে এসে একত্রিত হবে। তখন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি মুসলিম বাহিনী রুম্মানদের

৩৩ দাবেক শহর বর্তমানে সিরিয়ার হলাব থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার উত্তরে তুর্কি সীমান্তের কাছকাছি একটি ছোটো এলাকার নাম। আমাক এলাকাটি এখানেই অবস্থিত।

বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মদিনা থেকে রওনা হবে। অতঃপর যখন উভয় দলই যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দি হবে, তখন রুমিগণ মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে, তোমরা আমাদের এবং ওই সকল লোকদের মধ্যে বাধা হয়ে এসো না যারা আমাদের লোকদেরকে বন্দি করে নিয়ে এসেছে। তখন মুসলমানগণ বলবে, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমরা আমাদের ভাইদেরকে ছেড়ে সরে যাব না। অতঃপর মুসলমানরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে মুসলমানদের একতৃতীয়াংশ সৈনিক পালিয়ে যাবে, যাদের তাওবা আল্লাহ তায়ালা কখনো কবুল করবেন না। আর একতৃতীয়াংশ সৈনিক শহিদ হবে। আল্লাহর নিকট তারা সর্বোত্তম শহিদ হিসেবে গণ্য হবে। অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশ সৈনিকের হাতে আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করবেন। পরবর্তীতে তাদেরকে কখনোই ফিতনা গ্রাস করতে পারবে না। তারা কুসতুনতুনিয়া বিজয় করবে। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা রোমও বিজয় করবে। তারপর তারা তাদের তরবারিগুলো যাইতুন বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে, এমন সময় শয়তান এসে ঘোষণা করবে যে, ওদিকে দাজ্জাল এসে তোমাদের ঘরবাড়িতে প্রবেশ করে ফেলেছে। তা শোনামাত্রই সেখান থেকে বাহিনী রওনা হয়ে যাবে। যদিও সংবাদটি ছিল মিথ্যা। কিন্তু মুসলমানগণ যখন শামে এসে পৌঁছবে তখন ঠিকই ইসা বিন মারইয়াম আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং মুসলমানদের আমির ইমাম মাহদিকে ফজর নামাজের ইমামতি করার আদেশ করবেন। আল্লাহর দুশমন দাজ্জাল হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে দেখে এমনভাবে গলে যাবে যেমন নাকি লবণ পানিতে পড়ে গলে যায়। তিনি যদি তাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিতেন তাহলে সে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাকে ইসা আলাইহিস সালামের হাতে হত্যা করবেন। হত্যার পর তিনি মানুষের কাছে এসে স্বীয় বর্শায় দাজ্জালের রক্ত দেখাবেন।^{৩৪}

রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে

হজরত মিখবার রাতি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ستصالحون
الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون
وتغنمون وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا مرجا ذي تلؤل
فيرفع رجل من أهل النصرانية صليبا فيقول غلب الصليب
فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك تغدر
الروم ويجتمعون للملحمة

‘আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,
তোমরা রোমানদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা চুক্তি করবে। অতঃপর
তোমরা এবং রোমানরা মিলে তৃতীয় কোনো শক্তির বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করবে। তোমাদের সাহায্য করা হবে। ফলে তোমরা প্রচুর
পরিমাণে গনিমতের মাল লাভ করবে। তারপর তোমরা
নিরাপদে ফিরে আসবে। যখন তোমরা সবুজ-শ্যামল উঁচু
টিলাময় এক ভূমিতে অবতরণ করবে তখন একজন খ্রিষ্টান
ক্রুশ উঁচু করে বলবে যে, ক্রুশের বিজয় হয়েছে। এই কথা
শুনে মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন ‘না, বরং আল্লাহর
বিজয় হয়েছে’ বলে প্রচণ্ড রাগে তার ক্রুশটি ভেঙে ফেলবে।
ফলে রোমানরা পূর্বের কৃত চুক্তি বাতিল করে মহাযুদ্ধের জন্য
প্রস্তুত হবে। তখন ঈমানদারগণও অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে
পড়বে। মুসলমানদের এ দলটিকে আল্লাহ তায়ালা শাহাদতের
মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করবেন।’৩৫

আত্মঘাতী যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়

হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি.
থেকে এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة
عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام ونحنا
بيده نحو الشام قلت الروم تعني قال نعم ويكون عند ذاكم
القتال ردة شديدة فيتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع
إلا غالبية فيقاتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفئ هؤلاء وفي
هؤلاء كل غير غالب وتنفى الشرطة ثم يشترط المسلمون
شرطة للموت لا ترجع إلا غالبية فيقاتلون حتى يحجز بينهم
الليل فيفئ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتنفى الشرطة ثم
يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبية فيقاتلون
حتى يمسوا فيفئ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتنفى الشرطة
فإذا كان الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فجعل الله الدائرة
عليهم فيقتتلون مقتلة عظيمة أما قال لم ير مثلها وأما قال
لن نر مثلها حتى أن الطائر ليمر بجناباتهم فلا يخلفهم حتى
يخر ميتا فيتعاد بنو الأب وكانوا مائة فلا يجدون بقي منهم إلا
الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو ميراث يقسم قال فبينما
هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذاك جاءهم الصريخ
أن الدجال قد خلف في ذرايحهم فيرفضون ما في أيديهم
ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان

خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ وقال هم خير
من على ظهر الأرض

‘কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত ঘটনাবলি অবশ্যই সংঘটিত হবে, মিরাস [মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্যসম্পদ] বণ্টনের সুযোগ থাকবে না। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পেয়ে আনন্দ উল্লাস করার সুযোগ থাকবে না। কেননা, শামে অবস্থানকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী একত্রিত হয়ে আসবে। এদের সমোচিত জবাব দেওয়ার জন্য মুসলমানরাও একত্রিত হবে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করেন, শত্রুরা কি রোমবাসী? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। সুতরাং সেখানে উভয় দলের মাঝে তুমুল লড়াই হবে। মুসলমানগণ তাদের মধ্য থেকে একটি বিশেষ দলকে নির্বাচন করবে, যাদের শর্ত থাকবে হয়তো মৃত্যু নয়তো বিজয়। অর্থাৎ, মুসলমান দলটি হবে আত্মঘাতী মুজাহিদ বাহিনী। তারা গিয়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত রাত হয়ে যাবে। কোনো পক্ষই জয়লাভ করবে না। মুসলমানদের আত্মঘাতী দলটির সকলে শহিদ হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দিন মুসলমানরা পুনরায় একদল আত্মঘাতী দল নির্বাচন করে পাঠাবে এই শর্তে যে, হয়তো বিজয় নয়তো মৃত্যু। তারা গিয়ে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত নেমে আসবে। কোনো পক্ষই বিজয় লাভ করবে না। মুসলমানদের আত্মঘাতী দলটি শহিদ হয়ে যাবে। তৃতীয় দিন মুসলমানরা আরো একদল নির্বাচন করে প্রেরণ করবে এই শর্তে যে, হয়তো বিজয় নয়তো মৃত্যু। তারা গিয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে। সারাদিন যুদ্ধ চলবে। অবশেষে রাত নেমে আসবে। কোনো পক্ষই বিজয় লাভ করবে না। যথারীতি মুসলমানদের এই দলটিও শহিদ হয়ে যাবে। চতুর্থ দিন মুসলমানদের অবশিষ্ট সকল সৈনিক লড়াইয়ের জন্য বের হয়ে যাবে। এবার আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের মূলোৎপাটন করে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন। সেদিন এত মারাত্মক ও ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হবে যে, এরকম যুদ্ধ ইতঃপূর্বে পৃথিবীবাসী কোনো দিন প্রত্যক্ষ করেনি। এমনকি যুদ্ধের

ময়দানে এত অসংখ্য পরিমাণ লাশ পড়ে থাকবে যে, এসকল লাশের ওপর দিয়ে পাখি উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু লাশগুলি এত বিস্তৃত ময়দান পর্যন্ত পড়ে থাকবে বা এত মারাত্মক দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে যে, ময়দানের অপর প্রান্তে পৌঁছার পূর্বেই পাখি মারা যাবে। বাহিনী প্রেরণকারীগণ মৃতের সংখ্যা গণনা করে দেখবে যে, একশ ভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগই নিহত হয়েছে। এক ভাগ মাত্র বেঁচে আসতে সক্ষম হয়েছে। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. বলেন যে, এখন বলো, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে কি তখন আনন্দ উল্লাস করার সুযোগ থাকবে? মৃতদের ত্যাজ্যসম্পদ বণ্টন করার জন্য কি তখন মন চাইবে? তারপর তিনি বলেন, ঠিক তখন তারা এমন এক যুদ্ধের সংবাদ পাবে যা পূর্বের যুদ্ধের থেকেও বেশি ভয়ানক। সংবাদটি হবে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। সে আত্মপ্রকাশ করে মুসলমানদের পরিবারগুলো ফিতনায় ফেলার চেষ্টা করছে। এ সংবাদ শোনামাত্রই মুসলমানরা সকল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ফেলে দেবে। তাদের পরিবার-পরিজনের খবর এবং দাজ্জালের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুসলমানরা দশজনের একটি অগ্রগামী দল প্রেরণ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে বলেছেন, ‘আমি তাদের নাম, তাদের পিতাদের নাম, এমনকি তাদের ঘোড়ার রং পর্যন্ত খুব ভালো করে চিনি। তারাই হচ্ছে ওই সময়কার শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী।’^{৩৬}

হে আল্লাহর বান্দারা! নিঃসন্দেহে দাজ্জালের ফিতনা ভয়াবহ ফিতনা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, মানুষ যতদিন আল্লাহর আনুগত্য করবে, যতদিন তারা আল্লাহকে স্মরণ করবে ততদিন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে না। মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে যাবে, তার আনুগত্য ছেড়ে দেবে, অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে ব্যাপকহারে লিপ্ত হবে, তখন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।

৩৬ মুসতাদরাকে হাকেম: ৮৪৭১। সহিহ মুসলিম: ২৮৯৯। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ১১/২০৩। মুসনাদে আহমদ: ৩৬৪৩।

হে আল্লাহর বান্দারা! জেনে রাখ, এমন এক সময় আসবে যখন ইমামগণ দাজ্জালের আলোচনা ছেড়ে দেবে। তারা লোকদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করবে না যেভাবে সতর্ক করেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকে আমি আপনাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করছি, যেন মসজিদের মিস্বরসমূহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে চুপ না থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উলামায়ে কেরামের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পালনার্থে আজ আমি দাজ্জালের ফিতনা থেকে আপনাদেরকে সতর্ক করছি।

আজ আমি আপনাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই সমস্ত হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবৈঈ ও মহান ইমামগণের বাণীসমূহ শোনাব যার মধ্যে দাজ্জালের ফিতনা থেকে উত্তরণ ও পরিত্রাণের কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হবে। তথাপিও আমি সেসব হাদিস ও বাণী পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করব। কেননা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিবেচনায় এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী আলোচনা।

মাসিহ বলে নামকরণের কারণ

দাজ্জালকে মাসিহ বলে নামকরণের একাধিক কারণ রয়েছে। আল্লামা ইবনুল ফারিস বলেন, দাজ্জাল একজন হতভাগ্য ও দুষ্কর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তার চেহারা হবে অত্যন্ত ঘণিত ও নিকৃষ্টতার প্রলেপযুক্ত।

কেউ কেউ বলেছেন, দাজ্জালের চোখ হবে অন্ধ। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন।

আর কেউ কেউ বলেছেন, দাজ্জালকে মাসিহ বলে নামকরণের কারণ হলো, দাজ্জাল সমগ্র পৃথিবী চল্লিশ দিনে প্রদক্ষিণ করবে। পৃথিবীর সর্বত্র তার পায়ের স্পর্শ লাগবে।

দাজ্জালকে মাসিহ বলে নামকরণের এতসব কারণ দেখে কেউ কেউ এ কথা বলেছেন যে, তাহলে হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে কেন মাসিহ বলে নামকরণ করা হলো?

হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে মাসিহ বলে নামকরণের কারণ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের একাধিক বক্তব্য রয়েছে।

কতক উলামায়ে কেরাম বলেন, হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে মাসিহ বলে নামকরণের কারণ হলো, তিনি কোনো অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীর দেহ স্পর্শ করলে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা রোগ থেকে সুস্থ হয়ে যেত। এমনভাবে তিনি কোনো মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে আল্লাহর রহমতে উক্ত মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যেত। সকল নবী-রাসুলকে আল্লাহ তায়ালা কিছু মুজেনা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এ ছিল হজরত ইসা আলাইহিস সালামের মুজেনা।

কেউ কেউ বলেছেন, 'হজরত ইসা আলাইহিস সালাম মায়ের গর্ভ থেকে এমনভাবে বের হয়েছেন যেন তার পুরো শরীর তেলের প্রলেপযুক্ত ছিল।

এমনও কেউ কেউ বলেছেন যে, হজরত ইসা আলাইহিস সালামের মুখমণ্ডল ছিল অত্যধিক সুন্দর। আর সুন্দর মুখমণ্ডলকে পরিভাষায় মাসিহ বলা হয়। তাই তাকে মাসিহ বলে নামকরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও নামকরণের আরো বিভিন্ন কারণ ইমাম ও আলেমদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, মাসিহ দুই জন। একজনের মুখমণ্ডল হবে সুন্দর। তিনি হজরত ইসা আলাইহিস সালাম। আরেকজনের মুখমণ্ডল হবে কুৎসিত। বীভৎস। সে হবে অভিশপ্ত দাজ্জাল। এক মাসিহ মানবজাতিকে ধ্বংস ও পতনের দিকে ঠেলে দেবে। আরেক মাসিহ মানবজাতিকে ধ্বংস ও পতনের অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলবেন। এক মাসিহ লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করবে। আরেক মাসিহ লোকদের সঠিক পথের দিশা দেবেন। এক মাসিহের হাতে থাকবে কুফরের মশাল। আরেক মাসিহের হাতে থাকবে ঈমানের মশাল। এক মাসিহের অনুসারীদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আরেক মাসিহের অনুসারীদের ঠিকানা হবে জান্নাত। একজন মিথ্যা। আরেকজন সত্য।

দাজ্জাল বলে নামকরণের কারণ

দাজ্জাল শব্দের আভিধানিক অর্থ: মিথ্যুক, প্রতারক, ভুড ও নিকৃষ্ট। দাজ্জালকে দাজ্জাল বলে নামকরণের একাধিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে ইবনে দিহইয়া থেকে বর্ণিত মতটি আমি অধিক পছন্দ করেছি। উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, দাজ্জাল অর্থ হলো—কাজ্জাব তথা মিথ্যাবাদী। এবং এ অর্থটি অধিক প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য।

কেউ কেউ বলেছেন, الدجال দাজ্জাল এটি الدجالة থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো, উটকে আলকাতরা দ্বারা প্রলেপ দেওয়া। এ নামে দাজ্জালকে নামকরণ করা হয়েছে যেহেতু দাজ্জাল হক ও সত্যকে ঢেকে ফেলবে মিথ্যা দ্বারা। বহু ঈমানদারদের অন্তরকে কুফরের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে ফেলবে।

আর কতক উলামায়ে কেরাম বলেছেন, দাজ্জাল পৃথিবীর সর্বত্র সংঘাত সৃষ্টি করবে। যখন সে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে সংঘাত সৃষ্টি করবে তখন বলা হবে دجل الأرض সে পৃথিবীকে (কুফর ও অন্ধকারে) ঢেকে ফেলেছে। তাই তাকে দাজ্জাল বলা হয়।

এ মতও কারো কারো থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, দাজ্জাল অর্থ হলো ঢেকে ফেলা। সে যেহেতু পৃথিবীতে বের হয়ে হক ও সত্যকে বাতিল ও কুফর দিয়ে ঢেকে ফেলবে তাই তাকে দাজ্জাল বলা হয়।

ইতিহাসের ভয়াবহতম ফিতনা

আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে হিফাজত করুন। দাজ্জালের সকল প্রকার অনিষ্ঠতা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখুন। বর্ণিত আছে, দাজ্জালের সঙ্গে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম। কিন্তু সে জান্নাত হবে জাহান্নাম। আর জাহান্নাম হবে জান্নাত। যারা ঈমান পরিত্যাগ করে দাজ্জালের জান্নাতকে বেছে নেবে তারা জাহান্নামে পতিত হবে। আর যারা ঈমানের ওপর অটল ও অবিচল থেকে দাজ্জালের জাহান্নামকে বেছে নেবে তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন।

হযরত আবু সাইদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

ألا كل نبي قد أُنذر أُمته الدجال وأنه يومه هذا قد أكل
الطعام وأناي عاهد عهدا لم يعهده نبي لأُمته قبلي ألا أن عينه
اليمنى ممسوحة الحدقة جاحظة فلا تخفى كأنها نخاعة في
جنب حائط ألا وأن عينه اليسرى كأنها كوكب دري معه
مثل الجنة ومثل النار فالنار روضة خضراء والجنة غبراء ذات
دخان

‘জেনে রাখ, প্রত্যেক নবী স্বীয় উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আমি এমন এক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে প্রতিজ্ঞা আমার পূর্বের কোনো নবী তার উম্মতকে দেননি। সাবধান! তার ডান চোখ হবে মেশানো, যা ফুলে উঠে থাকবে। বিষয়টি কারো কাছে গোপন থাকবে না। তা যেন দেয়ালের পার্শ্বে নিষ্কিপ্ত শ্লেষা। তার বাম চোখ হবে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম সদৃশ বস্তু থাকবে। তার জাহান্নাম হবে প্রকৃতপক্ষে সবুজ বাগান আর জান্নাত হবে ধূসরময় নিকৃষ্ট স্থান।’^{৩৭}

হজরত হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান রাদি. থেকে বর্ণিত,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين
اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাজ্জালের
বাম চোখ কানা হবে। ঘন কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট হবে। তার
সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তার জাহান্নাম হলো
জান্নাত এবং জান্নাত হলো জাহান্নাম।^{৩৮}

যারা সুরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে তারা দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত
থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা দাজ্জালের হাতে ঈমান হরণ থেকে
তাদেরকে হিফাজত করবেন। দাজ্জাল যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ
করবে তখন জাহান্নামের আগুন ঠান্ডা হয়ে যাবে। যেমন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল
হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নিকট। দাজ্জালের জাহান্নাম
ঈমানদারদের জ্বালাতে পারবে না।

কেননা দাজ্জালের নিকট যে জাহান্নাম থাকবে তা মূলত জান্নাত। আর যে
জান্নাত থাকবে তা মূলত জাহান্নাম। অপর বর্ণনায় আছে, দাজ্জালের সঙ্গে
থাকবে দুটি প্রবহমান নদী। একটি নদীর পানি থাকবে শীতল ও সাদা।
অপরটির পানি থাকবে উত্তপ্ত। ঈমানদারগণ যখন দাজ্জালকে প্রভু হিসেবে
মেনে নেবে না তখন সে তাদেরকে উত্তপ্ত পানি পান করানোর জন্য আহ্বান
করবে। কিন্তু তারা যখন পানি পান করবে তখন তারা সে পানিকে শীতল
পাবে। তাদের নিকট তা উত্তপ্ত হবে না। এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা
ঈমানদারদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন।

ইবনে আবু উমাইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أتيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له
حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الدجال ولا تحدثني عن غيرك وإن كان عندك مصدقا فقال

৩৮ সহিহ মুসলিম: ৮/১৯৫। মুসনাদে আহমদ: ২৩৩৫০।

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنذرتكم فتنة
الدجال فليس من نبي إلا أنذره قومه أو أمته وإنه آدم جعد
أعور عينه اليسرى وإنه يمطر ولا ينبت الشجرة وإنه يسلط
على نفس فيقتلها ثم يحييها ولا يسلط على غيرها وإنه معه
جنة ونار ونهر وماء وجبل خبز وإن جنته نار وناره جنة وإنه
يلبث فيكم أربعين صباحا يرد فيها كل منهل إلا أربع
مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد
الأقصى وإن شكل عليكم أو شبه فإن الله عز وجل ليس
بأعور

‘আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবির
নিকট এসে তাকে বলেছি, আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম থেকে শোনা দাজ্জাল বিষয়ক একটি হাদিস বর্ণনা
করুন। তিনি আমাকে বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি
তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে ভীতিপ্রদর্শন করছি।
এমন কোনো নবী নেই যিনি স্বীয় সম্প্রদায় বা উম্মতকে
দাজ্জালের ভয় না দেখিয়েছেন। সে হবে কোঁকড়ানো
চুলবিশিষ্ট। তার বাম চোখ হবে কানা। সে বৃষ্টি বর্ষাবে কিন্তু
গাছ উৎপন্ন করতে পারবে না। সে এক ব্যক্তির ওপর ক্ষমতা
প্রয়োগ করে হত্যা করার পর তাকে পুনরায় জীবিত করবে।
কিন্তু এ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো ওপর সে কর্তৃত্ব করতে পারবে
না। তার সাথে থাকবে জান্নাত, জাহান্নাম, নহর, পানি এবং
রুটির পাহাড়। তার জান্নাত হবে জাহান্নাম আর জাহান্নাম হবে
জান্নাত। সে তোমাদের মাঝে চল্লিশ সকাল অবস্থান করবে। এ
সময়ের মধ্যে সে প্রত্যেক ঘাটে পৌঁছাবে। কিন্তু চারটি মসজিদ
ব্যতীত। মসজিদুল হারাম, মদিনার মসজিদ, তুর এবং
মসজিদুল আকসা। যদি তাকে চিনতে তোমাদের অসুবিধা হয়

বা তোমরা সন্দিহান হও তাহলে জেনে রাখ, মহান আল্লাহ
কানা নন।^{৩৯}

হে আল্লাহর বান্দারা! সেদিন দাজ্জালের নিকট থাকা জান্নাত হবে জাহান্নাম।
আর জান্নাত হবে জাহান্নাম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সত্যিই এ এক ভয়াবহ
ফিতনা। এর থেকে কেবল তারাই মুক্তি পাবে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা
হিফাজত করবেন।

দাজ্জালের আরেকটি ফিতনা হলো, দাজ্জাল এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে বলবে,
আমি তোমার মৃত পিতা-মাতাদের পুনরায় জীবিত করে দেখাব তবুও কি
তুমি আমাকে তোমার প্রভু হিসেবে স্বীকার করবে না। তখন সে বলবে, হ্যাঁ,
যদি আমার পিতা-মাতাকে মৃত থেকে জীবিত করে দেখাতে পার তাহলে
আমি তোমাকে প্রভু হিসেবে মেনে নেব। দাজ্জাল তখন দুইজন শয়তানকে
তার পিতা-মাতার আকৃতিতে তার সামনে হাজির করবে। তারা তাকে
বলবে, হে আমার সন্তান! তুমি তার অনুসরণ করো।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এটি কি পূর্ববর্তী সকল ফিতনার চেয়ে ভয়াবহ ফিতনা
নয়? কোন ফিতনা অধিক ভয়াবহ—জান্নাত ও জাহান্নামকে হাজির করা
নাকি পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেখানো? আল্লাহর কসম! উভয়টিই
অত্যন্ত ভয়াবহ ফিতনা। সেদিন বহু ঈমানদার দাজ্জালের ফিতনায় পতিত
হয়ে নিজেদের ঈমান হারিয়ে ফেলবে। তারা মুমিন থেকে কাফেরে পরিণত
হবে। আল্লাহ যাদের ওপর অনুগ্রহ করবেন তারা দাজ্জালের ফিতনা থেকে
বঁচে থাকবে। তাদের ঈমান সুরক্ষিত থাকবে।

দাজ্জাল আবির্ভাবের নিদর্শন

নিশ্চয় দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ অত্যন্ত ভয়াবহ। মানবজাতির জন্য এক নিদারুণ ক্রান্তিকাল ডেকে আনবে। সময়টি হবে মুমিনদের জন্য নিদারুণ কঠিন পরীক্ষার। এ জাতীয় ফিতনার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার নীতি হলো, এর পূর্বে কতিপয় নিদর্শন প্রকাশ করা। সেসবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন উল্লেখ করছি।

প্রথম নিদর্শন

নবুওয়াতের দাবি করা। দাজ্জালের আগমনের পূর্বে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবি করবে। তারা নিজেদেরকে প্রেরিত নবী বলে দাবি করবে। হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من
ثلاثين، كل يزعم أنه رسول) متفق عليه

‘নিকট অতীতে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তারা প্রত্যেকে নিজেদেরকে নবী দাবি করবে।’^{৪০}

কিছুদিন পূর্বে ইয়ামানে এক ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করেছে। তার পূর্বে আরো বহুসংখ্যক লোক নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করেছে।

দ্বিতীয় নিদর্শন

দাজ্জালের আবির্ভাবের একটি শক্তিশালী নিদর্শন হলো কুসতুনতুনিয়া বিজয়। দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে মুসলমানগণ কুসতুনতুনিয়া বিজয় করবে। হজরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদি. থেকে বর্ণিত,

৪০ সহিহ বুখারি। সহিহ মুসলিম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الملحمة العظمى، وفتح قسطنطينية، وخروج الدجال في سبعة

أشهر فقط

‘বড় হত্যাকাণ্ড, কুসতুনতুনিয়ার বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব; এ সবকিছু মাত্র সাত মাসে সংঘটিত হবে।’^{৪১}

তৃতীয় নিদর্শন

দাজ্জালের আবির্ভাবের একটি নিদর্শন হলো অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন এবং বস্তু ও সময়ের অদলবদল। দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর স্বাভাবিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। বিভিন্ন বস্তুর রূপ, আকার-আকৃতি পাল্টে যাবে। হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب،

ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها

الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟ قال:

الرجل التافه يتكلم في أمر العامة) صححه ابن حجر

‘অচিরেই এমন কিছু ধোঁকার বছর আসবে যখন সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানানো হবে। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বস্ত আর বিশ্বস্তকে বিশ্বাসঘাতক মনে করা হবে। তখন রুয়াইবুজা কথা বলবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, রুয়াইবুজা কে? উত্তরে তিনি বললেন, পাপিষ্ঠ ব্যক্তির জনগণের [কল্যাণের] ব্যাপারে কথা বলবে।’^{৪২}

৪১ সুনানে তিরমিজি।

৪২ মুসনাদে আহমদ: ১৩৩২।

চতুর্থ নিদর্শন

দাজ্জালের আবির্ভাবের একটি নিদর্শন হলো পৃথিবীজুড়ে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও অভাব দেখা দেবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن قبل خروجه ثلاث سنين أول سنة تمسك السماء ثلث
قطرها وتمسك الأرض ثلث نباتها والسنة الثانية تمسك
السماء ثلثي قطرها وتمسك الأرض ثلثي نباتها والسنة
الثالثة تمسك السماء ما فيها والأرض ما فيها فيهلك كل
ذات ضرس وظلف ومن أشد فتنته أنه يقول للأعرابي :
أرأيت إن أحييت لك إبلك عظيمة ضروعها طويلة أسنمتها
بجتر تعلم أني ربك ؟ فيقول : نعم فيتمثل له الشيطان ثم
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته
ووضعت له وضوءه وانتحب القوم حتى ارتفعت أصواتهم
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب فقال : مهيم ؟
فقلنا يا رسول الله خلعت قلوبهم بالدجال فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : إن يخرج الدجال وأنا حي فأنا
حجيجه وإن مت فإن الله خليفتي على كل مؤمن قلت : يا
رسول الله فما يجزيء المؤمنين يومئذ ؟ قال : يجزيهم ما
يجزيء أهل السماء التسبيح والتقديس

‘দাজ্জাল বের হওয়ার তিন বছর পূর্বে আকাশ বৃষ্টি আটকে রাখবে। প্রথম বছরে এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ রাখবে এবং জমিন এক তৃতীয়াংশ ফসল উৎপন্ন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বছর আকাশ দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ রাখবে এবং জমিন দুই তৃতীয়াংশ ফসল উৎপন্ন বন্ধ রাখবে। তৃতীয় বছর আকাশ সম্পূর্ণ বৃষ্টি বন্ধ রাখবে এবং জমিন কোনো ফসল উৎপন্ন

করবে না। এমনকি প্রত্যেক দাঁত ও খুরবিশিষ্ট প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে। তার বড়ো ফিতনার একটি হলো, সে এক বেদুইনকে বলবে তোমার কী অভিমত, আমি যদি তোমার মৃত উটকে বড়ো স্তন ও লম্বা কুঁজবিশিষ্ট করে তোমার জন্য জীবিত করে দিই তাহলে কী তুমি আমাকে প্রভু বলে মেনে নেবে? তখন লোকটি বলবে, হ্যাঁ। তারপর শয়তান তার জন্য ওই উটের আকৃতি ধারণ করবে। এ দেখে সে দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাবে।’

হাদিসের বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রয়োজনে বের হলেন। তার জন্য ওজুর পানি রাখা হলো। এমন সময় লোকেরা কাঁদতে লাগল। এমনকি তাদের কান্নার আওয়াজ উঁচু হলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজার চৌকাঠ ধরে বললেন, মাহইয়াম অর্থাৎ, কী ব্যাপার? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে এ মাহইয়াম শব্দটি বলতেন। আসমা রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! দাজ্জালের চিন্তায় তাদের অন্তর বিভোর। তখন রাসুল বললেন, তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকাবস্থায় যদি দাজ্জাল বের হয় তাহলে আমি তাকে দোষারোপ করব। আর যদি আমি মৃত্যুবরণ করি তাহলে প্রত্যেক মুমিনের জন্য আল্লাহ তায়ালাই আমার পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধানকারী। অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করবেন। আসমা রা. বলেন, আমি বললাম, আমাদের মনের অবস্থা সেদিন কি এমন থাকবে হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বললেন, হ্যাঁ, অথবা ভালো থাকবে। তার নিকট পৃথিবীর সকল ধরনের ফল ও খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। আসমা রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার পরিবারবর্গ তাদের খামির বানাতে থাকবে কিন্তু উপযুক্ত হবার পূর্বেই আমরা ক্ষুধার ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা করছি। সেদিন মুমিনরা কী খাদ্য দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করবে? তিনি বললেন, তারা ক্ষুধা নিবারণ করবে যেভাবে আকাশের বাসিন্দারা নিবারণ করে থাকেন। আসমা রা. বলেন, হে আল্লাহর

রাসুল! আমরা জানি যে, ফেরেশতারা খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেন না। তিনি বললেন, বরং তারা তাসবিহ ও তাকদিস পাঠ করতে থাকেন। আর এটাই সেদিন মুমিনদের খাদ্য-পানীয়। সুতরাং যারা আমার মজলিসে উপস্থিত হয়েছে এবং আমার কথা শুনেছে, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট আমার কথাগুলো পৌঁছে দেয়। জেনে রাখ, আল্লাহ দোষমুক্ত, তিনি কানা নন। আর দাজ্জাল হলো কানা। তার চোখ থাকবে মিশানো। দুই চোখের মাঝে লেখা থাকবে কাফের। প্রত্যেক অক্ষর ও নিরক্ষর মুমিন তা পাঠ করবে।^{৪৩}

তখন কেমন হবে মানুষের অবস্থা?

দাজ্জাল যখন পৃথিবীতে আগমন করবে তখন মানুষের অবস্থা হবে অত্যন্ত করুণ। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, মূর্থতা-অজ্ঞতা, জুলুম, নিপীড়ন ও চারিত্রিক মারাত্মক অবক্ষয় দেখা দেবে। মানবজাতি তখন অতিক্রম করবে দুঃখ ও দুর্দশার এক নিদারুণ ক্রান্তিকাল। দাজ্জাল একে নিজের আধিপত্য ও প্রচার-প্রসারের মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করবে। সে তাদেরকে সাহায্যের প্রলোভন দেখাবে। তাদের সকল দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার কথা বলবে। তাদের দারিদ্র্য-ক্ষুধা দূর করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। যারা তার অনুসরণ করবে তাদেরকে সাময়িক সুখ ও প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ করে দেবে। সত্তর হাজার ইহুদি তার অনুসরণ করবে। সত্তর হাজার ধনী মুসলমান দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাবে। আর দাজ্জালের অনুসারীদের অধিকাংশই হবে ইহুদি ও নারী।

দাজ্জাল লোকদেরকে কীভাবে বিভ্রান্ত করবে এর একটি ধারণা পাওয়া যায় এর থেকে যে, দাজ্জাল এক গ্রাম্য ব্যক্তি—বিপদ-মুসিবত যাকে জরাজীর্ণ করে ফেলেছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্যসহ সমূহ দুর্দশা যাকে গ্রাস করেছে—তাকে

৪৩ মুজাম্মুল কাবির লিত-তাবরানি: ২৪/১৫৯। মুসান্নাফে ইবনে আব্দুর রাজ্জাক: ২০৮২১।

এসে বলবে, আমি তোমার পিতা-মাতাকে মৃত থেকে জীবিত করে তোমার সম্মুখে হাজির করব, তবুও কি তুমি আমাকে তোমার রব হিসেবে মেনে নেবে না? গ্রাম্য লোকটি বলবে, হ্যাঁ, যদি তুমি আমার মৃত পিতা-মাতাকে মৃত থেকে জীবিত করে আমার সামনে হাজির করতে পারো তাহলে আমি তোমাকে আমার রব হিসেবে মেনে নেব। দাজ্জাল তখন দুজন শয়তানকে তার পিতা-মাতার আকৃতিতে তার সামনে হাজির করবে। এ দেখে গ্রাম্য লোকটি দাজ্জালকে তার রব হিসেবে মেনে নেবে এবং কাফের হয়ে যাবে।

সেদিন দাজ্জালের সঙ্গে থাকবে রুটির এক বিশাল পাহাড় এবং স্বচ্ছ ও মিষ্টি পানির নদী। আর মানুষ থাকবে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। তাদের নিকট খাবার বলতে কিছু থাকবে না। নিদেন এক টুকরো রুটি এবং এক পেয়ালা পানি পর্যন্ত থাকবে না। দাজ্জাল তখন তাদেরকে রুটি ও পানির প্রলোভন দেখাবে। যারা তাকে প্রভু হিসেবে মেনে নেবে তাদেরকে সে রুটি ও পানি পান করতে দেবে। এভাবে বহু মানুষ সেদিন ঈমানহারা হয়ে যাবে।

আল্লাহর কসম! নিশ্চয় দাজ্জাল ঈমানদারদের জন্য এক বড়ো ফিতনা। এক ভয়াবহ ফিতনা। সেদিন ধনীরা চাইবে আরো অধিক ধনী হতে। দরিদ্ররা চাইবে তাদের দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে। আর এ জন্য তারা দাজ্জালের অনুসরণকে বেছে নেবে। যারা গ্রাম্য-বেদুইন তারা থাকবে মূর্খ। মূর্খতার কারণে তারা দাজ্জালের ফেতনায় জড়িয়ে পড়বে। নারীদের তো এমনিতেই জ্ঞান-বুদ্ধি কম। নাকিসাতুল আকল। আর ইহুদিরা স্বভাবতই দাজ্জালের অনুসরণ করবে। কেননা, দাজ্জালও একজন ইহুদি।

এক বর্ণনায় এসেছে, সত্তর হাজার পুরুষ ও পঞ্চাশ হাজার নারী তারা দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। দাজ্জালকে তারা চিনতে পারবে। ফলে তারা তাদের ঈমানকে বাঁচানোর জন্য জনপদ ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেবে।

দাজ্জাল আবির্ভাবের সময়কাল

হে আল্লাহর বান্দাগণ! দাজ্জালের আবির্ভাব কখন হবে, কোথায় থেকে সে আগমন করবে এসবের সুনির্দিষ্ট তথ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা কিছু ওহির মাধ্যমে জানিয়েছেন এবং রাসুল আমাদের নিকট যা কিছু বর্ণনা করেছেন এর বাহিরে দাজ্জালের কোনোকিছুই কেউ জানে না। দাজ্জালের আবির্ভাব কখন হবে? কোথায় থেকে সে বের হবে? বের হয়ে কোথায় যাবে? কী কী করবে? এবং কতদিন সে পৃথিবীতে অবস্থান করবে? এসব সম্পর্কে হাদিসে যে যৎসামান্য বর্ণিত আছে এ বিষয়ে এর চেয়ে বেশি কেউ অবগত নয়।

হজরত আবু বকর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن الدجال ليخرج من أرض بالشرق يقال لها: خراسان،

يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة) أي: وجوههم

عريضة

‘নিশ্চয় দাজ্জাল পূর্বদিকের খোরাসান থেকে বের হবে। কিছু সম্প্রদায় তার অনুসরণ করবে। তাদের চেহারা হবে চওড়া আকৃতির।’^{৪৪}

হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أحدثكم ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: (إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق، في زمن اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما

৪৪ সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০৭২। মুসনাদে আহমদ: ১২। কানযুল উম্মাল: ৩৮৭৫০।

মেশকাত: ৫৪৮৭।

شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوماً، الله أعلم ما
مقدارها، الله أعلم ما مقدارها). قالها مرتين

‘আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছি
তাই তোমাদের নিকট বর্ণনা করছি। আর তিনি হলেন
সর্বাধিক সত্যবাদী। তিনি বলেন, যখন লোকদের মাঝে
মতানৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে তখন দাজ্জাল পৃথিবীর পূর্ব
দিক থেকে বের হবে। সে হবে কানা। আল্লাহ তাকে যেখানে
যেতে দেবেন সে চল্লিশ দিনে সেখানে পৌঁছে যাবে। এর
পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই জানেন। এর পরিমাণ একমাত্র
আল্লাহই জানেন। এ কথা তিনি দুই বার বলেন।’

দাজ্জাল কতদিন অবস্থান করবে বর্ণনার ভিন্নতার কারণে এ নিয়ে মতভেদ
রয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين) قال الراوي: لا
أدري: أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً

‘আমার উম্মতের মাঝে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। তার
অবস্থানকাল হবে চল্লিশ।’ বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না,
তা কী চল্লিশ দিন নাকি চল্লিশ মাস নাকি চল্লিশ বছর।^{৪৫}

হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه
عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت
الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة
النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا

فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ
 حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط
 عينه طافئة كأني أشبهه بعبدة العزى بن قطن فمن أدركه
 منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين
 الشام والعراق فعث يمينا وعث شمالا يا عباد الله فاثبتوا
 قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال أربعون يوما يوم
 كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا
 يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم
 ؟ قال لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسرعه في
 الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم
 فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر
 والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا
 وأسبغه ضروعا وأمدّه خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون
 عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون محلين ليس بأيديهم
 شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك
 فتتبعه كنوزها كيغاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا
 فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعو
 فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله
 المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين
 مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه
 قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجرد ربح
 نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى

يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد
 عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في
 الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد
 أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى
 الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب
 ينسلون فيمرأواثلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر
 آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى
 وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة
 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه
 فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت
 نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض
 فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاء زهمهم ونتنهم
 فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا
 كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل
 الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض
 حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك
 فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك
 في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس
 واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من
 الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله
 ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل

مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر
فعلهم تقوم الساعة

‘একদা সকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কখনো তার গলার আওয়াজ উঁচু হচ্ছিল আবার কখনো ক্ষীণ হচ্ছিল। আমরা তখন ভীত হয়ে পড়ি। তখন আলোচনার একপর্যায়ে আমাদের মনে হচ্ছিল, দাজ্জাল মনে হয় পাশের খেজুর বাগানে এসে উপস্থিত হয়েছে। এরপর আমরা সন্ধ্যায় আবার তার নিকট গেলাম। তিনি আমাদের মধ্যে ভয়ের প্রভাব দেখতে পেয়ে বললেন, তোমাদের কী হলো? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমরা মনে করেছি, দাজ্জাল বুঝি এ বাগানের মধ্যেই বিদ্যমান। এ কথা শুনে তিনি বললেন, দাজ্জাল নয়, বরং তোমাদের ব্যাপারে আমি অন্য কিছু ভয় করছি। তবে শোনো, আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয় তবে আমি নিজেই তাকে প্রতিহত করব। তোমাদের প্রয়োজন হবে না। আর যদি আমি তোমাদের মাঝে না থাকা অবস্থায় দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয় তবে প্রত্যেক মুমিন লোক নিজের পক্ষ থেকে তাকে প্রতিহত করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ তায়ালাই হলেন আমার পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধানকারী। দাজ্জাল যুবক এবং ঘন চুলবিশিষ্ট হবে। চোখ আঙুরের ন্যায় হবে। আমি তাকে কাফির আব্দুল উযযা ইবনু কাতান এর মতো মনে করছি। তোমাদের যে কেউ দাজ্জালের সময়কাল পাবে সে যেন সুরা কাহাফ এর প্রথমোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে। সে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যপথ থেকে আবির্ভূত হবে। সে ডানে-বামে দুর্যোগ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অটল থাকবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! সে পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করবে? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চল্লিশ দিন। এর প্রথম দিনটি হবে এক বছরের

সমান। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের সমান। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনসমূহের মতোই হবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! যেদিন এক বছরের সমান সেটাতে একদিনের নামাজই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, বরং তোমরা হিসাব করে তোমাদের দিনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! দুনিয়াতে দাজ্জালের অগ্রসরতা কীরকম বৃদ্ধি পাবে? তিনি বললেন, বাতাসের প্রবাহ মেঘমালাকে যেতকম হাকিয়ে নিয়ে যায়। সে এক সম্প্রদায়ের কাছে এসে তাদেরকে কুফরির দিকে ডাকবে। তারা তার ওপর ঈমান আনবে এবং তার ডাকে সাড়া দেবে। অতঃপর সে আকাশমন্ডলীকে আদেশ করবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। ভূমিকে নির্দেশ দেবে, ফলে ভূমি গাছপালা ও শস্য উৎপন্ন করবে। তারপর সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুগুলো পূর্বের চেয়ে বেশি লম্বা কুজ, প্রশস্ত স্তন এবং পেটভর্তি অবস্থায় তাদের নিকট ফিরে আসবে। তারপর দাজ্জাল অপর এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে। তাদেরকে সে কুফরির দিকে আহ্বান করবে। কিন্তু তারা তার আহ্বানে সাড়া দেবে না। ফলে সে তাদের নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। অমনি তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও পানির অভাব দেখা দেবে এবং তাদের হাতে ধন-সম্পদ বলতে কিছুই থাকবে না। তখন দাজ্জাল এক পতিত স্থান অতিক্রমকালে সেটিকে সম্বোধন করে বলবে, তুমি তোমার গুণ্ডধন বের করে দাও। তখন জমিনের ধনভান্ডার বের হয়ে তার চতুর্পার্শ্বে একত্রিত হতে থাকবে। যেমন, মধু মক্ষিকা তাদের সর্দারের চারপাশে সমবেত হয়। অতঃপর দাজ্জাল এক যুবক ব্যক্তিকে ডেকে আনবে এবং তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তিরের লক্ষ্যস্থলের ন্যায় দুই টুকরো করে ফেলবে। তারপর সে আবার তাকে আহ্বান করবে। যুবক আলোকময় হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তার সম্মুখে এগিয়ে আসবে। এ সময় আল্লাহ তায়ালা ইসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন। তিনি দুই ফেরেশতার কাঁধে ভর করে ওয়ারস ও জাফরান রঙের

জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেস্ক নগরীর পূর্ব দিকের উজ্জ্বল মিনারে অবতরণ করবেন। যখন তিনি তার মাথা ঝুঁকাবেন তখন ফোঁটা ফোঁটা ঘাম তার শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যে কোনো কাফেরের কাছেই যাবেন সে তার শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তার শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে বাবে লুদ নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। তারপর ইসা আলাইহিস সালাম ওই সম্প্রদায়ের নিকট যাবেন, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। ইসা আলাইহিস সালাম তাদের কাছে গিয়ে তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে জান্নাতে তাদের স্থানসমূহের ব্যাপারে খবর দেবেন। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা ইসা আলাইহিস সালামের প্রতি এ মর্মে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করবেন যে, আমি আমার এমন বান্দাদের আবির্ভাব ঘটিয়েছি, যাদের সঙ্গে কারোরই যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। অতঃপর তুমি আমার মুমিন বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাও। তখন আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়কে প্রেরণ করবেন। তারা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীর সব প্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। তাদের প্রথম দলটি বুহাইরায়ে তাবারিয়ার [ভূমধ্যসাগর] উপকূলে এসে এর সমুদয় পানি পান করে নিঃশেষ করে দেবে। তারপর তাদের সর্বশেষ দলটি এ স্থান দিয়ে যাত্রাকালে বলবে, এ সমুদ্রে কখনো পানি ছিল কি? তারা আল্লাহর নবী ইসা আলাইহিস সালাম এবং তার সাথীদেরকে অবরোধ করে রাখবে। ফলে তাদের নিকট একটি বলদের মাথা বর্তমানে তোমাদের নিকট একশ দিনারের মূল্যের চেয়েও অধিক মূল্যবান হবে। তখন আল্লাহর নবী ইসা আলাইহিস সালাম এবং তার সঙ্গীগণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তাদের দুআ কবুল করবেন। ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়ের ওপর তিনি আজাব প্রেরণ করবেন। তাদের ঘাড়ে একপ্রকার পোকা হবে। এতে একজন মানুষের মৃত্যুর মতো তারাও সবাই মরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপর ইসা আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীগণ পাহাড় থেকে জমিনে

অবতরণ করবেন। কিন্তু তারা অর্ধ-হাত জায়গাও এমন পাবে না যেথায় পাঁচা লাশ ও লাশের দুর্গন্ধ নেই। অতঃপর ইসা আলাইহিস সালাম এবং তার সঙ্গীরা পুনরায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। তখন আল্লাহ তায়ালা উটের ঘাড়ের মতো লম্বা একধরনের পাখি প্রেরণ করবেন। তারা তাদেরকে বহন করে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে কোনো স্থানে ফেলবে। এরপর আল্লাহ এমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যার ফলে কাঁচা-পাকা কোনো গৃহই অবশিষ্ট থাকবে না। এতে জমিন বিধৌত হয়ে উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে। অতঃপর পুনরায় জমিনকে এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, হে জমিন! তুমি আবার শস্য উৎপন্ন করো এবং তোমার বরকত ফিরিয়ে দাও। সেদিন একদল মানুষ একটি ডালিম ভক্ষণ করবে এবং এর বাকলের নিচে লোকেরা ছায়া গ্রহণ করবে। দুধের মধ্যে বরকত হবে। ফলে দুধবতী একটি উটই একদল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং যথেষ্ট হবে দুধবতী একটি বকরি এক দাদার সন্তানদের জন্য। এ সময় আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত আরামদায়ক একটি বায়ু প্রেরণ করবেন। এ বায়ু সকল মুমিন লোকদের বগলে গিয়ে লাগবে। সমস্ত মুমিন মুসলিমদের আত্মা কবজ করে নিয়ে যাবে। তখন একমাত্র মন্দ লোকেরাই এ পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে। তারা গাধার ন্যায় পরস্পর একে অন্যের সাথে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। এদের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।^{৪৬}

হে আল্লাহর বান্দাগণ! দেখ, নামাজের প্রতি তাদের গুরুত্ব কত সীমাহীন! সেই কঠিন ও ঘোর ফিতনার কালেও তারা নামাজ ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত। কারণ, তারা জানে এ কথা যে, ফিতনা যত বড়োই হোক না কেন, বিপদ যত গাঢ় হোক না কেন, সবার ও সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে। ধৈর্য ও নামাজ মুমিনের বড়ো সম্বল। বিপদের হাতিয়ার।

কেন আমবে দাজ্জাল?

পৃথিবীতে দাজ্জালের আবির্ভাবের কারণ কী? দাজ্জাল কেন আবির্ভূত হয়ে সংঘটিত করবে মানবেতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়? হজরত হাফসা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يخرج
الدجال من غضة يغضبها

‘আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, প্রচণ্ড ক্রোধের বশবর্তী হয়ে দাজ্জাল পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে।’^{৪৭}

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. বলেন,

إني لأعلم أول أهل بيت يقرعهم الدجال ، قال: أنتم يا أهل
الكوفة.

‘দাজ্জাল সর্বপ্রথম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের ওপর আক্রমণ করবে। তিনি বলেন, হে কুফাবাসী! তোমরাই তারা।’^{৪৮}

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. এ কথা তার নিজের পক্ষ থেকে গবেষণা করে বলেননি। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে তবেই বলেছেন।

৪৭ মুসনাদে আহমদ: ২৬৪২৫।

৪৮ মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা। মুজামুত তাবারানি।

দাজ্জালের ফিতনার ভয়াবহতা

দাজ্জাল মক্কা ও মদিনা ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করবে। তার ভয়ংকর থাবা থেকে পৃথিবীর আর কোনো স্থানই মুক্ত থাকবে না। হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

صور من فتنة الدجال وخوارقه ليس من بلد إلا سيطؤه
الدجال إلا مكة والمدينة، ليس نقب من نقابها إلا عليه
الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث
رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق

‘মক্কা মদিনা ছাড়া পৃথিবীর গোটা শহরেই দাজ্জাল অনুপ্রবেশ করবে। তবে মক্কা মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা, এ দুই শহরের প্রতিটি রাস্তায় ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে এর পাহারাদারিতে নিযুক্ত থাকবে। পরিশেষে দাজ্জাল মদিনার এক নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করবে। তখন মদিনাতে তিনবার ভূমিকম্প হবে। যার ফলে প্রত্যেক মুনাফিক ও কাফির মদিনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের নিকট চলে যাবে।’^{৪৯}

আবু দাহমা, আবু কাতাদা ও অনুরূপ আরো কতক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তারা বলেন,

كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حصين فقال
ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول
الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى
قيام الساعة خلق أكبر من الدجال

৪৯ সহিহ মুসলিম, ফিতান: ৭১২৩।

‘হিশাম ইবনে আমেরের সামনে দিয়ে আমরা ইমরান ইবনে হুসাইনের কাছে যেতাম। একদিন হিশাম বললেন, তোমরা আমাকে অতিক্রম করে এমন লোকের কাছে যাচ্ছ, যারা আমার চেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বেশি উপস্থিত হয়নি এবং যারা রাসুলের হাদিস আমার চেয়ে বেশি জানে না। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের চেয়ে বড়ো মারাত্মক আর কোনো সৃষ্টি হবে না।’^{৫০}

দাজ্জাল যখন পৃথিবীতে বিচরণ করবে তখন কেমন হবে সে দৃশ্য এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন। জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كالغيث استدبرته الريح

‘দাজ্জালের চলার গতি হবে তেমন, প্রচণ্ড বাতাস যেমন মেঘমালাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।’^{৫১}

বৃষ্টিপূর্ব বাতাস যেমন মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ঠিক তেমন দ্রুততায় দাজ্জাল পৃথিবীতে বিচরণ করবে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! দাজ্জালের ফিতনা যত ভয়াবহ হোক না কেন, দাজ্জালের আবির্ভাব মানবজাতির জন্য যত অশান্তি ও নৈরাজ্যের কারণ হোক না কেন, যারা প্রকৃত ঈমানদার, যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে পূর্ণমাত্রায়, তারা তাদের ঈমানের আলোতে দাজ্জালকে ঠিকই চিনতে পারবে। তার ছলনা ও মিথ্যা প্রতারণা তাদেরকে ধোঁকায় ফেলতে পারবে না। তারা তখন ঠিকই দাজ্জালের ফিতনা থেকে তাদের ঈমানকে রক্ষা করতে পারবে। তারা সেদিন এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। সেদিন তারা মৃত্যু থেকে পলায়ন করবে না। তারা দাজ্জালকে ভালোভাবে চিনতে পারবে। কেননা, দাজ্জালের কপালে লেখা থাকবে কাফের। কেবল মুমিনরাই তা পড়তে পারবে। এমনকি যারা মূর্খ, পড়তে ও লিখতে পারে না,

৫০ সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান: ৭১২৮।

৫১ সহিহ মুসলিম, ফিতান।

সেদিন তাদের ঈমানের নূর হৃদয়ে জ্বলজ্বল করবে। ঈমানের আলোতে তারা সেদিন দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা পড়তে পারবে এবং তাকে চিনতে পারবে। সেদিন জ্ঞানী ও মূর্থতার কোনো ব্যবধান থাকবে না। ব্যবধান হবে একমাত্র ঈমানের। তাই হে আল্লাহর বান্দারা! ঈমানের প্রতি যত্নবান হও। ঈমানকে বৃদ্ধি করো। ঈমান হ্রাস হয় এমন সকল অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকো। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত্য করো। হৃদয়ে অর্জন করো তাকওয়া-খোদাভীতি।

সহিহ মুসলিমে হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত,

أنه قال: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فيلقاه المسالحي - قوم معهم سلاح من أعوان الدجال وحراسه - فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج، قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء نعرف ربنا، فيقولون: اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم - يعني الدجال - أن تقتلوا أحداً دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس! هذا الدجال الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيأمر الدجال به فيشبح - يمدد على الأرض - فيقول: خذوه وشجوه، أي: اقطعوا رأسه، فيوسع ظهره وبطنه ضرباً، قال: فيقول له الدجال: أوما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الدجال، قال: فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرق رأسه حتى يفرق بين رجليه، قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائماً، قال ثم يقول لي: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال، قال ثم يقول المؤمن: يا أيها الناس! إنه لا يفعل هذا بعدي بأحد من الناس، قال: فيأخذه

الدجال ليزجحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً، فلا يستطيع إليه سبيلاً، قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسبه الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقى به في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين) أي: هذا الرجل أعظم شهادة عند رب العالمين

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের পর কোনো এক মুসলিম ব্যক্তি তার দিকে এগিয়ে যাবে। তারপর পথে অস্ত্রধারী দাজ্জাল বাহিনীর সঙ্গে তার দেখা হবে। তারা তাকে প্রশ্ন করবে, কোথায় যাবে? সে বলবে, আবির্ভূত দাজ্জালের কাছে যাব। তারা তাকে আবারো প্রশ্ন করবে, তুমি কি আমাদের প্রতিপালকের [দাজ্জাল] ওপর ঈমান আননি? সে বলবে, আমাদের প্রতিপালক [আল্লাহ] গুপ্ত নন। দাজ্জালের লোকেরা তাকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমরা তাকে হত্যা করো। তখন তারা একে অপরকে বলবে, আমাদের রব কাউকে তার সামনে নেওয়া ব্যতীত হত্যা করতে কি তোমাদের বারণ করেননি? তারপর তারা তাকে নিয়ে দাজ্জালের কাছে যাবে। দাজ্জালকে দেখামাত্রই সে বলবে, হে লোক সকল! এ তো সেই দাজ্জাল যার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর দাজ্জাল তার লোকদেরকে আগন্তুক ব্যক্তিটির মাথা ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলবে, তাকে ধরো এবং তার মাথা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দাও। তারপর তার পেট ও পিঠে আঘাত করা হবে। আবার দাজ্জাল তাকে প্রশ্ন করবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনবে না? সে বলবে, তুমি তো মাসিহ দাজ্জাল। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর দাজ্জাল তার ব্যাপারে নির্দেশ দেবে। দাজ্জালের হুকুমে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকে করাতে চিরে দুই টুকরো করে দেওয়া হবে। তারপর দাজ্জাল উভয় টুকরোর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হয়ে তাকে সম্বোধন করে বলবে, ওঠো। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে

যাবে। এরপর আবাবো তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি আমার প্রতি ঈমান আনবে না? লোকটি বলবে, তোমার সম্পর্কে কেবল আমার মাঝে সুস্পষ্ট ধারণা বেড়েই চলবে। অতঃপর সে বলবে, হে লোক সকল! আমার পরে দাজ্জাল আর কারো সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারবে না। তখন জবাই করার জন্য দাজ্জাল তাকে পাকড়াও করবে। কিন্তু তার গলা ও ঘাড় তামায় পরিণত হবে। ফলে দাজ্জাল তাকে জবাই করতে সক্ষম হবে না। উপায়ন্তর না দেখে দাজ্জাল তাকে হাত পা ধরে আগুনে নিক্ষেপ করবে। লোকেরা মনে করবে, দাজ্জাল তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। বস্তুত সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট এ লোকই হবে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো শাহাদতের মর্যাদার অধিকারী।^{৫২}

দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তির উপায়

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে দাজ্জাল থেকে সতর্ক করার পাশাপাশি মুক্তির পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। সহিহ মুসলিমে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم
فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم انى اعوذ بك من عذاب
جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر
فتنة المسيح الدجال

‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাজে তাশাহুদ পড়ে তখন সে যেন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে প্রার্থনা করে,

اللَّهُمَّ انى اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن
فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। জীবন-মরণের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।’^{৫৩}

নামাজ সর্বোত্তম ইবাদত। নামাজের মধ্যে বান্দা আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী হয়। তখন কায়মনোবাক্যে তার নিকট দাজ্জালের ফিতনা ও অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। সহিহ বুখারিতে হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيز في صلاته من
فتنة الدجال

‘আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজের
ভেতর দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছি।’^{৫৪}

দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তির জন্য বিশেষভাবে সুরা কাহাফ তিলাওয়াত
করা। হজরত আবুদারদা রাদি. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة

الدجال

‘যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে সে
দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে।’^{৫৫}

অপর হাদিসে বলা হয়েছে সুরা কাহাফের শেষের দশ আয়াতের কথা। রাসুল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة

الدجال

‘যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের শেষের দশ আয়াত পড়বে সে
দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।’^{৫৬}

অপর হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال

‘যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম তিন আয়াত পড়বে সে
দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।’^{৫৭}

৫৪ সহিহ বুখারি: ৮৩৩।

৫৫ সুনানে আবু দাউদ: ৪৩২৩।

৫৬ কানযুল উম্মাল: ২৫৯৯।

৫৭ সুনানে তিরমিজি: ৩০৪৭।

সহিহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه
خارج خلة بين الشام والعراق

‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দাজ্জালকে পাবে সে যেন সুরা কাহাফের শুরু থেকে পড়ে। দাজ্জাল শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী খাল্লা নামক স্থান থেকে আবির্ভূত হবে।’^{৫৮}

হজরত আয়েশা রাদি. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من قرأ سورة الكهف عشر آيات عند منامه عصم من فتنة
الدجال

‘যে ব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে সুরা কাহাফের দশ আয়াত পড়বে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।’^{৫৯}

এছাড়া আরো বহু হাদিসে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি ও নিরাপদ থাকতে সুরা কাহাফ পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত সুরা কাহাফ পড়ার প্রতি যত্নবান হওয়া।

৫৮ সহিহ মুসলিম: ২৯৩৭।

৫৯ কানযুল উম্মাল: ২৬০৯।

কোথায় আছে দাজ্জাল?

হে আল্লাহর বান্দারা! আমরা এক মহা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, আর তা হল, দাজ্জাল কি সত্যিই আছে? যদি থাকে তাহলে এখন কোথায় আছে? আর তার সমাপ্তিই-বা হবে কবে ও কীভাবে? হজরত ফাতেমা বিনতে কায়স রাডি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خرجت إلى المسجد فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور الرجال، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكني جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً، فلعب بهم الموج شهراً كاملاً في البحر، وأرفتوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة - إما في آخر السفينة أو في القارب الصغير الذي يكون في السفينة - فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلك كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله من دبره؛ من كثرة شعر هذه الدابة، فقالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة - يعني: التي تجس الأخبار للدجال - انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير؛ فإنه إلى خبركم بالأشواق، قال - أي: تميم - : لما سمعت لنا رجلاً فرقنا - يعني: خفنا - منها أن

تكون شيطانة، قال تميم رضي الله عنه: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً، وأشدّه وثاقاً، مجموعة يده إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم علي خبري، فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم -يعني: ثارت بهم أمواجه- فلعب بنا الموج شهراً ثم أرفأ بنا إلى جزيرتك، فقال: أخبروني عن نخل بيسان -مكان بين الأردن وفلسطين- قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم، قال: أما إنه يوشك ألا يثمر، قال: أخبروني عن بحيرة طبرية، قلنا: وماذا عن شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء، قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب، قال: أخبروني عن عين زغر -قرية بمشارف الشام فيها عين- ، قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم، هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون من مائها، قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل بيثرب -يعني المدينة- ، قال: أقاتله العرب؟ قلنا له: نعم، قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا له: نعم، قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه -قالها وهو الدجال ١- قال تميم : فقال لنا: إني مخبركم عني: إني أنا المسيح ، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فأسير في

الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة
وطيبة؛ فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل
واحدة منهما استقبلني ملك بيده سيف صلت يصدني عنها،
وإن علي كل نقب منها ملائكة يحرسونها

‘একদিন আমি মসজিদে গমন করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সাথে নামাজ আদায় করলাম। আমি ছিলাম
মহিলাদের কাতারে। তিনি নামাজ শেষে হাসতে হাসতে
মিম্বারে উঠে বসলেন। প্রথমেই তিনি বললেন, প্রত্যেকেই যেন
আপন আপন জায়গায় বসে থাকে। অতঃপর তিনি বললেন,
তোমরা কি জানো আমি কেন তোমাদেরকে একত্রিত করেছি?
সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ ও তার রাসুলই অধিক
ভালো জানেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে
এ সংবাদ দেওয়ার জন্য একত্রিত করেছি যে, তামিম দারি
ছিল একজন খ্রিষ্টান লোক। সে আমার কাছে আগমন করে
ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতঃপর সে মিথ্যুক দাজ্জাল সম্পর্কে
এমন ঘটনা বলেছে যা আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করতাম।
লাখম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশ জন লোকের সাথে সে সাগরপথে
ভ্রমণে গিয়েছিল। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার শিকার হয়ে এক
মাস পর্যন্ত তারা সাগরেই ছিল। অবশেষে তারা সাগরের
মাঝখানে একটি দ্বীপে অবতরণ করল। দ্বীপের ভেতরে প্রবেশ
করে তারা মোটা মোটা এবং প্রচুর চুলবিশিষ্ট একটি অদ্ভুত
প্রাণীর সন্ধান পেল। চুল দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত থাকার
কারণে প্রাণীটির অগ্রপশ্চাৎ নির্ধারণ করতে সক্ষম হলো না।
তারা বলল, অকল্যাণ হোক তোমার! কে তুমি? সে বলল,
আমি সংবাদ গ্রহণকারী গোয়েন্দা। তারা বলল, কীসের সংবাদ
সংগ্রহকারী? তারপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে একটি ঘরের দিকে
ইঙ্গিত করে বলল, হে লোক সকল! তোমরা এই ঘরের ভেতর
অবস্থানরত লোকটির নিকট যাও। সে তোমাদের কাছে থেকে
সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।
তামিম দারি বলেন, প্রাণীটি যখন একজন লোকের কথা বলল,

তখন আমাদের ভয় হলো, হতে পারে সে একটি শয়তান।
তথাপিও আমরা ভীত হয়ে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ঘরটির ভেতর
প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রবেশ করে আমরা বৃহদাকার একটি
মানুষ দেখতে পেলাম। এত বড়ো আকৃতির মানুষ আমরা
ইতঃপূর্বে আর দেখিনি। তার হাত দুটিকে ঘাড়ের সাথে
একত্রিত করে হাঁটু এবং গোড়ালির মধ্যবর্তী স্থানে লোহার
শিকল দ্বারা বেঁধে রাখা হয়েছে। আমরা বললাম, মরণ হোক
তোমার! কে তুমি? সে বলল, তোমরা আমার নিকট আসতে
সক্ষম হয়েছে। তাই আগে তোমাদের পরিচয় দাও। আমরা
বললাম, আমরা একদল আরব মানুষ। আমরা নৌকায়
আরোহণ করলাম। সাগরের প্রচণ্ড ঢেউ আমাদেরকে নিয়ে এক
মাস পর্যন্ত খেলা করেছে। অবশেষে তোমার দ্বীপে উঠতে বাধ্য
হলাম। দ্বীপে প্রবেশ করেই আমরা প্রচুর লোমবিশিষ্ট এমন
একটি জন্তুর সাক্ষাৎ পেলাম, প্রচুর পশমের কারণে যার
অগ্রপ্রশ্চাৎ চেনা যাচ্ছিল না। আমরা বললাম, অকল্যাণ হোক
তোমার! কে তুমি? সে বলল, আমি সংবাদ সংগ্রহকারী।
আমরা বললাম, কীসের সংবাদ সংগ্রহকারী? তারপর প্রাণীটি
দ্বীপের মধ্যে এই ঘরটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, হে লোক
সকল! তোমরা এই ঘরের ভেতর অবস্থানরত লোকটির নিকট
যাও। সে তোমাদের নিকট থেকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য অধীর
আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাই আমরা তার ভয়ে দ্রুত তোমার
কাছে আসলাম। হতে পারে তুমি একজন শয়তান। এ ভয়
থেকেও আমরা নিরাপদ নই। সে বলল, আমাকে তোমরা
বাইসান^{৬০} সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললাম,
বাইসানের কী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? সে বলল, আমি
তথাকার খেজুর বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি। সেখানের
গাছগুলো কি এখনো ফল দেয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে
বলল, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন গাছগুলোতে কোনো ফল
ধরবে না। তারপর সে বলল, আমাকে বুহাইরাতুত

৬০ বাইসান শহরটি বর্তমানে ইসরাইলের অধীনস্থ। ১৯৪৮ সালের পূর্বে এটি ছিল জর্ডানের
দখলে।

তাবারিয়া^{৬১} সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললাম, বুহাইরাতুত তাবারিয়ার কী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? সে বলল, আমি জানতে চাই, সেখানে কি এখনো পানি আছে? আমরা বললাম, সেখানে প্রচুর পানি আছে। সে বলল, অচিরেই সেখানকার পানি শেষ হয়ে যাবে। সে পুনরায় বলল, আমাকে জুগার^{৬২} নামক ঝরনা সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললাম, সেখানকার কী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? সে বলল, আমি জানতে চাই, সেখানে কি এখনো পানি আছে? লোকেরা কি তা দিয়ে চাষাবাদ করে? আমরা বললাম, সেখানে প্রচুর পানি আছে। লোকেরা সে পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে। সে আবার বলল, আমাকে উম্মীদের নবী সম্পর্কে জানাও। আমরা বললাম, সে মক্কায় আগমন করে বর্তমানে মদিনায় হিজরত করেছে। সে বলল, আরবরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছে? বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, ফলাফল কী হয়েছে? আমরা তাকে অবহিত করলাম যে, পার্শ্ববর্তী আরবদের ওপর তিনি জয়লাভ করেছেন। ফলে তারা তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। সে বলল, তাই নাকি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তাই। সে বলল, তার আনুগত্য করাই তাদের জন্য ভালো। এখন আমার কথা শোনো। আমি হলাম দাজ্জাল। অচিরেই আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনের ভেতর পৃথিবীর সমস্ত দেশ ভ্রমণ করব। তবে মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করা আমার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। যখনই আমি মক্কা বা

৬১ বুহাইরাতুত তাবারিয়া বর্তমানে ইসরাইলে অবস্থিত। এটি একটি মিঠা পানির ঝিল। এর পানির মূল উৎস হচ্ছে জর্ডান সাগর।

৬২ জুগার ঝরনা বর্তমানে ডেথ সি তথা মৃত সাগরের পূর্বদিকে অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, জুগার ছিলেন হজরত লুত আলাইহিস সালামের কনিষ্ঠ কন্যা। আল্লাহ যখন তার সম্প্রদায়ের ওপর আসমান থেকে আজাব প্রেরণ করেন তখন লুত আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি জনপদ থেকে বেরিয়ে পড়েন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি তার দুই কন্যা রাক্বা ও জুগারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। রাক্বা যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাকে একটি ঝরনার পাশে কবর দেওয়া হয়। ফলে উক্ত ঝরনার নাম হয় ‘আয়নে রাক্বা’ তথা রাক্বা ঝরনা। তারপর ছোটো কন্যা জুগারের ইন্তেকালের পর তাকে অপর একটি ঝরনার পাশে কবর দেওয়া হয়। যথারীতি এর নাম হয়ে যায় আয়নে জুগার তথা জুগার ঝরনা। [মুজামুল বুলদান]

মদিনায় প্রবেশ করতে চাইব তখনই ফেরেশতাগণ কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে আমাকে তাড়া করবে। মক্কা-মদিনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ পাহারা দেবে।

হাদিসের বর্ণনাকারী ফাতেমা বিনতে কায়স বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের লাঠি দিয়ে মিসরে আঘাত করতে করতে বললেন, এটাই মদিনা! এটাই মদিনা! দাজ্জাল এখানে আসতে পারবে না। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে লক্ষ্য করে বললেন, তামিম দারির হাদিসটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তার বর্ণনা আমার বর্ণনার অনুরূপ হয়েছে। বিশেষ করে মক্কা ও মদিনা সম্পর্কে। শুনে রাখ, সে আছে শাম দেশের সাগরে [ভূমধ্যসাগরে] অথবা আরব সাগরে। তা নয় সে আছে পূর্বদিকে। সে আছে পূর্বদিকে। সে আছে পূর্বদিকে। এই বলে তিনি পূর্বের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন। ফাতেমা বিনতে কায়স বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই হাদিসটি মুখস্থ করে রেখেছি।^{৬৩}

‘হজরত ফাতেমা বিনতে কায়স রাদি. থেকে বর্ণিত এ হাদিসটি সহিহ এবং বিভিন্ন মাধ্যমে হাদিসটির সত্যতা প্রমাণিত। সুতরাং এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত যে, দাজ্জাল আছে। তার আগমন অবশ্যম্ভাবী। শেষ জমানায় তার আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু কবে ও কোনদিন আসবে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

আসবাহান^{৬৪} নামক স্থানের সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুসারী হবে। হজরত আনাস বিন মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

৬৩ সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান।

৬৪ আসবাহান বর্তমানে ইরানের একটি প্রদেশ। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য হাদিসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল আগমন করবে খোরাসান থেকে। এখানে বলা হচ্ছে আসবাহান থেকে। উভয় ধরনের হাদিসের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, আসবাহান ইরানে অবস্থিত আর ইরানও পূর্বে খোরাসানের অন্তর্গত ছিল।

يتبع الدجال من يهود اصبهان سبعون الفا عليهم الطيالة
‘আসবাহানের সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুসারী হবে।
তাদের শরীরে থাকবে কালো চাদর।’^{৬৫}

হযতর উম্মু শারিক রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليفرن الناس
من الدجال في الجبال قالت ام شريك يا رسول الله فاين
العرب يومئذ قال هم قليل

‘আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,
তিনি বলেন, লোকেরা দাজ্জালের আতঙ্কে পর্বতে পালিয়ে
যাবে। এ কথা শুনে উম্মু শারিক বললেন, হে আল্লাহর রাসুল!
সেদিন আরবের মানুষেরা কোথায় থাকবে? জবাবে তিনি
বললেন, তখন তারা সংখ্যায় নগণ্য হবে।’^{৬৬}

৬৫ সহিহ মুসলিম, ফিতান: ৭১২৫।

৬৬ সহিহ মুসলিম: ৭১২৬।

দাজ্জাল ও তার অনুমারীদের পতন

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অচিরেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। রাসুলের কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। কেননা, তিনি সর্বোত্তম সত্যবাদী। পৃথিবীতে তার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই।

দাজ্জাল যখন পৃথিবীতে ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, অত্যাচার ও জুলুম নিপীড়নে অতিষ্ঠ করে তুলবে মানবজাতিকে, আল্লাহ তায়ালা তখন হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে আসমান থেকে অবতরণের নির্দেশ দেবেন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষানুযায়ী হজরত ইসা আলাইহিস সালামের আত্মপ্রকাশ কিয়ামতের অন্যতম বড়ো আলামত। হজরত ইসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করে খ্রিষ্টানদের তৈরি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরিয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। লোকদেরকে মুহাম্মদি শরিয়ত পালনের আদেশ প্রদান করবেন।

এখন প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নিপীড়ন দূরীকরণে আল্লাহ তায়ালা হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে কেন নির্বাচন করলেন? অন্যান্য নবী-রাসুলগণের ওপর কেন হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে কিয়ামত-পূর্বকালে প্রেরণ করবেন?

এর একাধিক কারণ রয়েছে। উলামায়ে কেরাম বলেন, ইহুদিরা এ দাবি করে যে, তারা হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তায়ালা হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করে এ কথা সুস্পষ্ট করে দেবেন যে তাদের দাবি মিথ্যা। তারা তাকে হত্যা করেনি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

‘তারা তাকে [ইসা আলাইহিস সালামকে] হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি। বরং তারা ধাঁধায় পড়েছিল।’ ৬৭

উলামায়ে কিরাম বলেন, হজরত ইসা আলাইহিস সালামের অবতরণ এ কথার প্রমাণস্বরূপ যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। সকল কুফর-শিরক ও জুলুম-নিপীড়নের মূলোৎপাটন করবেন। তারপর অন্যান্য সকল নবী-রাসুলদের ন্যায় আজরাইল আলাইহিস সালাম তার জান কবজ করবেন। কেননা, আল্লাহর সৃষ্টি সকল প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করতে হবে।

উলামায়ে কিরাম বলেন, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম ইঞ্জিল শরিফে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জেনেছেন। যে কথা কুরআনুল কারিমে বর্ণনা করা হয়েছে,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى
سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

‘মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; তার সঙ্গীরা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সম্ভ্রুতি প্রত্যাশায় তাদেরকে তুমি রুকু ও সিজদারত অবস্থায় দেখতে পাবে। সিজদার দাগজনিত নিদর্শন তাদের চেহারায বিদ্যমান। তাদের এমনই বর্ণনা আছে তাওরাতে। আর ইঞ্জিলে তাদের বর্ণনা এরূপ, যেমন একটি বীজ, যা তার অঙ্কুর উদগত করে অতঃপর আল্লাহ তা শক্ত করেন এবং অঙ্কুরটি ক্রমে মোটা হয় ও নিজের কাণ্ডের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, যা বপনকারীকে মুগ্ধ করে। [একইভাবে আল্লাহ মুমিনদেরকে ক্রমে শক্তিশালী করেন] যেন তিনি তাদের দ্বারা কাফেরদেরকে রাগিয়ে দিতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং

সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও এক বড়ো পুরস্কারের
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।^{৬৮}

এ দেখে হজরত ইসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা
করেছেন যেন তাকে সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে প্রেরণ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা তার সে
প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন। এবং কিয়ামত-পূর্বকালে দাজ্জালের ফিতনা
মুকাবিলায় হজরত ইসা আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করবেন।

হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে যখন দাজ্জাল দেখবে তখন তার অবস্থা
কেমন হবে? এ কথা তো সুদৃঢ় সত্য, যখন হক আসে তখন বাতিল পলায়ন
করে। যখন আলো আসে তখন অন্ধকার পলায়ন করে। যখন ইনসাফ আসে
তখন জুলুম পলায়ন করে। হজরত ইসা আলাইহিস সালাম হলেন মাসিহুল
হুদা আর দাজ্জাল হলো মাসিহুদ দাজ্জাল। দাজ্জাল যখন হজরত ইসা
আলাইহিস সালামকে দেখবে তখন লবণ যেমন পানিতে গলে যায় তেমনি
দাজ্জালও গলে যাবে।

হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يُخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم فله
أربعون ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها كالسنة واليوم منها
كالشهر واليوم منها كالجمعة ثم سائر أيامه كأيامكم هذه وله
حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا فيقول للناس
أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين
عينيه كافر ف رمهجة يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب
يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرهما الله عليه
وقامت الملائكة بأبوابها ومعه جبال من خبز والناس في

جهد إلا من تبعه ومعه نهران أنا أعلم بهما منه نهر يقول
 الجنة ونهر يقول النار فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار
 ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة قال ويبعث الله معه
 شياطين تكلم الناس ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر
 فيما يرى الناس ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس لا
 يسلط على غيرها من الناس ويقول أيها الناس هل يفعل مثل
 هذا إلا الرب عز وجل قال فيفر المسلمون إلى جبل الدخان
 بالشام فيأتيهم فيحاصروهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا
 شديدا ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادي من السحر فيقول يا
 أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث
 فيقولون هذا رجل جني فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم
 صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله
 فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم فإذا صلى صلاة الصبح
 خرجوا إليه قال فحين يرى الكذاب ينمات كما ينمات الملح
 في الماء فيمشي إليه فيقتله حتى إن الشجرة والحجر ينادي يا
 روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله

'দাজ্জাল এমন সময় বের হবে যখন মানুষ ধর্মকে কিছুই মনে
 করবে না। ইলম থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। সে পৃথিবীতে ঘুরে
 বেড়াবে চল্লিশ রাত। তার একটি দিন হবে এক বছরে সমান,
 আরেক দিন হবে এক মাসের সমান এবং আরেক দিন হবে
 এক সপ্তাহের সমান। অতঃপর অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের
 দিনের মতোই হবে। তার একটি গাধা থাকবে। সে তার ওপর
 আরোহণ করবে। সেটির দুই কানের মধ্যকার প্রশস্ত হবে
 চল্লিশ গজ। সে লোকদেরকে বলবে, আমি তোমাদের প্রভু।

সে হবে কানা। তোমাদের প্রভু কানা নন। তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে কাফের। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একটি অক্ষর উচ্চারণ করে বলেন, কাফ, ফা, রা। অক্ষর ও নিরক্ষর প্রতিটি মুমিন তা পড়তে পারবে। সে জলাধারে এবং ঘাটে যাবে কিন্তু মক্কা মদিনাতে প্রবেশ করতে পারবে না। উভয় প্রবেশদ্বারে ফেরেশতাগণ নিযুক্ত থাকবেন। দাজ্জালের সাথে থাকবে রুটির পাহাড়। তখন লোকেরা খুবই কষ্টে থাকবে। তবে তারা ব্যতীত যারা তার অনুসরণ করবে। তার সাথে থাকবে দুটি নদী। আমি সেই নদীদ্বয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। সে একটি নদীকে বলবে জান্নাত এবং অপরটি বলবে জাহান্নাম। যাকে সে তার জান্নাত নামক স্থানে প্রবেশ করাবে আসলে তা জাহান্নাম। আর যাকে সে তার জাহান্নাম নামক স্থানে প্রবেশ করাবে আসলে তা জান্নাত। তার সাথে আল্লাহ শয়তানদের পাঠাবেন। যারা মানুষের সাথে কথা বলবে। তার একটি বড়ো ফিতনা এই যে, সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের হুকুম করবে ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করবে। সে একজনকে হত্যা করার পর জীবিত করবে, যা লোকেরা প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু ওই লোকটি ছাড়া অন্য কাউকে অনুরূপ করার ক্ষমতা তাকে দেবেন না। (তিনি বলেন, হে মানুষ! আল্লাহ আযযা ও যাল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কি এরূপ করার ক্ষমতা আছে?) অতঃপর মুসলমানরা শামের জাবালে দুখানের দিকে পলায়ন করবে। যেখানে সে তাদেরকে খুব কঠোরভাবে অবরোধ করে রাখবে। তাদেরকে খুব কঠিন কষ্টে ফেলবে। অতঃপর ভোর বেলায় ইসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন। তিনি এই বলে তাদেরকে আহ্বান করবেন, হে লোক সকল! কিসে তোমাদেরকে বাধ্য করলো মিথ্যাবাদী খবিশের দিকে বের হতে? তারা বলবে, এই লোকটি তো জিন। তারপর ওরা চলে যাবে। তারা ইসা আলাইহিস সালামের সাথে থাকা অবস্থায়ই নামাজের জন্য ইকামত দেওয়া হবে। তখন বলা হবে, অহসর হোন হে রুহুল্লাহ। তিনি বলবেন, তোমাদের ইমামকে এগিয়ে দাও যেন তিনি তোমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করেন।

অতঃপর ফজরের নামাজ শেষে তারা দাজ্জালের দিকে রওনা হবেন। দাজ্জাল তাকে দেখামাত্র বিগলিত হয়ে যাবে যেমন লবণ পানিতে বিগলিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি তার দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করবেন। এমনকি গাছ ও পাথর এই বলে আহ্বান করবে, হে রুহুল্লাহ [ইসা আলাইহিস সালাম] এইতো ইহুদি। তিনি দাজ্জালের কোনো অনুসারীকেই হত্যা না করে ছাড়বেন না।^{৬৯}

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত গোলাম সাফিনাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন,

ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته هو أعور
عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه
كافر يخرج معه واديان أحدهما جنة والآخر نار فناره جنة
وجنته نار... ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل
عند عقبة أفيق

‘আমার পূর্বে এমন কোনো নবী বাদ যাননি যিনি স্বীয় উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। তার বাম চোখ হবে কানা। আর ডান চোখ মোটা চামড়ায় ঢাকা হবে। তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে কাফের। তার সাথে দুটি উপত্যকা থাকবে। একটি জান্নাত এবং অপরটি জাহান্নাম। তার জাহান্নাম হবে জান্নাত আর জান্নাত হবে জাহান্নাম।... অতঃপর সে ভ্রমণ করবে এমনকি সিরিয়ায় এসে উপস্থিত হবে। মহান আল্লাহ তাকে আকাবায়ে আফিকের নিকটে ধ্বংস করবেন।^{৭০}

৬৯ মুসনাদে আহমদ: ২৩/২২১।

৭০ মুসনাদে আহমদ: ৩৬/২৫৮।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناة فيكون أكثر من يخرج
إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته
وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه ثم يسلط
الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعة حتى إن
اليهودي ليختبئ
تحت الشجرة أو الحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم هذا
يهودي تحتي فاقتله

‘দাজ্জাল এই অনূর্বর বালুময় ভূমির নালার পাশে অবতরণ করবে। তার কাছে যারা আগমন করবে তাদের অধিকাংশই থাকবে মহিলা। এমনকি পুরুষেরা তার বন্ধু, তার মা, তার মেয়ে, তার বোন এবং তার ফুফুর কাছে ফিরে গিয়ে দাজ্জালের কাছে যাওয়ার আশঙ্কায় তাদেরকে বেঁধে রাখবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে তার ওপর কর্তৃত্ব দেবেন। তারা তাকে ও তার অনুসারীদেরকে হত্যা করবে। এমনকি ইহুদিরা গাছ অথবা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। তখন পাথর অথবা গাছ মুসলমানদের ডেকে বলবে, এইতো আমার পেছনে ইহুদি, সুতরাং তাকে হত্যা করো।’^{৭১}

আল্লাহ্ আকবার! সত্যিই এ এক চমৎকার দৃশ্য! এক মনোরম দৃষ্টিগ্রাহ্য ছবি। হজরত ইসা আলাইহিস সালাম তখন পৃথিবীতে সকল অন্ধকার, কুফর ও জুলুমের পরিসমাপ্তির ঘোষণা দেবেন।

হজরত উম্মে শারিক অপর এক হাদিসে বলেন,

يا رسول الله! فأين الناس حينها؟! -أي: أين الناس حين ينزل عيسى عليه السلام؟- قال: هم يومئذ قليل وجلهم بيت المقدس، فيعرفه الرجل الصالح فيرجع القهقري في صلاة الفجر؛ ليتقدم وإمامهم رجل صالح - يعني: المهدي - فيسير الدجال حتى ينزل فيها يحاصر بيت المقدس، فبينما هو يحاصرهم إذ نزل عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه فيقول له: تقدم فصل فإنها لك قد أقيمت، فيصلي عيسى وراءه، فإذا سلم ذلك الإمام قال عيسى عليه السلام: افتحوا وأقيموا الباب، فيفتح باب بيت المقدس ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي، كلهم ذو سيف محلي وسلاح، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وانماع، ثم ولى هارباً، فيقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك لضربة لن تسبقني بها، قال: فيدركه عيسى عليه السلام عند باب لد الشرقي فيقتله عليه السلام، ويهزم الله عز وجل يهوده ويقتلون أشد قتلة، فلا يبقى شيء مما خلق الله دابة ولا شجر ولا حجر يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله! هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، قال صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى عليه السلام في أمتي حكماً عادلاً وإماماً مقسطاً، يدق الصليب، ويذبح الخنزير، ويضع الجزية، ويترك الصدقة،

فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض،
 وتملأ الأرض من السلم والعدل كما يملأ الإناء من الماء،
 ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتكون الكلمة واحدة،
 فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها..) فلا جهاد؛ لأنه لا
 كفر في ذلك اليوم، ثم تتابع أشراط الساعة تلو الأخرى، ثم
 تعود الأرض إلى كفرها وشركها فلا يبقى على وجه الأرض
 مؤمن واحد، وعلى هؤلاء تقوم الساعة،

‘উম্মু শারিক বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! যেদিন ইসা
 আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ করবেন সেদিন
 আরবের লোকজন কোথায় থাকবে? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেদিন তারা সংখ্যায় হবে খুব
 অল্প। তাদের অধিকাংশ মুমিন বান্দা সেদিন বাইতুল
 মুকাদাসে অবস্থান করবে। তাদের ইমাম হলেন মাহদি। তিনি
 একজন সৎ ব্যক্তি। এমন অবস্থায় একদিন ইমাম মাহদি
 তাদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। তখন ইসা
 ইবনে মারইয়াম সকাল বেলা আকাশ থেকে অবতরণ
 করবেন। তাকে দেখে ইমাম মাহদি পেছনে সরে যাবেন যেন
 ইসা আলাইহিস সালাম সামনে গিয়ে নামাজের ইমামতি
 করেন। তখন ইসা আলাইহিস সালাম তার হাত ইমাম
 মাহদির দুই কাঁধের ওপর রেখে বলবেন, আপনি সামনে যান
 এবং নামাজের ইমামতি করুন। কেননা, এই নামাজ আপনার
 জন্যই কায়েম হয়েছিল। অতঃপর তিনি তাদের নিয়ে নামাজ
 আদায় করবেন। নামাজ শেষে ইসা আলাইহিস সালাম
 বলবেন, দরজা খুলে দাও। দরজা খুলে দেওয়া হবে। আর
 দরজার পেছনে থাকবে দাজ্জাল। তার সঙ্গে থাকবে সত্তর
 হাজার ইহুদি। তাদের প্রত্যেকের সাথে থাকবে
 কারুকার্যখচিত তলোয়ার। দাজ্জাল যখন ইসা আলাইহিস
 সালামকে দেখবে তখন সে বিগলিত হয়ে যাবে, যেমন লবণ
 পানিতে গলে যায়। সে পালাতে থাকবে। তখন ইসা

আলাইহিস সালাম বলবেন, তোর প্রতি আমার একটি আঘাত আছে যা থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। পরিশেষে তিনি তাকে বাবে লুদের পূর্ব দিকে পাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। আল্লাহ ইহুদিদের পরাজিত করবেন। তখন ইহুদিরা আল্লাহর সৃষ্ট যে-কোনো বস্তুর আড়ালে লুকিয়ে থাকুক না কেন সে বস্তুকে আল্লাহ বাকশক্তি দান করবেন। চাই তা পাথর, গাছপালা, দেয়াল অথবা কোনো জন্তু হোক না কেন। তবে একটি গাছ হবে ব্যতিক্রম, যার নাম গারকাদ। একে ইহুদিদের গাছ বলা হয়। সে কথা বলবে না। ইসা আলাইহিস সালাম আমার উম্মতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইসনাফকারী ইমাম হবেন। তিনি ত্রুশ ভেঙে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন। কর মওকুফ করবেন। সদকা উসুল করা বন্ধ করবেন। বকরি ও উটের ওপর যাকাত ধার্য বন্ধ হবে এবং লোকদের মাঝে পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের অবসান ঘটবে। পৃথিবী শান্তিপূর্ণ হবে। যেমন পানিতে পাত্র পরিপূর্ণ হয়। তখন সকলের কালিমা হবে এক। আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন জিহাদ থাকবে না। কেননা, পৃথিবী থেকে কুফর সম্পূর্ণ মিটে যাবে। তারপর পুনরায় কিয়ামতের অন্যান্য নিদর্শন প্রকাশ পাবে। পৃথিবী সয়লাব হয়ে যাবে কুফর ও শিরকে। জমিনে একজন মুমিন বান্দাও আর অবশিষ্ট থাকবে না। এমতাবস্থায় কাফের-মুশরিকদের ওপর কিয়ামত সংঘটিত হবে।’

হে আল্লাহর বান্দারা! দাজ্জাল ও হজরত ইসা আলাইহিস সালাম বিষয়ক যে আলোচনা ওপরে করা হয়েছে তা এজন্য যে, এর মাধ্যমে মুমিনদের ঈমান অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে তারা সচেতন হবে। এর থেকে পরিভ্রাণের জন্য আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দুআ এবং যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। জেনে রাখ, কিয়ামত সন্নিকটে। ইমাম মাহদি, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম এবং দাজ্জালের আবির্ভাব কিয়ামতের সবচেয়ে বড়ো আলামত। সুতরাং হে ঈমানদারগণ! প্রস্তুতি গ্রহণ করো। বেশি বেশি আল্লাহর আনুগত্য করো। অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে সর্বাত্মকভাবে বেঁচে থাকো। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন,

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَسْرَاطُهَا
 ۖ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

‘তবে কি তারা আকস্মিকভাবে কিয়ামতের আগমন ছাড়া আর কিছুই অপেক্ষা করছে? তার প্রমাণসমূহ তো এসেই গেছে। কিয়ামত এসে গেলে তখন তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে? অতএব, জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। নিজের ক্রটির জন্য এবং মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ তোমাদের চলাফেরা ও ঠিকানা জানেন।’^{৭২}

দাজ্জালের ফিতনা ও সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার একটি আমল হলো সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করা। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, সুরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত। যে ব্যক্তি এ আয়াত মুখস্থ করবে আল্লাহ তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন।

মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে ও আপনাদেরকে দাজ্জালের সর্ব্বাঙ্গী ফিতনা থেকে হিফাজত করেন। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেন। আমিন!

ইয়াজুজ-মাজুজ মুন্দর পৃথিবীর দুশমন

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا، وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

ইতঃপূর্বে কিয়ামতের বড়ো দুই নিদর্শন হজরত ইমাম মাহদির আগমন ও দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোকপাত করেছি। বলেছি, পৃথিবীতে এমন কোনো নবী ও রাসুলের আগমন হয়নি যিনি তার জাতিকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করেননি। আর তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি সতর্ক করেছেন সর্বশেষ নবী, আমাদের নবী, শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেননা, অতীতের নবী-রাসুলগণ তাদের কওমকে সতর্ক করলেও দাজ্জাল তাদের মাঝে আবির্ভূত হয়নি। তাদের জীবন ও কাল কেটে যাচ্ছে দাজ্জালের আশ্বালনবিহীন নিশ্চিন্ততায়। মানবেতিহাসের ভয়াবহতম এ ফিতনা ও বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করেনি। আমরা যেহেতু সর্বশেষ নবীর উম্মত, আমাদের নবীর পর আর কোনো নবী নতুন শরিয়ত নিয়ে আগমন করবেন না এবং আমাদের পর আর কোনো উম্মতও আসবে না। তাই এটি অবধারিত হয়ে গেছে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব আমাদের মাঝেই হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেনই-বা আমাদেরকে সকল নবী-রাসুলের চেয়ে অধিক সতর্ক করবেন না? দাজ্জাল হবে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর ফিতনা। এমন এক ভয়াবহ ফিতনায় পরিণত হবে যে, লোকেরা আহ্লাদে ও কৌতূহলে দেখতে আসবে দাজ্জালের কর্মকাণ্ড। আর অমনি তারা দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাবে। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে তার উম্মতকে বলেছেন,

من سمع بالذجال فليناً عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو
يحسب أنه مؤمن فيتبعه؛ مما يبعث به من الشبهات

‘যে ব্যক্তি দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের খবর শুনবে, সে যেন তার থেকে দূরে সরে যায়। আল্লাহর কসম! নিজেকে মুমিন ধারণাকারী একজন ব্যক্তি দাজ্জালের কাছে আসবে। অতঃপর সে দাজ্জালের সৃষ্ট অলৌকিক বিষয়গুলো দেখে তার অনুসারী হয়ে যাবে।’

অপর হাদিসে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم
فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة
المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ নামাজে তাশাহুদ পড়বে তখন সে যেন চারটি বস্তু থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে,

[এক] জাহান্নামের শাস্তি থেকে।

[দুই] কবরের শাস্তি থেকে।

[তিন] জীবন-মরণের ফিতনা থেকে।

[চার] দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে।’^{৭৩}

উল্লিখিত হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লোকেরা যেন দাজ্জাল থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকে। কোনোক্রমেই যেন তারা দাজ্জালের নিকটবর্তী না হয়। কারণ, হতে পারে দাজ্জালের নিকটবর্তী হলে তারা তাদের ঈমানের দুর্বলতার কারণে ফিতনার শিকার হবে।

ভেবে দেখো, বর্তমানকালে দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিগণ কীভাবে নানামুখী ফিতনার শিকার হচ্ছে। এখনই যদি অবস্থা এমন হয়, তাহলে

৭৩ সুনানে নাসায়ি: ১৩০৯।

দাজ্জালের ফিতনার সম্মুখে তাদের পরিণতি কেমন হবে। সেদিন তারা কীভাবে নিজেদের ঈমানের হিফাজত করবে যেদিন দাজ্জালের এক হাতে থাকবে জান্নাত এবং অপর হাতে থাকবে জাহান্নাম?

অতঃপর আলোচনা করেছি, কীভাবে দাজ্জালের পতন ঘটবে। কীভাবে হজরত ইসা আলাইহিস সালামের হাতে তার মৃত্যু হবে যিনি পৃথিবীতে এসে খ্রিষ্টানদের নির্মিত দ্রুশগুলো ভেঙে ফেলবেন এবং শূকরগুলো হত্যা করবেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি শেষ নবীর উম্মত হিসেবে পৃথিবীতে শুভাগমন করবেন। কুরআন ও হাদিসের আলোকে সকল সমস্যার সমাধান করবেন। সকল জুলুম-উৎপীড়নের মূলোৎপাটন করে শান্তিময় এক নতুন পৃথিবী গড়বেন।

এই পর্যায়ে আলোচনা করব, কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব সম্পর্কে। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, লোকদেরকে উপদেশ দেওয়া। গাফলত ও উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করা। যেন তারা অবাধ্যতা ও পাপাচার থেকে ফিরে আসে। সকল প্রকার হারাম ছেড়ে দেয়। চোখ, হাত, পা ও অন্তরের গোনাহ ছেড়ে দেয়। অতীত অপকর্ম থেকে তাওবাকরে। মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের উদ্দেশ্য হলো, হৃদয়ে অনুশোচনা তৈরি করা। অন্তরে তাকওয়ার বীজ রোপন করা। আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাত কামনার প্রতি অনুপ্রাণিত করা। আর তাই হলো, মানুষের জন্ম ও জীবনের প্রকৃত সফলতা। কিয়ামতের বিভীষিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ দেওয়া। ভীতি ও শঙ্কা সৃষ্টি করা। অন্তরে ভয় যেমন মানুষকে অন্ধকার রজনীতে দূর কোনো পাহাড়ি গুহায় প্রবেশ করতে বারণ করে তেমনি মৃত্যু, কবর, পরকাল, হাশর, পুলসিরাত মুমিনদেরকে পাপ ও হারাম কাজে মগ্ন হওয়া থেকে শক্তভাবে বিরত রাখবে। নিছক রহস্য উন্মোচন এবং রোমাঞ্চ অনুভব করা এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। অতীত ইতিহাসের কিসসা বলে বলে অন্তরের বিনোদনের চাহিদা পূরণ করা নয়। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথে বলতে হয়, লোকজন আজ এসব নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে, নাউজুবিল্লাহ! সেসব দেখে দেখে তারা নিজেদের বিনোদনের চাহিদা পূরণ করছে। আল্লাহ তায়াল্লা আমাদেরকে হিফাজত করুন। আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করা এবং উপদেশ গ্রহণের তাওফিক দান করুন।

ইয়াজুজ-মাজুজ আবির্ভাবের সময়কাল

আল্লাহ তায়ালা নিদর্শে হজরত ইসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে পৃথিবীর মাটিতে অবতরণ করবেন। চল্লিশ বছর তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। অপর বর্ণনানুযায়ী সাত বছর। দুই বর্ণনার মাঝে বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এ বিরাট মতভেদের সুন্দর সমাধান কী?

উলামায়ে কিরাম বলেন, যখন মহান আল্লাহ তায়ালা হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে পৃথিবী থেকে সসম্মানে আসমানে তুলে নেন তখন তার বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। কিয়ামত-পূর্বকালে যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন অবস্থান করবেন সাত বছর। উভয় সময়কাল যোগ করলে মোট হয় চল্লিশ বছর। সুতরাং যারা চল্লিশ বছর বলেন, তারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় সময়কাল গণনা করেন। আর যারা সাত বছর বলেন, তারা কেবল পরবর্তী সময় হিসাব করেছেন।

হজরত ইসা আলাইহিস সালাম অবতরণ-পরবর্তী সাত বছর হবে ভয়াবহ ফিতনার কাল। ঘোরতর বিপর্যয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে মানবজাতি। এ সময় পৃথিবী নানান ফিতনায় জর্জরিত হবে। সমগ্র পৃথিবী ছেয়ে যাবে ঘনকালো আঁধারে। হাতে জ্বলন্ত আগুন রাখা যেমন কঠিন তেমনি কঠিন হবে অন্তরে ঈমান রাখা। চতুর্মুখী ঈমানবিধ্বংসী ষড়যন্ত্রে মুমিনগণ দিশেহারা হয়ে পড়বে। সকালে কেউ মুমিন থাকবে তো বিকেল না পেরুতেই সে কাফের হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় ঈমানওয়ালা থাকলে তো পূর্বদিগন্তে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই বেঈমান হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম! তখন পৃথিবী মুমিনদের জন্য হয়ে উঠবে উনুনে গনগনে আগুনে ভরা চুলার ন্যায়।

তখনই প্রাচীর ধসিয়ে লোকালয়ে আত্মপ্রকাশ করবে ইয়াজুজ-মাজুজ। তাদের আগমন মানব সভ্যতার জন্য ভয়াবহ ধ্বংস ও পতনের কারণ হবে। সারা পৃথিবী তারা ওলট-পালট করে ফেলবে। জুলুম-নির্যাতনের যাঁতাকলে মানুষ ও মানবতা অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। রক্ত ও লাশপঁচা গন্ধে ছেয়ে যাবে বিশ্বজগৎ। ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনা এতই ভয়ানক হবে যে, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে এর থেকে সতর্ক করতে গিয়ে এতই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তার চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করে।

হজরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فزعاً محمر الوجه
 يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم
 من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه السبابة
 والإبهام، قلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال:
 نعم إذا كثر الخبث

‘একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে
 বের হলেন। তখন তার চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করল। তিনি
 বলছিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আরব বিশ্বের আগত
 অকল্যাণের দরুন বড়োই পরিতাপ যা প্রায় ঘনিয়ে আসছে।
 আজ ইয়াজুজ-মাজুজ এর প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ উন্মুক্ত হয়ে
 গেছে। এ সময় তিনি তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদত আঙ্গুলির দ্বারা
 বেড় বানালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের
 মাঝে অনেক সৎ লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত
 হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার অধিক পরিমাণে
 বেড়ে যাবে।’^{৭৪}

অপর বর্ণনায় এসেছে, হজরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাদি.
 বলেন,

ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا
 اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم
 يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان بيده عشرة قلت يا
 رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث

‘একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে
 জাগ্রত হয়ে বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! নিকট ভবিষ্যতে
 সংঘটিত ফিতনায় আরবরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ ইয়াজুজ-
 মাজুজের দেয়াল এতটুকু পরিণাম খুলে গেছে। এ সময়

সুফিয়ান নিজ হাতে দশের গিট বানালেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে নেক লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার অধিক পরিমানে হবে।^{৭৫}

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরাম الخبث এর ব্যাখ্যা করেছেন অশ্লীলতা ও পাপাচার। কেউ কেউ বলেছেন উদ্দেশ্য হলো ব্যভিচার। আর কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা বিশেষ কোনো গোনাহ নয় বরং সাধারণ যে-কোনো গোনাহই উদ্দেশ্য। উক্ত হাদিসের অর্থ হলো, পৃথিবীতে যদি ব্যাপকহারে গোনাহ-পাপাচার বেড়ে যায় তাহলে তখন সকলের ওপরই ধ্বংস নেমে আসবে। সকলেই আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেউ নিরাপদ থাকবে না। যদিও সেখানে ভালো লোক থাকুক না কেন।

হযতর হুযাইফা আল গিফারি রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال
ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون
قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع
الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه و
سلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق
وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم

‘একদিন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী বিষয়ে আলোচনা করছ? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা

৭৫ সহিহ মুসলিম: ৬৯৭১।

দশটি বিশেষ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করবে। তারপর তিনি ধূস্র, দাজ্জাল, দাব্বা, পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় হওয়া, মারইয়ামের পুত্র ইসা আলাহিস সালাম এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজ এবং তিনবার ভূখণ্ড ধ্বসে যাওয়া তথা পূর্ব দিকে ভূখণ্ড ধ্বস, পশ্চিম দিকে ভূখণ্ড ধ্বস এবং আরব উপদ্বীপে ভূখণ্ড ধ্বসের কথা বর্ণনা করলেন। এই সমস্ত নিদর্শনসমূহের পর এক অগ্ন্যুৎপাতের প্রকাশিত হবে যা তাদেরকে ইয়ামান থেকে হাশরের মাঠে পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।^{৭৬}

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্যানুযায়ী পৃথিবীতে ইয়াজুজ-মাজুজ তখন আগমন করবে যখন অশ্লীলতা, পাপাচার, গোনাহ ও অবাধ্যতা বেড়ে যাবে। যদিও কতক নেককার মানুষ থাকবে যারা লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ করবে। অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। কিন্তু তাদের সংখ্যা হবে নিতান্তই কম। তাদের পুণ্যকাজ সংখ্যাগরিষ্ঠদের পাপকাজের সামনে তুচ্ছ গণ্য হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ মানব প্রজাতির অংশ। তারা বর্তমানে বাদশাহ জুলকারনাইনের তৈরি প্রাচীরের পেছনে বন্দি জীবনযাপন করছে। যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হবে তারা শক্তিশালী সে প্রাচীর ধসিয়ে দেবে এবং মানবসমাজে বেরিয়ে আসবে। তারা অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি। পৃথিবীর কেউ তাদের শক্তির সমকক্ষ নয়। আর তাদের সংখ্যাও অগণিত। তারা মানুষকে অত্যন্ত মর্মস্তুদ শাস্তি দেবে। তাদের শাস্তির অনুরূপ শাস্তি পৃথিবীতে কেউ দিতে পারবে না। মানুষ ভয়ে তাদের থেকে পলায়ন করে পাহাড়ের দিকে ছুটতে থাকবে। সেদিন মানুষ চূড়ান্ত রকমের দিশেহারা হয়ে পড়বে। ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংস ও শাস্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য দিগ্বিদিক ছুটতে থাকবে। পাহাড়ে মরুতে জঙ্গলে যে যেদিকে পারবে পালিয়ে যাবে। অথবা গৃহাভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকবে। আল্লাহর নিকট অনুনয়-বিনয়ের সাথে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কান্নাভেজা কণ্ঠে আল্লাহর নিকট ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য দুআ করতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের দুআ কবুল করবেন। হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে আসমান থেকে প্রেরণ করবেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে আশ্রয় নেবেন। সেখানে সম্মিলিত

মুনাজাত করবে। আল্লাহর নিকট ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের জন্য দুআ করবে। আল্লাহ তাদের দুআ কবুল করবেন। তিনি আসমান থেকে আজাব প্রেরণ করবেন। সে আজাবে ইয়াজুজ-মাজুজ গোষ্ঠী মারা যাবে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে তাদের লাশ। তাদের উৎকট দুর্গন্ধে ছেয়ে যাবে আকাশ-বাতাস। তারপর আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং সমগ্র পৃথিবী পবিত্র করবেন।

কুরআনুল কারিমে ইয়াজুজ-মাজুজের আলোচনা

কুরআনুল কারিমের দুটি জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইয়াজুজ-মাজুজের আলোচনা করেছেন। প্রথমটি হলো সুরা আশ্শিয়ায় বর্ণিত আয়াত,

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ

‘অবশেষে যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে দ্রুত নেমে আসবে।’^{৭৭}

আল্লামা শাওকানি রহ. ফাতহুল কাদিরে লিখেন, ‘ইয়াজুজ-মাজুজ হলো দুটি মানুষ্য প্রজাতি। বর্তমানে তারা বাদশাহ জুলকারনাইনের তৈরি প্রাচীরে আবদ্ধ আছে। কিয়ামত-পূর্বকালে উক্ত প্রাচীর ভেঙে তারা মানবসমাজে ছড়িয়ে পড়বে। তখন পৃথিবীর সর্বত্র তারা প্রচণ্ড দ্রুততায় বিচরণ করতে থাকবে।’

দ্বিতীয়টি হলো, সুরা কাহাফে বর্ণিত বাদশাহ যুলকারনাইনের ঘটনা আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ

وَعَدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۚ وَنُفِخَ
فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

‘যেতে যেতে তিনি যখন দুই বাঁধের [পর্বতের] মাঝে পৌঁছিলেন তখন সেখানে একদল লোককে পেলেন যারা তার [জুলকারনাইন] কোনো কথাই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, হে জুলকারনাইন! ইয়াজুজ-মাজুজ দেশে বড়ো ফিতনা-ফ্যাসাদ করছে। অতএব আমরা কি আপনাকে এই শর্তে কিছু কর প্রদান করব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি বাধা [প্রাচীর] তৈরি করে দেবেন? তিনি বললেন, আমার প্রভু আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন [তোমাদের কর প্রদানের চেয়ে] তাই ভালো। অতএব তোমরা আমাকে শক্তি [জনবল] দিয়ে সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে সুদৃঢ় বাধা [মজবুত প্রাচীর] তৈরি করে দেব। তোমরা আমাকে লৌহপিণ্ড এনে দাও। অতঃপর দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা ভরাট করে দিয়ে জুলকারনাইন বললেন, তোমরা ফুঁ দাও। অতঃপর তা আগুনে পরিণত করে তিনি বললেন, এর ওপর ঢালার জন্য তোমরা আমাকে তামা এনে দাও। ফলে [এভাবে উঁচু ও মজবুত করে তৈরি করার পর] ইয়াজুজ-মাজুজ ওই প্রাচীর ডিঙাতে পারেনি এবং তাতে ছিদ্রও করতে পারেনি। জুলকারনাইন বললেন, এটা আমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক অনুগ্রহ। তবে যেখানে আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি এসে যাবে তখন তিনি একে সমান করে দেবেন। আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য। সেদিন আমি তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেব যে, একদল আরেক দলের ওপর তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়বে। তারপর শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করব।’^{৭৮}

উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, একদা বাদশাহ জুলকারনাইন পূর্বদেশ থেকে দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করছিলেন। চলতে চলতে তিনি নির্মিত দুটি বাঁধের মাঝখানে পৌঁছিলেন। এ দুটি ছিল তৎকালীন সময়ে

দুটি প্রসিদ্ধ বাঁধ। বাদশাহ সে দুই বাঁধের মধ্যখানে একটি সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। যারা বাদশাহ জুলকারনাইনের কথা কিছুই বুঝতে না। পবিত্র কুরআনে তাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে,

قَوْمًا لَا يَكْأُدُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

‘এমন এক সম্প্রদায় যারা জুলকারনাইনের কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না।’^{৭৯}

কারণ, তারা ছিল অনারবি। আরবি ভাষা সম্পর্কে তাদের ন্যূনতম ধারণা ছিল না। এছাড়াও তাদের জ্ঞান ও বোধশক্তি ছিল শূন্যের কোঠায়। ফলে বাদশাহ জুলকারনাইনের কথা তারা কিছুই বুঝেনি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বাদশাহ জুলকারনাইনকে আশ্চর্য জ্ঞানশক্তি দান করেছিলেন। তার মেধা ছিল অত্যধিক। তিনি তাদের কথা বুঝতে পারেন। তারা বাদশাহর নিকট অভিযোগ করল, ইয়াজুজ-মাজুজ তাদের বিরাট ক্ষতিসাধন করছে। তাদের ওপর ক্রমাগত নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে। পবিত্র কুরআনে তাদের সে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে এভাবে,

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

‘ইয়াজুজ-মাজুজ দেশের মধ্যে বড়ো ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করছে।’^{৮০}

ইয়াজুজ-মাজুজ এ দুই সম্প্রদায় তাদের ওপর অত্যাচার চালাত। তাদেরকে হত্যা করত। তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যেত। এছাড়া সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশার কোনো অন্ত ছিল না যা তারা করত না। তারা বাদশাহর নিকট অনুরোধ করল যেন এর থেকে উত্তরণের একটি ব্যবস্থা তিনি করে দেন। তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচার নিপীড়ন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাদের সে অনুরোধের কথা তুলে ধরেছেন এভাবে,

৭৯ সূরা কাহাফ: ৯৩।

৮০ সূরা কাহাফ: ৯৪।

فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

‘আমরা কি আপনাকে এই শর্তে কিছু কর প্রদান করব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর তৈরি করে দেবেন।’^{৮১}

তাদের আবেদন হলো, আপনি তাদের এবং আমাদের মাঝে প্রাচীর তুলে একটি ব্যবধান রচনা করে দিন, যেন তারা আমাদের নিকট পৌঁছতে না পারে। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, তারা এমন কোনো কিছু নির্মাণ করতে অক্ষম ছিল যা তাদের মাঝে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মাঝে ব্যবধান তৈরি করবে। এর মাধ্যমে তাদের অক্ষমতা প্রমাণিত হলো। এবং তারা এও জানত, বাদশাহ জুলকারনাইন এমন কিছু নির্মাণ করতে সক্ষম। তার শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে যা দিয়ে তিনি দুর্ধর্ষ ইয়াজুজ-মাজুজকে প্রতিহত করতে পারবেন। এবং তারা তাকে উক্ত কাজের পারিশ্রমিকও দিতে চাইল। বাদশাহ জুলকারনাইন তাদের আবেদনে সাড়া দিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। ইয়াজুজ-মাজুজ যেহেতু অশান্তি সৃষ্টি করছে তাই তাদেরকে মানবসমাজ থেকে পৃথক করা ফেলাটাই সুচিন্তিত। বাদশাহ জুলকারনাইন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য একটি শক্তিশালী প্রাচীর তিনি নির্মাণ করবেন। যা তাদেরকে মানববসতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলবে। ফলে তারা কিছুতেই উক্ত প্রাচীর টপকিয়ে এদিকে আসতে পারবে না। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাদশাহ প্রাচীর নির্মাণ করলেন। এবং তাদের থেকে কোনো প্রকার পারিশ্রমিক নেননি। বরং এমন একটি কল্যাণকর মানবহিতৈষী কাজ করতে পেরে বাদশাহ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। প্রকৃতার্থে জুলকারনাইন ছিলেন একজন মহান বাদশাহ। মানুষ ও মানবতার প্রতি ছিল তার অপরিসীম দরদ। তিনি তাদেরকে বললেন,

مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ

‘আমার প্রভু আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তাই ভালো।’^{৮২}

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে যে সাহায্য করেছো এ জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অতঃপর বলেন,

أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

‘আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি সুদৃঢ় বাধা তৈরি করে দেব।’^{৮৩}

এমন প্রতিবন্ধক তৈরি করে দেব যে, তারা তা অতিক্রম করে তোমাদের নিকট পৌঁছতেই পারবে না।

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ

‘তোমরা আমাকে লৌহপিণ্ড এনে দাও।’^{৮৪}

বাদশাহর কথানুযায়ী তারা একের-পর-এক লোহা নিয়ে এল।

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ

‘অবশেষে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা ভরে গেল।’^{৮৫}

তখন বাদশাহ বললেন,

قَالَ انْفُخُوا

‘তোমরা ফুঁ দাও।’^{৮৬}

অর্থাৎ, আগুন প্রজ্বলিত করার জন্য তোমরা ফুঁৎকার দাও, যেন শক্ত সিসা গলে যায়। যখন সিসা গলে গলে পড়ল তখন তা লোহার ওপর প্রলেপ দেওয়া হলো।

৮২ সূরা কাহাফ: ৯৫।

৮৩ সূরা কাহাফ: ৯৫।

৮৪ সূরা কাহাফ: ৯৬।

৮৫ সূরা কাহাফ: ৯৬।

৮৬ সূরা কাহাফ: ৯৬।

قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا

‘এর ওপর ঢালার জন্য তোমরা আমাকে তামা এনে দাও।’

আর তা হলো আগুনে গলিত সিসা। এভাবে লোহা ও সিসা দিয়ে প্রাচীরটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও মজবুত করা হলো। ইয়াজুজ-মাজুজ কিছুতেই এ প্রাচীর অতিক্রম করে তাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না।

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

‘ইয়াজুজ-মাজুজ ওই প্রাচীর ডিঙাতে পারেনি এবং তাতে কোনো ছিদ্র করতে পারেনি।’^{৮৭}

বাদশাহ জুলকারনাইন যখন প্রাচীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করলেন তখন তিনি এর কৃতিত্ব প্রদান করলেন মহাশক্তিধর আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে। এবং বললেন,

هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي

‘এটি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ।’^{৮৮}

অর্থাৎ, হে জনপদবাসী জেনে রাখ, তোমাদের সুরক্ষার জন্য নির্মিত এ সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণের সকল কৃতিত্ব ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। তার অপার অনুগ্রহ ও দয়ার ফলেই তা নির্মিত হয়েছে। হ্যাঁ, এমনই ছিল পূর্ববর্তী খলিফা ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের কাজ। তারা যখন কোনো ভালো কাজ সম্পাদন করতেন তখন তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। উক্ত কাজের সকল কৃতিত্ব ও প্রশংসা অর্পণ করতেন আল্লাহর ওপর। আর নিজেরা এ বলে আনন্দিত হতেন যে, আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে উক্ত কাজটি সম্পাদন করিয়েছেন। এটিও আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি তাকে উক্ত কাজের জন্য নির্বাচন করেছেন। সুরা নামলে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন এ কথাই,

৮৭ সুরা কাহাফ: ৯৭।

৮৮ সুরা কাহাফ: ৯৭।

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ

‘এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ; আমি কৃতজ্ঞ হই না অকৃতজ্ঞ হই
তা পরীক্ষা করার জন্য।’^{৮৯}

এই হলো মুতাকি, খোদাভীরু ও আল্লাহর অনুগত বান্দাদের অবস্থা।
পক্ষান্তরে যারা অহংকারী, পৃথিবীতে দম্ভ করে বিচরণকারী তাদের অবস্থা
ভিন্ন। তারা সবকিছু নিজেদের কৃতিত্ব বলে জ্ঞান করে। আল্লাহর প্রতি
কৃতজ্ঞতা বোধ তাদের মাঝে নেই। কারুনকে আল্লাহ তায়ালা অচেন ধন-
সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে সেকালের শ্রেষ্ঠ ধনী বানিয়েছেন। দেখো
তার দাস্তিকতার ধরন। অহংকারবশত সে বলল,

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي

‘আমার কাছে জ্ঞান আছে বলেই আমাকে সম্পদ দেওয়া
হয়েছে।’^{৯০}

যারা অহংকারী ও দাস্তিক তাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত। আল্লাহ
তয়ালা কারুনের দাস্তিকতার জবাবে বলেছেন,

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ

‘অতঃপর আমি তাকে এবং তার বাড়ি-ঘর ভূগর্ভে দাবিয়ে
দিলাম।’^{৯১}

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ-মাজুজ প্রসঙ্গে বলেন,

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي

‘যখন আমার প্রতিশ্রুতি ঘনিয়ে আসবে।’

অর্থাৎ, যখন ইয়াজুজ-মাজুজ বের হয়ে আসবে তখন,

৮৯ সূরা নামল: ৪০।

৯০ সূরা কাসাস: ৭৮।

৯১ সূরা কাসাস: ৮১।

جَعَلَهُ دَكَّاءَ

‘উক্ত প্রাচীর মিশিয়ে দেবে।’

তারা বাদশাহ জুলকারনাইনের নির্মিত সেই সুদৃঢ় প্রাচীরটি ভেঙে ফেলবে।
তারপর তাদের আচরণ কেমন হবে সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ

‘সেদিন আমি তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেব যে, এক
দল আরেক দলের ওপর তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়বে।
তারপর শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং আমি তাদের সকলকেই
একত্রিত করব।’^{৯২}

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা সাদি রহ. বলেন, এর মাধ্যমে ইয়াজুজ-মাজুজের
দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা যখন প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে তখন
তাদের সংখ্যা এত অধিক হবে যে, তারা যখন মানব সমাজের দিকে ধেয়ে
আসবে তখন দেখে মনে হবে তারা একে অপরের ওপর ঢেউ খেলছে। নদী
যেমন পানিতে পূর্ণ হয়ে গেলে আধিক্যের দরুন ঢেউ খেলতে থাকে তেমনি
ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাও এত অধিক হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা
বলেছেন,

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ
يَنْسِلُونَ

‘অবশেষে যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর
তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে দ্রুত নেমে আসবে।’^{৯৩}

হে আল্লাহর বান্দারা! জেনে রাখ, ইয়াজুজ-মাজুজ যেদিন পৃথিবীতে বেরিয়ে
আসবে সেদিনের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সেদিন পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে

৯২ সূরা কাহাফ: ৯৯।

৯৩ সূরা আশ্বিয়া: ৯৬।

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ ১১৬

মহাবিপর্ষয়। তা সত্য ও অবশ্যসম্ভাবী। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাদের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار ؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) . قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد ؟ قال (أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا . ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة) . فكبرنا فقال (أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة) . فكبرنا فقال (أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة) . فكبرنا فقال (ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود .

‘আল্লাহ তায়ালা ডাকবেন, হে আদম! তখন তিনি জবাব দেবেন, হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি সৌভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ আপনার থেকেই। তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামিদের বের করে দাও। আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, জাহান্নামি কারা? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন। এ সময় ছোটোরা বড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্তের মতো, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে একজন কে সে? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা, একজন হবে তোমাদের মধ্য

থেকে আর এক হাজারের অবশিষ্টরা হবে ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তার কসম! আমি আশা করি, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে। হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদি. বলেন, আমরা এ সংবাদ শুনে আবার আল্লাহ আকবার বলে তাকবির দিলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর অর্ধেক হবে। তিনি বলেন, আমরা এ সংবাদ শুনে আবার আল্লাহ আকবার বলে তাকবির দিলাম। তিনি পুনরায় বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর অর্ধেক হবে। এ কথা শুনে আমরা আবারো আল্লাহ আকবার বলে তাকবির দিলাম। তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য মানুষের তুলনায় এমন যেমন সাদা ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি কালো পশম অথবা কালো ষাঁড়ের শরীরে কয়েকটি সাদা পশম।^{৯৪}

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ غَرَضًا ۚ الَّذِينَ
كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا
أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ
إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۚ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ
أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ
فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۚ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ
جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا

‘সেদিন আমি তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেব যে, এক দল আরেক দলের ওপর তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়বে। তারপর শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করব। সেদিন কাফেরদের চোখের সামনে জাহান্নামকে ভালোভাবে উপস্থিত করব। যাদের চোখের ওপর একধরনের আবরণ থাকায় তারা আমার স্মারকগ্রন্থ [কুরআন] দেখতে পায় না এবং শুনতে পায় না। কাফেররা কি তাহলে মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? এই কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য আমি জাহান্নামকে প্রস্তুত রেখেছি। আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের সংবাদ দেব, যাদের কর্মসমূহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিফল হয়েছে; অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজই করেছে। এরা তো তারাই যারা তাদের প্রভুর নিদর্শনসমূহ ও তার সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে। তাই কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোনো পরিমাপ নির্ধারণ করব না। সেটাই হবে তাদের প্রতিফল—জাহান্নাম; কারণ তারা কুফরি করেছে আমার নিদর্শনসমূহ ও রাসুলদেরকে বিদ্রোহের বস্তু বানিয়েছে।’^{৯৫}

কিয়ামতের নিদর্শন আলোকপাত করার রহস্য

হে আল্লাহর বান্দারা! কিয়ামতের এসব গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করার কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালার সাথে মুমিনের সাক্ষাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। মুমিনদের মধ্যে যারা গাফেল, উদাসীন, আত্মভোলা তারা যেন অবচেতনের নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়। তাদের হৃদয়ে যেন আল্লাহর ভয়, কিয়ামত দিবসের বিভীষিকা জাগ্রত হয়। এ সমস্ত আলোচনা নিছক রোমাঞ্চের জন্য নয়। নয় অজানা বিষয় জেনে আনন্দ লাভ করার জন্য।

জেনে রাখ, কিয়ামত তিন প্রকার, কিয়ামতে কুবরা—বড়ো কিয়ামত, কিয়ামতে ওসতা—মধ্যম ধরনের কিয়ামত, কিয়ামতে সুগরা—ছোটো কিয়ামত।

কিয়ামতে কুবরা তথা বড়ো কিয়ামত হলো, যেদিন আল্লাহ তায়ালার সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করবেন এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে একত্রিত করবেন।

কিয়ামতে ওসতা তথা মধ্যম ধরনের কিয়ামত হলো, আলেম, হাফেজ ও আল্লাহর নেককার বান্দাদের মৃত্যু। হজরত আয়িশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كانت الأعراب إذا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم
سألوه عن الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم -أي: أصغر
واحد فيهم- فقال: (إن يعيش هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم
عليكم قيامتكم) أي: بموتكم تقوم قيامتكم.

‘একদিন আরবের লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে কিয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। তখন রাসূল তাদের মধ্যকার সবচেয়ে কমবয়সি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সে বৃদ্ধ হবে। অর্থাৎ, তোমাদের জীবদ্দশায় কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

কিয়ামতে সুগরা তথা ছোটো কিয়ামত হলো, অন্যান্য সাধারণ মানুষের মৃত্যু। মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার কিয়ামত শুরু হয়ে যায়। একে ছোটো কিয়ামত বলা হয়।

কারা ইয়াজুজ-মাজুজ?

ইয়াজুজ-মাজুজ মানবজাতিরই একটি অংশ। অন্যান্য সকল মানুষের মতো তারাও হজরত আদম ও হজরত হাওয়া আলাইহিমাস সালামের সন্তান ও বংশধর। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنهم لو أرسلوا إلى الناس
لأفسدوا عليهم معاشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من
ذريته ألفاً فصاعداً .

ইয়াজুজ-মাজুজ আদম আলাইহিস সালামের সন্তানদের মধ্য থেকে। তারা যখন মানুষের নিকট আসবে তাদের সবকিছু নষ্ট করে ফেলবে। তাদের একজন মারা যাওয়ার সময় এক হাজারের অধিক সন্তান-সন্ততি রেখে যাবে।^{৯৬}

মুসনাদে আহমদে হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ولد نوح ثلاثة : سام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث
أبو الترك

নুহ আলাইহিস সালামের সন্তান তিন জন। সাম—সে আরবদের পিতা। হাম—সে সুদানদের পিতা। ইয়াকুব—সে তুর্কিদের পিতা।^{৯৭}

৯৬ কানযুল উম্মাল: ৩৮৮৭২।

৯৭ কানযুল উম্মাল: ৩২৩৯৪। মুসনাদে আহমদ: ২০১১৪।

কতক উলামায়ে কিরাম বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজ হলো ইয়াফেস এর বংশধর, যিনি তুর্কিদের পিতা। তাদেরকে যেহেতু বাদশাহ জুলকারনাইন লোহা ও সিসার সুদৃঢ় প্রাচীরের পেছনে ফেলে রেখেছেন তাই তাদেরকে তুরক বলা হয়।

কোথায় ইয়াজুজ-মাজুজের আবাসস্থল?

বর্তমানে কোথায় আছে ইয়াজুজ-মাজুজ? কোথায় কোন প্রাচীরের পেছনে তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে? এ নিয়ে একাধিক মত রয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজকে যে দুই প্রাচীরের মাঝে আবদ্ধ রাখা হয়েছে সে দুটি প্রাচীর হলো আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের দুটি পাহাড়।

আর কতক ইহুদি পণ্ডিত বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজকে পৃথিবীর সর্বদক্ষিণে আটকে রাখা হয়েছে। বর্তমানে তা এতই দূরবর্তী যে, সেখানে তারা ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের বসবাস সম্ভব নয়। আর কেউ কেউ বলেন, এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত—ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীর এমন এক স্থানে রয়েছে যার ব্যাপারে কেউ অবগত নয়। বরং আল্লাহ তায়ালাই তা মানুষের নিকট গোপন রেখেছেন। বাদশাহ জুলকারনাইনের তিনটি সফরের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে। এর মধ্যে প্রথম দুটি সফরের স্থান আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। একটি হলো সূর্যাস্তের স্থান, দ্বিতীয়টি হলো সূর্যোদয়ের স্থান। কিন্তু তৃতীয় স্থানটির নাম আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করেননি। গোপন রেখেছেন। নিশ্চয় এর মাঝে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ হিকমাহ ও প্রজ্ঞা রয়েছে। নাম গোপন রেখে বরং এভাবে বলেছেন,

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ

‘চলতে চলতে তিনি যখন দুই বাঁধের [পাহাড়ের] মাঝখানে পৌঁছলেন।’

কোথায় এ জায়গা তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

একদিন ধর্মে যাবে বন্দি-প্রাচীর

যখন ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে আসবে তখন নির্মিত সেই প্রাচীর আল্লাহর হুকুমে ভেঙে যাবে কিংবা ধসে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবেন। কিন্তু ঠিক কীভাবে সেই প্রাচীর ভেদ করে তারা বের হবে পবিত্র কুরআনুল কারিমে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। ইরশাদ হয়েছে,

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ

‘যখন আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি এসে যাবে তখন তিনি একে সমান করে দেবেন।’

এ ব্যাপারে মুসনাদে আহমদে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً، فيعودون إليه كأشد ما كان من الغد، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى كادوا يرون شعاع الشمس، فقال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله فيحفرونه)، فعلى هذا فقلوه تعالى: ((جَعَلَهُ دَكَّاءَ)) أي: أنه بمرور الوقت يفقد صلابته وتماسكه، فيستطيعون خرقه ويخرجون.

‘প্রতিদিন তারা প্রাচীর ছিদ্রের কাজে নিয়োজিত হয়। যখন ছিদ্রের কাজ চালাতে চালাতে বের হওয়ার কাছাকাছি এসে যায় এবং সূর্যের আলো দেখতে পায় তখন তাদের মধ্যে একজন বলে, চল, আজকে তো অনেক করলাম। অবশিষ্টটুকু আগামীকাল এসে করব। কিন্তু পরদিন আল্লাহ আবার

প্রাচীরকে পূর্বের ন্যায় শক্ত ও মজবুত করে দেন। তবে যেদিন আল্লাহর প্রতিশ্রুতির সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তাদের একজন বলবে, আজ চল, আল্লাহ চাহেন তো আগামীকার পূর্ণ খোদাই করে ফেলব। পরদিন তারা পূর্ণ খোদাই করে বের হয়ে আসবে।^{৯৮}

পৃথিবীতে যখন অন্যায়-পাপাচার বেড়ে যাবে, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা বৃদ্ধি পাবে, অবাধ্যতা ও নাফরমানি অতীতের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ কমে যাবে তখনই ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে। তারা বের হয়ে এমন দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে ধনুক থেকে তির বের হয়ে যেভাবে ছুটে যায়। তাদের সে চলার গতির কম্পনে পাহাড়ের চূড়াগুলো ভেঙে পড়বে। উঁচু-উঁচু ইমারাত ও মিনারের চূড়া ভেঙে ধসে পড়বে। প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে তারা প্রচণ্ড বেগে নেমে আসবে। মানুষ, প্রাণী, সকল খাদ্য ও পানীয় তারা নষ্ট করে ফেলবে। তাদের আকার-আকৃতি এতই ভয়ানক হবে যে লোকেরা তাদের থেকে পলায়ন করতে থাকবে। লোকালয় ও জনপদ ছেড়ে তারা আশ্রয় নেবে পাহাড়ে ও গৃহাভ্যন্তরে। ভয়ে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। চোখ-মুখ বিবর্ণ হয়ে যাবে। শিশুরা চিৎকার করতে থাকবে। নারীরা হয়ে যাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তখন তারা কেবল পলায়নের রাস্তা খুঁজতে থাকবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম তাদের দু'আয় ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনা থেকে মুক্তির জন্য দু'আ করতেন।

৯৮ মুসনাদে আহমদ। মুসতাদরাকে হাকেম।

ইয়াজুজ-মাজুজের অবমান

হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,
ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم الدجال ذات غداة
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه
عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم ؟ قلنا يا رسول الله ذكرت
الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة
النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا
فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ
حجيح نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه
طائفة كأني أشبهه بعبدة العزى بن قطن فمن أدركه منكم
فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام
والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا
رسول الله وما لبثه في الأرض ؟ قال أربعون يوما يوم كسنة
ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول
الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال لا
اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض ؟ قال
كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به
ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح
عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمه
خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف
عنهم فيصبحون محلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر

بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيغاسيب
النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه
جزلتين رمية الغرض ثم يدعو فيقبل ويتهلل وجهه يضحك
فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند
المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على
أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان
كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي
حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي
عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى
عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز
عبادي إلى الطور وبيعت الله يأجوج ومأجوج وهم من كل
حذب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها
ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله
عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من
مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه
فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت
نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا
يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ومنتهم فيرغب
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا
لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها

كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك فيومئذ
 تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل
 حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة
 من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي
 الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة
 فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم
 ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم
 الساعة

‘একদা সকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল
 সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কখনো তার গলার আওয়াজ উঁচু
 হচ্ছিল আবার কখনো ক্ষীণ হচ্ছিল। আলোচনায় আমরা দারুণ
 ভীত হয়ে পড়ি। একপর্যায়ে আমাদের মনে হচ্ছিল যে, দাজ্জাল
 মনে হয় পাশের খেজুর বাগানে এসে পড়েছে। এরপর আমরা
 সন্ধ্যায় পুনরায় তার নিকট গেলাম। তিনি আমাদের মধ্যে
 ভয়ের প্রভাব দেখতে পেয়ে বললেন, তোমাদের কী হলো?
 আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি সকালে দাজ্জাল
 সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমরা মনে করেছি, দাজ্জাল
 বুঝি এ বাগানের মধ্যেই বিদ্যমান। এ কথা শুনে তিনি বললেন,
 দাজ্জাল নয় বরং তোমাদের ব্যাপারে আমি অন্য কিছুই ভয়
 করছি। তবে শোনো, আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা
 অবস্থায় যদি দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয় করে তাহলে আমি
 নিজেই তাকে প্রতিহত করব, তোমাদের প্রয়োজন হবে না।
 আর যদি আমি তোমাদের মধ্যে না থাকা অবস্থায় দাজ্জালের
 আত্মপ্রকাশ হয় তবে প্রত্যেক মুমিন লোক নিজের পক্ষ থেকে
 তাকে প্রতিহত করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ
 তায়াল্লাই হলেন আমার পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধানকারী। দাজ্জাল
 যুবক এবং ঘন চুলবিশিষ্ট হবে। চোখ আঙুরের ন্যায় হবে।
 আমি তাকে কাফির আব্দুল উযযা ইবনে কাতান এর মতো মনে

করছি। তোমাদের যে কেউ দাজ্জালের সময়কাল পাবে সে যেন সুরা কাহাফ এর প্রথমোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে। সে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যপথ থেকে আবির্ভূত হবে। সে ডানে-বামে দুর্যোগ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অটল থাকবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! সে পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করবে? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত। এর প্রথম দিনটি হবে এক বছরের সমান। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের সমান। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনসমূহের মতোই হবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! যে দিনটি এক বছরের সমান সেটাতে এক দিনের নামাজই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, বরং তোমরা হিসাব করে তোমাদের দিনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! দুনিয়াতে দাজ্জালের অগ্রসরতা কীরকম বৃদ্ধি পাবে? তিনি বললেন, বাতাসের প্রবাহ মেঘমালাকে যে রকম হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। সে এক সম্প্রদায়ের কাছে এসে তাদেরকে কুফরির দিকে ডাকবে। তারা তার ওপর ঈমান আনবে এবং তার ডাকে সাড়া দেবে। অতঃপর সে আকাশমণ্ডলীকে আদেশ করবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। ভূমিকে নির্দেশ দেবে, ফলে ভূমি গাছপালা ও শস্য উৎপন্ন করবে। তারপর সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুগুলো পূর্বের চেয়ে বেশি লম্বা কুজ, প্রশস্ত স্তন এবং পেটভর্তি অবস্থায় তাদের নিকট ফিরে আসবে। তারপর দাজ্জাল অপর এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে। তাদেরকে সে কুফরির দিকে আহ্বান করবে। কিন্তু তারা তার আহ্বানে সাড়া দেবে না। ফলে সে তাদের নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। অমনি তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও পানির অভাব দেখা দেবে এবং তাদের হাতে ধন-সম্পদ বলতে কিছুই থাকবে না। তখন দাজ্জাল এক পতিত স্থান অতিক্রমকালে সেটিকে সম্বোধন করে বলবে, তুমি তোমার গুপ্তধন বের করে দাও। তখন জমিনের ধনভান্ডার বের হয়ে তার চতুর্দিকে একত্রিত হতে থাকবে। যেমন, মধু মক্ষিকা তাদের সর্দারের

চারপাশে সমবেত হয়। অতঃপর দাজ্জাল এক যুবক ব্যক্তিকে
 ডেকে আনবে এবং তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তিরের
 লক্ষ্যস্থলের ন্যায় দুই টুকরো করে ফেলবে। তারপর সে আবার
 তাকে আহ্বান করবে। যুবক আলোকময় হাস্যোজ্জ্বল চেহারা
 তার সম্মুখে এগিয়ে আসবে। এ সময় আল্লাহ তায়ালা ইসা
 ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন। তিনি দুই ফেরেশতার
 কাঁধে ভর করে ওয়ারস ও জাফরান রঙের জোড়া কাপড়
 পরিহিত অবস্থায় দামেস্ক নগরীর পূর্ব দিকের উজ্জ্বল মিনারে
 অবতরণ করবেন। যখন তিনি তার মাথা ঝুঁকাবেন তখন ফোঁটা
 ফোঁটা ঘাম তার শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যে
 কাফেরের কাছে যাবেন সে তার শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হয়ে
 যাবে। তার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তার শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত
 পৌঁছাবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে
 তাকে বাবে লুদ নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করবেন এবং
 তাকে হত্যা করবেন। তারপর ইসা আলাইহিস সালাম ওই
 সম্প্রদায়ের নিকট যাবেন, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দাজ্জালের
 বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। ইসা আলাইহিস সালাম তাদের
 কাছে গিয়ে তাদের চেহারা হাত বুলিয়ে জান্নাতে তাদের
 স্থানসমূহের ব্যাপারে খবর দেবেন। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা
 ইসা আলাইহিস সালামের প্রতি এ মর্মে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ
 করবেন যে, আমি আমার এমন বান্দাদের আবির্ভাব ঘটিয়েছি,
 যাদের সঙ্গে কারোরই যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। অতঃপর তুমি
 আমার মুমিন বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাও। তখন
 আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়কে প্রেরণ করবেন।
 তারা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীর সব প্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে।
 তাদের প্রথম দলটি বুহাইরায়ে তাবারিয়ার [ভূমধ্যসাগর]
 উপকূলে এসে এর সমুদয় পানি পান করে নিঃশেষ করে দেবে।
 তারপর তাদের সর্বশেষ দলটি এ স্থান দিয়ে যাত্রাকালে বলবে,
 এ সমুদ্রে কখনো পানি ছিল কি? তারা আল্লাহর নবী ইসা
 আলাইহিস সালাম এবং তার সাথীদেরকে অবরোধ করে
 রাখবে। ফলে তাদের নিকট একটি বলদের মাথা বর্তমানে
 তোমাদের নিকট একশ দিনারের মূল্যের চেয়েও অধিক মূল্যবান

হবে। তখন আল্লাহর নবী ইসা আলাইহিস সালাম এবং তার সঙ্গীগণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তাদের দুআ কবুল করবেন। ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়ের ওপর তিনি আজাব প্রেরণ করবেন। তাদের ঘাড়ে একপ্রকার পোকা হবে। এতে একজন মানুষের মৃত্যুর মতো তারাও সবাই মরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপর ইসা আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীগণ পাহাড় থেকে জমিনে অবতরণ করবেন। কিন্তু তারা অর্ধ হাত জায়গাও এমন পাবে না যেখানে পঁচা লাশ ও লাশের দুর্গন্ধ নেই। অতঃপর ইসা আলাইহিস সালাম এবং তার সঙ্গীরা পুনরায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। তখন আল্লাহ তায়ালা উটের ঘাড়ের মতো লম্বা একধরনের পাখি প্রেরণ করবেন। তারা তাদেরকে বহন করে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে কোনো স্থানে ফেলবে। এরপর আল্লাহ মুম্বলধারে এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যার ফলে কাঁচা-পাকা কোনো গৃহই অবশিষ্ট থাকবে না। এতে জমিন বিধৌত হয়ে উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে। অতঃপর পুনরায় জমিনকে এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, হে জমিন! তুমি আবার শস্য উৎপন্ন করো এবং তোমার বরকত ফিরিয়ে দাও। সেদিন একদল মানুষ একটি ডালিম ভক্ষণ করবে এবং এর বাকলের নিচে লোকেরা ছায়া গ্রহণ করবে। দুধের মধ্যে বরকত হবে। ফলে দুগ্ধবতী একটি উটই এক দল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং যথেষ্ট হবে দুগ্ধবতী একটি বকরি এক দাদার সন্তানদের জন্য। এ সময় আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত আরামদায়ক একটি বায়ু প্রেরণ করবেন। এ বায়ু সকল মুমিন লোকদের বগলে গিয়ে লাগবে। সমস্ত মুমিন মুসলিমদের আত্মা কবজ করে নিয়ে যাবে। তখন একমাত্র মন্দ লোকেরাই এ পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে। তারা গাধার ন্যায় পরস্পর একে অন্যের সাথে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। এদের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।”^{৯৯}

হে আল্লাহর বান্দাগণ! কুরআনুল কারিমের এই আয়াত পড়ো ও গভীরার্থে তাদাব্বুর-চিন্তা করো,

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ
 وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا
 وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا
 تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ
 هُوَ لَاءِ آلِهَةٍ مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ
 فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا
 مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ
 خَالِدُونَ لَا يَخْرُجُ لَهُمُ الْفَرَغُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا
 يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ
 لِلْكِتَابِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدًا عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا
 فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
 عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا
 أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ
 وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ
 ۖ وَإِن أُدْرِي أَقْرِبُ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ
 الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِن أُدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ
 إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۖ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ
 مَا تَصِفُونَ

‘যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্দি অবস্থা থেকে ছেড়ে দেওয়া
 হবে, আর তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে দ্রুত নেমে আসবে।
 সত্য প্রতিশ্রুতি [কিয়ামত] ঘনিয়ে আসছে দেখেই ভয়ে
 কাফেরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, হায়রে
 আমাদের দুর্ভোগ! এ ব্যাপারে আমরা একেবারে বেখবর
 ছিলাম। না না, বরং আমরা জালেম ছিলাম। তোমরা এবং

আল্লাহকে ছাড়া তোমরা যাদের উপাসনা করো তারা তো জাহান্নামের জ্বালানি। তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। এর যদি উপাস্যই হত তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। সবাই সেখানে চিরকাল থাকবে। তারা সেখানে বিলাপ করবে এবং তারা সেখানে শুনতে পাবে না। যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে আগেই কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। তারা তার মৃদু শব্দও শুনবে না। তাদের মন যা চায় তারা চিরকাল তার মধ্যেই থাকবে। কিয়ামতের সবচেয়ে বড়ো আতংকও তাদেরকে চিন্তিত করবে না। আর ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। বলবে, এই তো সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হত। যেদিন আমি বইয়ের কাগজ পেঁচানোর মতো আসমানকে পেঁচিয়ে রাখব। যেভাবে প্রথম বার আমি সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে আবার সংরক্ষণ করব। এটা আমার প্রতিশ্রুতি। আমি তা কিতাবেও লিখে দিয়েছি যে, জমিনের উত্তরাধিকারী হবে আমার যোগ্য বান্দারা। নিশ্চয় কুরআনে ধর্মপ্রাণ লোকদের জন্য একটি বাণী রয়েছে। আপনাকে আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। বলো, আমার কাছে তো এই মর্মে ওহি আসে যে, তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। অতএব তোমরা কি তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে? তবে তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আপনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে যথার্থভাবে আমার বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছি। আর তোমাদেরকে যে শান্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা কি কাছে না দূরে, আমার তা জানা নেই। আল্লাহ প্রকাশ্য কথা তো নিশ্চয় জানেন, তোমরা যা গোপন করো তিনি তাও জানেন। আমি জানি না, হয়তো এটি [শান্তি বিলম্ব করা] তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা ও কিছুকালের জন্য ভোগের সুযোগ হতে পারে। সে [রাসূল] বলেছিল, প্রভু! তুমি ন্যায্য বিচার করো। আমাদের প্রভু পরম করুণাময় এবং তোমরা যা কিছু বলছ সে ব্যাপারে আমরা তারই সাহায্য চাই।^{১০০}

ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনা থেকে মুক্তি

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এখন আমাদের জন্য অপরিহার্য করণীয় হলো, নিজেদেরকে বিরাট এ প্রশ্নের সম্মুখীন করা যে, ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের প্রস্তুতি কী? দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ এসব হলো কিয়ামতের অন্যতম বড়ো দুই নিদর্শন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ঘনিয়ে এসেছে কিয়ামতের সময়। তাই দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনা থেকে আত্মরক্ষা এবং কিয়ামতের প্রস্তুতিস্বরূপ আমাদের করণীয় কী? এবং আমরা তার কতটুকু করছি? নিজেদের করণীয় ও প্রস্তুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সময় হয়েছে।

আমরা কি নামাজ আদায় করি? আমরা কি নামাজের প্রতি যত্নবান? আমরা কি অশ্লীলতা ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকি? আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকি? প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ থেকে কি নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছি? হে আল্লাহর বান্দাগণ! জিজ্ঞেস করুন নিজেদের। নিজেদের আমলের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করুন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : متى الساعة؟ قال:

ماذا أعددت لها؟ قال : أعددت لها حب الله ورسوله

‘জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, কিয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? লোকটি বলল, আল্লাহ ও তার রাসুলের ভালোবাসা।’

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! কিয়ামতের বিতীষিকা থেকে বাঁচার জন্য, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের ঘোর ফিতনা থেকে মুক্তির জন্য আমাদের প্রস্তুতি কী? নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করার সময় এসেছে। আজ সময় হয়েছে

নিজেদের আত্মজিজ্ঞাসার। সময় হয়েছে মুক্তি ও নাজাতের ব্যাপারে করণীয় নির্ধারণ করার। হে আল্লাহর বান্দাগণ! ভয় করো সেদিনকে যেদিনের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন,

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

‘তোমরা ভয় করো সেদিনকে যেদিন তোমাদেরকে তার দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।’^{১০১}

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়াল্লা বলেন,

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

‘যেদিন এই জমিনকে অন্য জমিনে পরিবর্তন করা হবে; আসমানসমূহকেও পরিবর্তন করা হবে এবং মানুষ একক, পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। সেদিন তুমি পাপীদেরকে একত্রে শিকল পরানো অবস্থায় দেখতে পাবে। তাদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কর্মের প্রতিফলন দেবেন। আল্লাহ তো দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। এই কুরআন মানুষের জন্য একটি বার্তা; যাতে এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা যায়, যাতে তারা জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধিমানরা শিক্ষা গ্রহণ করে।’^{১০২}

১০১ সূরা বাকারা: ২৮১।

১০২ সূরা ইবরাহিম: ৪৮-৫২।

পৃথিবীর বুকে হজরত আদম আলাইহিস সালামের সূচনা থেকে কিয়ামত অবধি যত ফিতনা ও বিপর্যয় ঘটেছে ও ঘটবে তন্মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হলো দাজ্জাল। যুগে যুগে সকল নবী ও রাসুল তার উন্মতকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। এর ভয়াবহতা তাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর তন্মধ্যে সর্বাধিক সতর্ক করেছেন আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেননা, অন্যান্য নবীগণ তাদের উন্মতকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু দাজ্জালের আবির্ভাব তাদের মাঝে হয়নি। তাই এ কথা অবধারিত যে, দাজ্জাল শেষ নবীর উন্মতের মাঝেই আগমন করবে। দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের নির্মমতা ও উৎপীড়ন থেকে মানুষ ও মানবতার মুক্তির জন্য পৃথিবীর ত্রাণকর্তা হয়ে আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন হজরত ইসা আলাইহিস সালাম। অব্যাহত জুলুম ও কুফুরের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনার জন্য ঈমানদারদের নেতা হয়ে আগমন করবেন ইমাম মাহদি। তাদের হাতে পতন ঘটবে দাজ্জাল ও তার অনুসারীদের। সলিল সমাধি রচিত হবে শক্তিশালী জাতি ইয়াজুজ-মাজুজের। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যের শাসন। ইনসাফের শাসন। আল্লাহর জমিনে কায়েম হবে আল্লাহর বিধান। সকল প্রকার মতবাদ, ইজম ও তন্ত্র-মন্ত্রের অবসান ঘটবে। পতপত করে উড়বে কেবল কালিমার নিশান।



শব্দ চিন্তা শব্দ প্রকাশ
হাসানাহ
পা • ব • লি • কে • শ • ন